বড়বউ।

—ঃ*ঃ—

(সচিত্র ধর্ম্মোপন্যাস)

"অবলাবালা," "আকাশ-গঙ্গা," "উপন্যাস-মালা,"
"সহমরণ," "শকুন্তলা," "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
পরমহংস," "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর
উপদেশ," "ধর্ম্মের জয়"
প্রভৃতির গ্রন্থকার

শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

১৩২৪।

—

মূল্য বার আনা।

কলিকাতা,
১০।২ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



কলিকাতা,
বরাহনগর, ৩৮নং নন্দলাল দে ষ্ট্রীট,
প্রতিবাসী প্রেস এণ্ড পাবলিশিং সিণ্ডিকেট হইতে
এস, সি, মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলপ্রাণে ভারত-বর্ষের পর্ব্বত, নদী, বন, উপবন এবং নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; যিনি বৈরাগ্যের ঐকান্তিকতায় উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, আপনার বংশগত শোণিত-ধারায় অনাসক্তির স্বর্গীয় কণিকা সকল বিমিশ্রিত করিয়াছেন; ধর্ম্ম-পথে যাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি; সেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতামহ "৺রাজীব-লোচন মিত্র মহাশয়ের" শ্রীচরণে এই "ধর্ম্মো-পন্যাস," গভীর ভক্তির অশ্রুরাশির সহিত উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীলেখক।

উপহার।



এই গ্রন্থখানি

আমার

---কে

প্রদত্ত হইল

তারিখ.   স্বাক্ষর

বিজ্ঞাপন।

—০ঃ০ঃ০—

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত সত্য চরণ মিত্র মহাশয় একজন সাধক পুরুষ। তাঁহার "বড় বউ," "অবলাবালা," "সহমরণ" প্রভৃতি স্ত্রীপাঠ্য ধর্ম্মোপন্যাস পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইলে তদানীন্তন পাঠক সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং অতি শীঘ্রই উহাদের ৩।৪টি করিয়া সংস্করণও হইয়াছিল। গ্রন্থকার বহু-দিবসাবধি হিমালয়ের বিজন প্রদেশে সাধনায় রত থাকায় উক্ত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত হইবার পর আর পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। পুস্তকগুলির উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে বেঙ্গল গভর্মেণ্টের রিপোর্ট বিশেষভাবে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। এইরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি অপ্রকাশিত থাকিলে ভাষার ও সমাজের ক্ষতি হইয়া থাকে। উক্ত ক্ষতি পূরণের ও গ্রন্থ-কারের পরিবারবর্গের সাহায্যের উদ্দেশে আমি তাঁহার "বড়বউ," "অবলাবালা" ও "সহমরণ" এই

তিন খানি প্রকাশ করিতে মনন করিয়াছি। প্রথমে "বড়বউ" খানি পাঠকপাঠিকাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিলে সুখী হইব। ইতি—

কলিকাতা।
১লা মাঘ, ১৩২৪।

শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত
প্রকাশক

বড়বউ।

—:-o-:—

১

হুগলী জেলার কোন গ্রামে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারী বহুদূর বিস্তৃত। ভূ-সম্পত্তি এত অধিক ছিল যে, বিশ্বনাথ এক একবার বলিতেন "বাটী হইতে হুগলী যাইতে হইলে বরাবর আপনার মাটী দিয়া যাইতে পারি—পরের মাটীতে পা দিতে হয় না।" বিশ্বনাথের বাটী হুগলী হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে। নিজগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী বিশ ত্রিশ খানা গ্রাম তাঁহার হুকুমে চলিত।

বিশ্বনাথের দুই পুত্র। সুরেন্দ্রচন্দ্র ও অবিনাশচন্দ্র। সুরেন্দ্র খুব লেখা পড়া শিখিয়াছিল,—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে। অবিনাশের সে কর্ম্মসূত্র না থাকায় তাহার আদতে লেখা পড়া হইল না।

বড়বউ।

সুরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিল—অবিনাশ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় জোর নাম লেখা পর্য্যন্ত সাঙ্গ করিয়াই, মা সরস্বতীর নিকট হইতে জনমের মত বিদায় লইয়াছিল।

সুরেন্দ্র স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ। ছাত্রজীবনে সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করিত—ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়নে পরম পরিতোষ লাভ করিত। সুরেন্দ্র এম্‌ এ পাশ করিয়া একটী দরিদ্রা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।

নিকটে শ্যামপুর গ্রামে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটী ভাগিনেয়ী ছিল, নাম সরলাসুন্দরী। এই সরলার পিতামাতা বাল্যকালেই পরলোকগত হয়েন। মাতুল হরিদাস ভাগিনেয়ীকে লালন পালন করেন। হরিদাস বাবু খুব ইংরাজীনবিস ছিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার খুব শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি আপন তনয়া ও ভাগিনেয়ীকে রীতিমত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করেন। সুতরাং তাঁহার কন্যা ও ভাগিনেয়ী বেশ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। তাঁহার

ভাগিনেয়ী সরলার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল—সুতরাং অল্প দিনে সে অধিক শিখিয়া ফেলিল।

সরলা ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভালরূপ শিখিয়াছিল। স্বামীর সহিত প্রথম প্রথম খুব হৃদয়ের মিলন হইতে লাগিল। বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র সেই সময়ে স্বদেশে বিদ্বান্ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিল। বিদুষী ও গুণবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া সুরেন্দ্র কয়েক বৎসর বড় সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সুরেন্দ্রের জীবনে এক ঝটিকা উপস্থিত হইল। কয়েক জন ধর্ম্ম-বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কোন মহাত্মাদর্শনে গমন করে। সেই মহাত্মার আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিয়া সেই অবস্থা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বুঝিল "কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ না করিলে" ব্রহ্মলাভ অসম্ভব। সুরেন্দ্র সেই সাধুর সহিত যতই মিশিতে লাগিল, ততই তাহার রমণীজাতির প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত

হইল। ক্রমশঃ এরূপ হইল যে, সুরেন্দ্র স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া, পিতামাতা এবং জনসমাজ ছাড়িয়া অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হইবে স্থির করিল।

সরলা স্বামীর ভাবগতিক দেখিয়া কতকটা বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রতি স্বামীর আর টান নাই। আগে সরলা এক দিন কাছে না থাকিলে সুরেন্দ্র অস্থির হইত, এখন ক্রমশঃ সেই সরলা তাহার কাছে যেন বাঘিনীর মত দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্র বাহির বাটীতে একটী ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদে। কেহ কাছে গেলে বিরক্ত হয়—কিছু জিজ্ঞাসা করিলে অনিচ্ছায় নীরস ভাবে উত্তর দেয়।

একদিন দুপুর বেলা সুরেন্দ্র বিছানায় শুইয়া "ভগবদগীতা" পাঠ করিতে করিতে বৈরাগ্যভারে অধীর হইয়া উঠিল। বইখানি বালিসের নীচে রাখিয়া, বালিসে মুখ গুঁজিয়া, এই অসার জীবনের চিন্তা-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া মনোমধ্যে যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল।

সেই চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া, সংসার ত্যাগ করিবার জন্য সুরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিল। সেই ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সুরেন্দ্র এক দিন রাত্রে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিল। পিতা, মাতা, স্ত্রী কেহই জানে নাই যে, সুরেন্দ্র সংসার ত্যাগ করিবে। হঠাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে দুঃখে নিমগ্ন করিল। সংসার ছাড়িয়া গোপনে স্ত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। আগে "প্রিয়তমে," "প্রাণেশ্বরী," "প্রাণের সরলা" প্রভৃতি হৃদয়ের আবেগময় ভাষায় স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া পত্র আরম্ভ করিত, এবারে সে সব কিছুই নাই, নীরস ভাবে প্রথমেই লিখিয়াছে ঃ—

সরলা!

আমি সন্ন্যাসী হইলাম—বিধাতার ইচ্ছায়। যদি তোমার কাছে আমার কিছু দোষ হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবে। সংসারে তোমার যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিবে না, তাহা বুঝিতেছি। আমার মা, বাপ, ভাই তোমায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিবেন।

বড়বউ।

তোমার উচ্চশিক্ষা তোমার কষ্টের কারণ; যদি কষ্ট অধিক হয়, বিনোদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবে। আমার মা বাপের বিশ্বাস, তুমি আমায় ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছ, তাই আমি সংসারত্যাগী হইয়াছি। এই বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারা তোমায় নজর ছাড়া করিবার প্রয়াস পাইবেন। বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। আমার সহিত এই পর্য্যন্ত।

এই পত্র খানি পড়িয়া সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিল, ভগবান্! সরলার সর্ব্বস্ব ধন তুমি আকর্ষণ করিয়াছ, ভালই; কিন্তু আমার প্রতি যদি তোমার দয়া থাকে তো এক দিন স্বামীর কাছে বসিয়া তোমায় আত্ম-নিবেদন করিয়া তোমার পূজা করিতে পারিব।

সুরেন্দ্র সংসার পরিত্যাগ করিল। সরলা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বড় অপ্রিয়পাত্রী হইল।

সরলার ঔষধে সুরেন্দ্র পাগল হইয়া সংসার ছাড়িয়াছে, এই বিশ্বাস সরলাকে শ্বশুর শাশুড়ীর বিজাতীয় ক্রোধের পাত্রী করিয়া তুলিল। শাশুড়ী সরলাকে গৃহ হইতে—দেশ হইতে তাড়াইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

২

"পত্র পাইয়াছ?" মৃদু মৃদু স্বরে অবনতমুখী হইয়া, দুঃখ ও শোকের ভীষণ জ্বালা হৃদয়ে লুকাইয়া, সরস লোহিতাভ চক্ষু দুটী একটু ঊর্দ্ধ দিকে তুলিয়া সরলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বিনোদ গম্ভীর অথচ কাতর স্বরে উত্তর করিল, না পত্র এখন ত পাই নাই। বোধ হয় শীঘ্র পাইব। শুনিয়া সরলার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিল, শেষ পত্রে কি লিখিয়াছিলেন?

লিখিয়াছিলেন যে, "আমি এখন হরিদ্বারে আছি। এখানে হিমালয়ের শোভা দেখিয়া

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উথলিয়া উঠে। এ স্থানটী কবির প্রকৃত বাসস্থান। এ স্থানের শোভা দেখিলে আর সংসারে যাইতে ইচ্ছা করে না। ভাই! আমি এখানে বড় সুখে আছি। কিন্তু এখানে আর অধিক দিন থাকিব না।”

“তার পর”, “তার পর” ক্ষীণ স্বরে এই দুটী কথা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে সরলার মুখ হইতে বিনির্গত হইল। যে প্রকার কাতরভাবে ও ধীরে ধীরে এই দুটী কথা উচ্চারিত হইল তাহাতে বিনোদের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিনোদ বলিল, ভয় নাই সরলা! ভয় নাই। ঈশ্বর যার সহায় তার আবার কিসের ভয়, “ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।” তার পর আর কিছুই লেখেন নাই।

“আমায় বোধ হয় ভুলিয়াছেন।” এই কথা বলিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল। বিনোদ কি করিবে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বাহ্যভাবে উহাদিগকে নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইল বটে কিন্তু উভয়েরই অন্তর্জগতে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে; নহিলে থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে কেন?

সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবামাত্র বিনোদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, এ—ক, কা—জ, ক—রি। সরলা কাতরভাবে বলিল, কি? কি করিতে চাও?

বিনোদ বলিল, যাই গিয়া ধরিয়া আনি। সরলা বলিল, কেন ধরিয়া আনিবে? তাঁর তো আসিতে ইচ্ছা নাই। তিনি যখন লিখিয়াছেন, আমি এখানে সুখে আছি, আর সংসারে ফিরিতে ইচ্ছা নাই, তখন আর তাঁকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? তিনি সুখে আছেন ইহাতেই আমাদের সুখ, আমরা আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা ছড়াইব না।

এই কথা বলিবার পর, সরলার চক্ষু দু'টী জলে ভরিয়া গেল। স্বামীর মূর্ত্তি যেন চক্ষের সম্মুখে

ভাসিতে লাগিল। বুক ফাটিতেছে—হৃৎপিণ্ড প্রেমোচ্ছ্বাসে ছিন্ন হইতেছে। প্রেমোৎসাহিত—প্রেম বিগলিত—প্রেম পরিচালিত আত্মা মাটির দেহকে পিঞ্জর বোধ করিতেছে—যদি দেহ ভাঙ্গিয়া যায় তো আত্মাপক্ষী অনন্ত চিদাকাশে মধুর সঙ্গীত-ধারা বর্ষণ করে। লজ্জা সরম কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পাঠিকা! প্রেমাবেশে আত্মার যে কি ভাব আবির্ভাব হয় তাহা যদি পতিপ্রাণা হও তো বুঝিতে পারিবে, নতুবা সাধ্য কোথায়?

সরলাসুন্দরী এইভাবে নিস্তব্ধ রহিয়াছে এমন সময়ে বিনোদ ধীরে ধীরে বলিল, তা বটে তাঁর সুখের পথে কাঁটা কেন দেব—কিন্তু—; বিনোদ এই কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সরলা বলিল কিন্তু কি? তুমি কাঁদ কেন? বিনোদ বলিল, তোমার দশা কি হইবে। তোমার বিষয় যখন ভাবি তখন আর আমি আমাতে থাকি না।

সরলা বলিল, তুমি না ঈশ্বরপ্রেমিক? ঈশ্বরের কৃপা আমাদের আশ্রয়। আমার আবার কিসের

দশা? ঈশ্বর আমাদের পিতা, ঈশ্বর আমাদের মাতা—যতক্ষণ তিনি আছেন ততক্ষণ কিছু ভয় নাই।

বিনোদ। একটী অমঙ্গলের কথা শুনিলাম।

সরলা। কি?

বিনোদ। তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর সকলেই তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস তুমি তোমার স্বামীকে বশ করিবার জন্য কোন ঔষধ খাওয়াইয়াছ—তাই তোমার স্বামী পাগল হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন।

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল হা ভগবান্! আমি পাগল করিয়াছি!! কিয়ংক্ষণ নিরবে থাকিয়া সরলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, আর কি শুনিয়াছ?

'আর'—বলিয়া বিনোদ আর কথা কহিতে পারিল না, কণ্ঠরোধ হইল, মুখ রক্তাভ এবং নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল।

বিনোদের এপ্রকার অবস্থা দর্শনে সরলার হৃদয়

ব্যথিত হইল। সরলা কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল 'দীনবন্ধু! বিপদে সহায় হইও।'

কিয়ৎক্ষণ সরলা চুপ করিয়া আবার বলিল, কি শুনিয়াছ বল। চুপ করিয়া রহিলে কেন?

বিনোদ ভাবিতে লাগিল, হায় ঈশ্বর! এই অশ্লীলভাব এমন পতিপ্রাণা সতীর নিকট কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। হায় সমাজ! হায় পাপিষ্ঠ সমাজ! হায় কুসংস্কার!—দেখে শুনে যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। এই প্রকারে ভাবিতে ভাবিতে বর্ত্তমান সমাজের ভীষণতম মূর্ত্তির চিন্তায় কাঁপিতে কাঁপিতে, লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া বিনোদ বলিল, লোকে আমাদের নামে নানাপ্রকার বদনাম রটাইয়াছে। কথাগুলি বলিয়াই বিনোদ ভাবিল,— কি করিলাম! এমন স্বর্গের দেবীর নাসিকায় কি দুর্গন্ধময় নরকের বায়ু প্রবাহিত করিলাম!

সরলা ইহা শুনিয়া মনে মনে বলিল, হায়! ভগবান্! তোমার রাজ্যে এত কলঙ্ক কেন? পরে প্রকাশ্যে বলিল, আমি তাহা জানি। মা আনন্দ-

মরি! তুমি সব জান মা! বিনোদ! কি বলিব বল। লোকে যাহা ইচ্ছা বলুক। লোকে আমাদের চরিত্রে সন্দেহ করিয়া থাকে করুক। মিথ্যা কখন অপ্রকাশ থাকিবে না। সত্যের জয় হইবেই হইবে। যাহা হউক আর কি শুনিলে বল? বিনোদ বলিল, শুনিলাম, তোমার দেবর আমায় মারিবেন, আর তোমাকে গৃহ হইতে তাড়াইবেন। সরলা চমকিত হইয়া বলিল, আর কি শুনিলে? বিনোদ বলিল তোমার শ্বশুর তোমার পুস্তকগুলি পোড়াইবেন, তোমার শাশুড়ী তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া দেশত্যাগী করাইবেন আর আমার নামে মিথ্যা অপরাধে নালিশ করিয়া আমাকে জেলে দিবেন।

দুইজনে এই প্রকারে দুঃখের কথা চলিতেছে এমন সময়ে বিমর্ষ মনে এলো চুলে সরলার শাশুড়ী সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

[এখানে পাঠিকার নানা প্রকার কৌতূহল উপস্থিত হইতে পারে। প্রথম—এ কিগো!

বড়বউ।

পরপুরুষের সহিত বউমানুষের প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কেন? দ্বিতীয়—বিনোদ সম্পর্কে সরলার কে?

প্রথম কৌতূহলের উত্তর এই যে, স্বামীর প্রাণের সচ্চরিত্র বন্ধুর সহিত স্ত্রীর কথা কহিতে কোন দোষ নাই। আর সরলা সুশিক্ষিতা রমণী, পরপুরুষ দেখিয়া তিন হাত ঘোমটা দেওয়া রোগ তাহার ছিল না; সে জানিত সতীত্বই স্ত্রীলোকের ঘোমটা। দ্বিতীয় কৌতূহলের উত্তর এই যে, বিনোদ সরলার মাতুল-পুত্র। সরলা অল্প বয়সে পিতৃমাতৃবিহীনা. তজ্জন্য মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা। সরলা ও বিনোদ দুই জনে সহোদর সহোদরার মত]।

গৃহিণী গৃহ প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—কখন এলে গো! ফুক্ করে কখন এ ঘরে সেঁদুলে গো। অমন ধারা ক'রে আসা ভাল নয় বাপু, বাড়ীর ছেলেপিলেরা জান্‌তে পারলে কিছু মনে করতে পারে।

বিনোদ একটু নম্রতার সহিত বলিল, আসবার সময় তো কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত দেখা ক'রে এসেছি।

গৃহিণী মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তা যেন হ'ল, ছেলেদের সঙ্গে তো দেখা করতে হয়; এই বলিয়া তিনি মাথার উকুন ধরিয়া মারিতে লাগিলেন। বিনোদ মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, আপনার ছোট ছেলে তো এখানে নাই। কলিকাতায় গেছেন নয়?

এই সময়ে গৃহিণীর সুরেন্দ্রের খবর জানিবার ইচ্ছাটা প্রবলতর হইতেছিল সুতরাং মনের বেগ একটু কমাইয়া তিনি বলিলেন তা তুমি এস, তুমি ঘরের ছেলে। এই কথা বলিয়া গৃহিণী একটু কাতরভাবে বলিলেন, যাক্, সে সব কথা যাক্। আমার সুরেনের কিছু খবর পেয়েছ? বিনোদ বলিল, পেয়েছি। তিনি ভাল আছেন।

গৃহিণী অমনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আর তোর ভালর কপালে ছাই! ওই আবাগের বেটী ছেনাল, ওষুধ খাইয়ে ছেলেকে আমার দেশত্যাগী করেছে। ওর কি কখন ভাল হবে নাকি মনে করেছ। লেখাপড়া শিখেছেন—আরে আমার

বড়বউ।

লেখা পড়া! মেয়েছেলের আবার লেখাপড়া কি? খাবিদাবি ঘরের কাজ করবি, তা নয় রাত দিন কেবল বই নিয়ে থাকা হয়। আবার যখন তখন চোখ বুজে কি ভাবা হয়! আহা আহা! ব্রেহ্মজ্ঞানীর মাগ—আরে আমার ব্রেহ্মজ্ঞানী! সেই এক মিন্‌সে চাকামুখো মুখপোড়া! বামুনের পৈতা ফেলায়, মুসলমানের ভাত খাওয়ায়, সেই মুখ পোড়া কেশব সেনই তো আগে আমার ছেলেকে পাগল করে! ছেলে আমার কি যে হয়ে গেল! যখন তখন চোখ বুজে থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তো! আর ওই হত-ভাগী আমার সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ কর্‌লে। তাই না হয় নিজে অধঃপাতে গেছিস, নিজে খা; তা নয় আবার বাড়ীর কাছের ভদ্রলোকদের মেয়ে গুলোর পর্য্যন্ত মাথা খেতে ব'সেছে—ওমা! ওলো গোলাপি! পড়্‌বি আয়লো—ওলো সুরী! পড়্‌বি আয়লো! বাছা! যখন আমার তেমন সোনারচাঁদ ছেলে গেল তখন আর বউএর দরকার কি বল?

তোমরা ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিলে ; তার পর যাকে দিয়ে ছিলে সে তো দেশত্যাগী, সে তো ওকে ফেলে পালাল। তা বাছা! তুমি ওকে এখান হ'তে নিয়ে যেতে হয় যাও, না হয় ওর যেখানে ইচ্ছা চলে যাক।

৩

গৃহিণী এই প্রকারে বৃথা ভৎসনা করিয়া চলিয়া যাইলে পর সরলা বলিল, দেখ্‌লে ভাই দেখলে তো। এখন কি করা যায় বল। আমি এত উৎপীড়নের মধ্যে কি প্রকারে থাকি বল। আর কাহার জন্যই থাকিব। বিনোদ! আমার একটা উপায় কর। আমি এখানে আর থাকিতে পারি না।

বিনোদ বলিল, স্থির হও। তুমি লেখা পড়া শিখিয়াছ। তোমার শাশুড়ী অশিক্ষিতা, কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। বাস্তবিক কি আর তাড়াতে পারবেন। আমি সুরেন্দ্র বাবুকে আর এক খানা পত্র লিখিয়া দেখি কি উত্তর দেন। তোমার দুর-

বস্থার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া পাঠাই, দেখি, কি উত্তর দেন। তার পর ঈশ্বর সহায়, ভয় নাই। তুমি অস্থির হইও না।

বিনোদের এই সকল কথা শুনিয়া সরলা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে পারিল না, কথা গলায় আটকাইয়া গেল। চক্ষুদিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিনোদ সরলার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া অতি কাতর স্বরে ভরসা দিয়া বলিল, সরলা! তুমি কাঁদিও না। তোমার কিছুই ভয় নাই। তোমার জন্য কি করিব বল। আমি তোমার জন্য মরিতে পারি। আমি আজ ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি সমস্ত পৃথিবী তোমার বিপক্ষ হয় তথাপি আমি তোমার মিত্র থাকিব। তোমার কিছু ভয় নাই। কি করিব এখনি বল।

সরলা বলিল, তোমার নিকট আমার এক অনুরোধ। রাখিবে তো? বিনোদ বলিল, রাখিব

সরলা বলিল, হরিদ্বারের দিকে যাইব। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে আবার বলিল, আমার এখানে কি সুখ বল দেখি? দিনের বেলা উপাসনা করিবার যো নাই। যদি করি তো বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়, চারিদিকে ঠাট্টা তামাসা করে। পড়াশুনা সব বন্ধ হইয়াছে। শ্বশুর গুরুলোক কি বলিব বল; লেখাপড়া করি বলিয়া তিনি যে প্রকার গালাগালি দেন তাহা বলিবার নহে। তুমি মাঝে মাঝে আস তাই একটু কথা কহিয়া সুখ পাই। লেখাপড়া করি, ঈশ্বর চিন্তা করি, দেশের কুসংস্কার মানিয়া চলি না বলিয়া, পাড়ার বউ ঝিরা আমায় ঘৃণা করে; আমার সহিত কথা কহা দূরে থাকুক, দেখিলে কেবল ঠাট্টা করে। বাড়ীতে যে আমার ছোট জা আছে তার সঙ্গে কথা কহিতে মানা আছে। ওদের গোলাপীকে পড়াতাম বলে সেদিন কর্ত্তা আমাদের, বঁটি নিয়ে আমায় কাট্‌তে এসেছিলেন। তা তুমি জান। আবার সে দিন বিকালে উপাসনা করছিলাম এমন

বড়বউ।

সময়ে আমার দেওর এসে একটা বড় বিছে এনে আমার পিঠের উপর ফেলে দিল; বিছাটা কামড়াইয়াছিল, কত যন্ত্রণা হইল, তা আর কি বলিব। কিন্তু সে যন্ত্রণা অপেক্ষা সে সময়ে মনে যে যন্ত্রণা হয়েছিল তাহা আরও ভয়ানক। বিনোদ! আমি এত যন্ত্রণায় কি প্রকারে থাকি বল? আমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাই।

বিনোদ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, তুমি একলা কি প্রকারে কোথায় যাইবে? এই সময়ে সরলা মন-প্রাণকে স্বর্গের দিকে পরিচালিত করিয়া বিনোদের দিকে পাগলিনীর মত একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, একলা কি বিনোদ! ঈশ্বর আমার অন্তরে। ঈশ্বর আমার মস্তকে। ঈশ্বর আমার আশে পাশে। আমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে। আমি একলা কি বিনোদ!

পবিত্রতার ছবি—প্রেমের প্রতিমূর্তির ভিতর হইতে প্রেমভক্তি-জড়িত এই কথাগুলি বিনোদের হৃদয়ের পবিত্রাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছিল—

বিনোদ যেন স্বর্গের এক সিঁড়ি উপরে উঠিল। বিনোদ বলিল, ভয় নাই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে বল দিন। তুমি কি করিতে চাও?

সরলা বলিল, আমি সংসার সাগরে ভাসিতে চাই। আমি আমার স্বামীকে খুঁজিতে যাইব।

বিনোদ বলিল, যদি খুঁজিয়া না পাও তো কি করিবে?

সরলা বলিল, না পাই তো যোগিনী হইব। ঈশ্বরের আরাধনায়—ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনে জীবন অতিবাহিত করিব।

বিনোদ বলিল, যদি স্বামীকে পাও তো কি করিবে?

সরলা।—স্বামীকে লইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

বিনোদ বলিল, তোমার স্বামী যদি তোমার অনুরোধ না শুনেন। তিনি যদি বলেন, আমি তোমায় চাইনা,—তুমি যাও।

বড়বউ।

সরলা বলিল, আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিব, আমাকে তুমি ত্যাগ করিও না, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব।

বিনোদ বলিল, তিনি যদি তোমায় দেখিয়া বিরক্ত হন তো কি করিবে?

সরলা বলিল, কি করিব তাকি বুঝিতে পারিতেছ না। স্বামী হইয়া যদি একান্তই স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কি আমার তুচ্ছ জীবন ত্যাগ করিতে পারিব না? স্ত্রী যদি স্বামীর বিরক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীর আর জীবন ধারণের প্রয়োজন কি? তার মরণই মঙ্গল। স্বামীর সুখের জন্য মরিতে যে কত আনন্দ তা অনেক সতীসাধ্বী বুঝিয়াছে।

বিনোদ এই সকল শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। কি বলিবে? কি বুঝাইবে? সরলাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, সরলা! তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি কি করিব বল?

সরলা বলিল, আমায় এবাড়ী হইতে বাহির কর। আমায় কলিকাতায় লইয়া চল, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব।

বিনোদ বলিল, আচ্ছা আমি চেষ্টায় রহিলাম। আজ আমি যাই। কাল আবার আসিব। সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা এস। তবে কাল নিশ্চয়ই এস। বিনোদ বলিল, নিশ্চয়ই আসিব। ভয় নাই! ঈশ্বর আছেন।

বিনোদ নিষ্ক্রান্ত হইলে, সরলা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

গৃহিণী বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া কর্ত্তার গৃহাভিমুখে চলিলেন। কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপরের ঘরে গদিতে বসিয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বাঁধা হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করিয়া টান দিতেছেন আর মাঝে মাঝে ঢুলিতেছেন। কর্ত্তার একটু গুলি খাওয়া অভ্যাসও ছিল।

তামাক খাইবার পর গুলি খাইতে বসিলেন। গুলির ধূমে গৃহ আমোদিত হইল। এমন সময়ে, গৃহিণী পান খাইয়া ঠোঁট দুটি লাল করিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেই গৃহে উপস্থিত। এদিকে কর্ত্তা গুলির নেশায় মশগুল। নেশার ঘোরে, কত কি দেখিতেছেন, কত কি ভাবিতেছেন। পূর্ব্বদিন রাত্রে ইঁদুরে, কর্ত্তার আফিং চুরি করিয়াছিল, নেশার ঝোঁকে সে কথাটি মনে পড়িল। বোকচন্দ্র বেটা! আমার আফিংই চুরি করেন, আর রাত্রে আমারই পায়ের তলা কাটেন। গণেশ দাদার লেজের কাছে থাকেন তবুও লেজ কাট্‌তে পারেন না। এখানে কর্ত্তা মহাশয়ের একটী বিষম ভ্রম জন্মিয়াছে, গণেশের পদ্মের নালটীকে কর্ত্তা মহাশয় নেশার ঘোরে পড়িয়া গণেশের লেজ ঠাওরাইয়াছেন। কল্পনা গুলির ধূমে উত্তেজিত হইয়া, কর্ত্তাকে কত কি দেখাইতেছে—এমন সময়ে গৃহিণী তাড়াতাড়ি হাত নাড়িতে নাড়িতে মুখ

বিকৃত করিয়া বলিলেন, বলি আর একটা মজা শুনেছ ?

কর্ত্তা চমকিত হইয়া গুলির ঝোঁকে বলিলেন, ইঁদুরে মোজা কেটেছে! তাতো কাট্‌বেনই, নরম পেয়েছেন কি না; গণেশ খুড়োর লেজ কাট্‌তে পারবেন না। এই বলিয়া, তিনি আবার ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, গোল্লায় গেলে যে। কর্ত্তা আবার চমকিত হইয়া বলিলেন, গোল্লা খাচ্ছে; ইঁদুরে বটে। আচ্ছা বেটা থাক, তোমার গণেশকে বলিব রোস; লেজে জড়ায়ে তোমায় আছাড় দেবে। কর্ত্তা পুনরায় ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী আবার বলিলেন, গুলি একবার ছাড়; কর্ত্তা আবার চমকিত হইয়া বলিলেন, গদি ঝাড়বো কেন? কেন? ইঁদুরে কাট্‌ছে নাকি?—অাঁ—অাঁ। গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মুখে আগুণ আর কি। তখন কর্ত্তা অ্যাঁ অ্যাঁ—সে কি! আমার মুখে

বড়বউ।

আগুণ পড়েছে—কল্‌কে থেকে নাকি—অ্যাঁ অ্যাঁ বলিয়া মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। গৃহিণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া, হুঁকা কলিকা কাড়িয়া লইয়া কর্ত্তার মাথায় এক চাপড় মারিলেন।

এতক্ষণ পরে চাপড় খাইয়া কর্ত্তার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, কি? কি?

গৃহিণী। চোখে মুখে জল দাও তবে বলবো। ইঁদুর ইঁদুর করছিলে কেন?

কর্ত্তা। কখন? কখন? সত্যি নাকি? নেশার ঝোঁকে বুঝি তবে।

গৃহিণী। হাঁ। এখন যা বলি শুন।

কর্ত্তা। কি বল বল?

গৃহিণী। বলি, সোণার চাঁদ ছেলেটীকে তো আদরের বড়বউ পাগল করে দেশত্যাগী করালে। ও আবাগী ছেনালকে যে বাড়ীতে রাখতে ভয় হয়। কবে কাকে বিষ খাইয়ে মারবে। এখন হতভাগী বেটীকে তাড়াবে তো তাড়াও। না হয়, বল, আমি আমার ছেলেপিলে নিয়ে দেশত্যাগী হই।

বড়বউ।

আর তুমি তোমার পাশ করা বউকে নিয়ে ঘরে থাক। আবার, সেই এক ছোঁড়া রোজ রোজ বাড়ীতে আসে; আবাগীর ঘরে ফুক্ ক'রে ঢোকেন, আর ফিস্ ফিস্ ক'রে কি কথা কন। মুখে আগুণ আর কি? সে ছোঁড়াকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বড় বউএর চরিত্র বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে।

এই সকল কথা শুনিবামাত্র কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইলেন; পরে, রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, বল কি? বিনোদ ব্রহ্মজ্ঞানী নয়?

গৃহিণী। 'হাঁ হাঁ রেখে দাও তোমার ব্রেহ্ম-জ্ঞানী। তোমার বড় বউও ব্রেহ্মজ্ঞানী। ভাতারকে পাগল ক'রে দেশত্যাগী করালে! কি আর বল্‌বো —সুরেন আমার যেখানেই থাকুক বেঁচে থাকুক— ইচ্ছা করে মুড়ি থ্যাংরা মেরে ওর পিঠের চামড়া তুলে আমার পুত্র-শোক নিবারণ করি। এই বলিয়া, গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি বল তুমি! আমার তেমন সোণার চাঁদ

বড়বউ।

ছেলে কোথায় গেল। আর আমি কেমন ক'রে ও আঁটকুড়ির বেটীকে নিয়ে ঘর করি তা বলনা? হে ঈশ্বর! তুমি সব বিচার কোরো এই বলিয়া গৃহিণী হাতের আঙুল মুচড়াইতে লাগিলেন। পরে পুত্র-শোকে অধীরা হইয়া মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে উচ্চৈঃ-স্বরে বলিলেন, ওগো আমার ছেলে এনে দেবে তো দাও! ওগো! আমার যে চারটা পাশ করা ছেলে!

কর্ত্তা, গৃহিণীর এই প্রকার কাতরতা দর্শনে পুত্রশোকাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, আমি জানি, সব জানি। মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখাই যত আপদ্। আবাগের বেটীকে দুর ক'রে তাড়ায়ে দাওগে। আমায় লোকে নিন্দা করে করুক। আমার বেটা আগে না বউ আগে। আর সেই বিনে বেটা! বাড়ীতে আসুক দেখি। ব্যাটাকে কেটে ফাঁসি যাব সেও ভাল।

৫

ঈশ্বর! আজ অসহায়া নিরাশ্রয়া অবলা সরলাকে কে রক্ষা করিবে? সরলার মা নাই, সরলার বাপ নাই, সরলাকে স্নেহ করিবার লোক যে আর কেহ নাই; যে ছিল সে তো দেশত্যাগী —সন্ন্যাসী। এখন তুমি সরলার একমাত্র সহায়।

পাঠিকা! একবার সরলার গৃহে প্রবেশ কর। দেখ, সরলা শ্বশুর শাশুড়ীর ভর্ৎসনা এক মনে শুনিতেছে আর কাঁদিতেছে। সরলা কাঁদিতেছে। আর ভাবিতেছে। ভাবিতেছে কি? না, গৃহটী যদি শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করে তো সরলা বাঁচে, সরলা সেই শ্মশানে পুড়িয়া মরে। সরলা আবার ভাবিতেছে যে, যদি সে বাতাসে একেবারে মিশাইয়া যায়, তাহা হইলে বাঁচে। শুধু কি তাই? না,—আরও ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে? না, আর কিছু দিন বাঁচি। পৃথিবী! তুমি আমার স্বামীকে একবার দেখাও। আমি একবার স্বামীকে দেখিয়া,—স্বামীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া,—স্বামীর

স্নেহের বক্ষে একবার মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া,—স্বামীর একবার পদসেবা করিয়া,—স্বামীর মুখে একটু হাসির রেখা দেখিয়া মরিব। সরলাসুন্দরী ভাবিতে ভাবিতে আবার কাঁদে কেন? না,—এ পৃথিবীতে তাহাকে কে আশ্রয় দিবে? অবলা কোথায় যাইবে?

পাঠিকা! সরলাকে এইখানে রাখিয়া কু-সংস্কারাচ্ছন্ন কর্ত্তা ও গৃহিণীর নিকট একবার চল।

৬

কর্ত্তা তারপর একটু নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, তাইতো কি করা যায়।

গৃহিণী। করা যায় আবার কি? ওকে বাড়ী হ'তে তাড়াতে হবে। নহিলে আমি এখানে থাকিব না। কালসাপকে কি ক'রে ঘরে পুষে রাখতে চাও?

কর্ত্তা। তা বটে। ও আবাগী যায়ই বা কোথা? আর যে ওর কেহ নাই।

বড়বউ।

গৃহিণী। আমি জানি না। তুমি তোমার গুণের বড় বউকে নিয়ে ঘর কর, আমি আমার সুরেনকে খুঁজতে বেরুই। বলিতে বলিতে দাঁত খিঁচাইয়া আবার বলিলেন, তোমার বুদ্ধির কপালে আগুণ লাগুক। পোড়া কপাল নইলে তেমন সোণার চাঁদ ছেলে দেশত্যাগী হয়। রাখ, রাখ, বড় বউকে আদর ক'রে রাখ, আর বিনোদকে রোজ রোজ বাটীতে আস্‌তে দিও, তা হলেই তোমার সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। শীঘ্র নাতি নাতিনীর মুখ দেখ্‌তে পাবে।

কর্ত্তা। তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করগে। আমি কিছু জানি না। তাড়িয়ে দিতে হয় আজই তাড়াওগে, আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই। কি বলে তাড়াবে?

গৃহিণী। আমি কি নিজে কিছু বল্‌তে পারবো?

কর্ত্তা। তবে কে ব'লবে। আমি গিয়ে ব'লব নাকি?

বড়বউ।

গৃহিণী। তা কেন! তা কেন! ঝিকে ডাকি। না হয় ছোট বউমাকে দিয়েই বলে পাঠাই।

কর্ত্তা। তাই কর। ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠানটা কেমন কেমন দেখায়—তা ছোট বউমা যদি ব'লতে পারেন তো দেখ।

গৃহিণী। তাই দেখি রোস। ছোট বউমা বুঝি এখন পান সাজছে। যাই তবে।

এই বলিয়া গৃহিণী আস্তে আস্তে ছোট বউএর ঘরে উপস্থিত হইলেন। ছোট বউ বিছানায় শুইয়া একখানি শ্লেটে কি লিখিতেছিল। গৃহিণী গৃহে প্রবেশ করিয়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন কিগো! তোমারও যে বড় জায়ের রোগ ধরলো দেখ্‌ছি! পাশ করতে ইচ্ছা আছে নাকি!

এই কথা শুনিবামাত্র ছোট বউ ভয়ে জড়সড় হইল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গায়ে কাপড় দিল, এবং একহাত ঘোমটা দিয়া বিছানা হইতে নীচে আসিল।

বড়বউ।

গৃহিণী। এই তো চাই। গেরস্থ ঘরের মেয়ে ছেলে, রাত দিন ঘোমটা দেবে, পর পুরুষের ত্রি-সীমানায় যাবে না। ও মা! তা নয়! শ্বশুরকে লজ্জা নাই, শাশুড়ী না হয় কাট কুড়ুনী ;—ও বাড়ীর বড় কর্ত্তা আসেন, আমরা বুড়ো মাগী, তবুও মাথায় কাপড় দি, আর উনি (বড় বউকে লক্ষ্য করিয়া) হুঁ হুঁ, আবাগী! উনুন মুখী! কোথা থেকে মরতে এসেছে।

'বলি শুনে যাও দেখি, চুপে চুপে একটা কথা বলি,' এই কথা বলিবামাত্র ছোট বউ আস্তে আস্তে শাশুড়ীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী। বলি, আবাগীর কাছে গিয়ে একটা কথা বলতে পারবে?

ছোটবউ। কি কথা? ছোটবউ ফিস্ ফিস করিয়া এই কথা বলিল।

গৃহিণী। বল গে, এ বাড়ীতে আর তোমার থাকা হবে না। শুনিয়া ছোটবউ চমকিত হইল, ভাবিল—একি! সর্ব্বনাশ যে

বড়বউ।

এবারে বড় জায়ের দশা ভাবিয়া দুঃখিত হইল, বালিকার সরল প্রাণ ব্যথিত হইল। অনেক কষ্টে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া বলিল, কখন গিয়ে ব'লবো ? গৃহিনী বলিলেন, এখনি।

ছোটবউ। বড় দিদি বোধ হয় এখনও কিছু খায় নাই। ছোট বউএর চক্ষে জল আসিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু অনেক ক্লেশে অশ্রুবেগ সংবরণ করিল। দুঃখে তাপে হৃদয় ফাটিতেছিল, তাই আজ ছোটবউ মুখ ফুটিয়া শাশুড়ীর সহিত কথা কহিল। কথা কহিবার পরেই ছোট বউএর ভয় হইল, 'ও মা কি করিলাম ! শাশুড়ীর সহিত মুখফুটে কথা কহিলাম। উনি হয়ত কত কি মনে করবেন।'

বড়বউ এখনও কিছু খায় নাই বলিয়া বোধ হয় গৃহিণীর পাষাণ হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হইল, তাই বলিলেন 'এখন না পার তো আহারের পর গিয়া বলো যে, এবাড়ীতে আর তোমার থাকা হবে না। এই বলিয়া গৃহিণী কর্ত্তার গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ছোটবউ আপনার বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িল। ছোটবউ সরলাকে অতিশয় ভাল বাসিত। যখন সুরেন্দ্র সন্ন্যাসী হয় নাই, যখন সরলার কপাল পোড়ে নাই, যখন সরলা পতি-সমাদরে গরবিণী ছিল. যখন সুরেন্দ্র সরলাগত প্রাণ ছিল—সর্ব্বদা সরলার কাছে থাকিত—সর্ব্বদা সরলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারের জ্বালা ভুলিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত, যখন সরলা বাটীর সকলের আদরের জিনিস ছিল, তখন ছোটবউ সর্ব্বদাই সরলার নিকটে থাকিত, সরলার কাছে বসিয়া ক, খ, পড়িত, ১, ২, লিখিত, এবং সরলা যখন যাহা বলিত মন দিয়া শুনিত। ছোটবউ জানিত, সরলা দেবী—সরলা সতী সাবিত্রী—সরলা তাহার বড় ভগিনী। এক দিন সরলা ছোটবউকে বিষবৃক্ষ পড়িয়া শুনাইয়া-ছিল। কুন্দ যে সময় নগেন্দ্র দত্তের বাটী হইতে তাড়িতা হইল, সেই স্থানের কথাগুলি ছোট বউকে বুঝাইতে বুঝাইতে বলিয়াছিল, আচ্ছা, ছোটবউ! যদি আমাকে এই প্রকারে তোমার ভাসুর বাটী

বড়বউ।

হইতে তাড়াইয়া দেন তো তুমি কি কর? ইহাতে ছোটবউ উত্তর করিয়াছিল, 'তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

এখন বিছানায় শুইয়া সেই সব কথা ছোট বউএর মনে পড়িল। ভাবিতেছে, কেমন করিয়া বলিব যে, তোমার এ বাড়ীতে থাকা হবে না। না হয় বলিলাম, কিন্তু যখন বড় দিদি শুনিয়া কাঁদিবে তখন কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব! আমি যে বড় দিদির কতবার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়াছি! আমি এখন কি করি? ভাবিতে ভাবিতে ছোটবউ কাঁদিয়া ফেলিল।

আহারাদির পর গৃহিণী আবার ছোট বউএর কাছে আসিল। আসিয়াই বলিল, এইবার যা গো! ভাত খেয়ে বুঝি পান খাচ্ছে। এই বলিয়া, গৃহিণী নিষ্ক্রান্তা হইলে, ছোট বউএর মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল, ভাবিল, আমি বলিতে পারিব না, আমার কপালে যাহাই হউক। কিছু ক্ষণ পরে গৃহিণী আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি

গো, গিয়েছিলে? ছোটবউ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহিণীর পায়ে জড়াইয়া ধরিল।

'একি! একি! ঠাট্ দেখে যে বাঁচি না! ও মা!' মুখ বিকৃত করিয়া গৃহিণী এই কথা বলিলে ছোট বউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল না মা! আমি পারব না।

'তা আমি জানি অনেকক্ষণ—তুই বেটীও কম নয়।' বলিয়া গৃহিণী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুত-বেগে কর্ত্তার গৃহাভিমুখে চলিলেন।

কর্ত্তা মহাশয় বিছানায় বসিয়া কিসের হিসাব করিতেছিলেন, গৃহিণীকে ক্রুদ্ধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? হল কি? রাগ রাগ দেখ্‌ছি যে।

'হবে আবার কি—তোমার কপাল গুণে দুটী বউ সমান। ও মা! আমি মনে করেছিলাম বড়কিই হারামজাদা, শুধু তা নয় ছুট্‌কীও বড় কম নন। আমার কথাটা গ্রাহ্য হ'ল না। বাপ! কলিকালের বউ ঝির পায়ে গড়! গৃহিণী হাত নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরভাবে মুখ হইতে থুতকুড়ি

বড়বউ।

বিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়া, কর্ত্তা মহাশয়কে মুক্তামালায় সাজাইয়া এই কথাগুলি বলিলে, কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন তুমিও এক সময়ে অমনি ছিলে।

গৃহিণী। আরে রেখে দাও। তা আর কোন বেটাবেটীকে ব'লতে হয় না। ঠাকুরুণ স্বর্গে গেছেন কি আর ব'লব, যা বলেছেন তাই শুনেছি—তাঁর ভাইএর গু পর্য্যন্ত পরিষ্কার করেছি।

কর্ত্তা। সে সব থাকুক, এখন কি ক'রলে বল?

গৃহিণী। ছোটবউ ব'লতে রাজি নয়। কেঁদে মরুছেন। ওর মুখে আগুন লাগুক।

কর্ত্তা। তা এখন কে ব'লবে? তুমি নিজে যাও।

গৃহিণী। আমার ব'য়ে গেছে। আমি কালই বাপের বাড়ী যাব। ও হতভাগীদের মুখ দেখ্‌লে পাপ।

কর্ত্তা। কেউ না যায়, ঝিকে দিয়েই ব'লে পাঠাও।

গৃহিণী। কাজে কাজেই। রোস, আর এক-

বার ছোট বউকে ডেকে বলিগে। না যায় তো অবিনাশ এলে খ্যাংরা পেটা করাব।

এই বলিয়া গৃহিণী ছোট বউএর নিকটে গিয়া আবার বলিল, বলি অত দয়া মায়া রেখে দে। যা, বলে আস্‌গে, লক্ষ্মী মা আমার যাও। না গেলে অবিনাশ বাড়ীতে এলে, সব বলে দেব। তাকে জানিস্ তো, আমার কথা শুনিস্ না জান্‌তে পারলেই তোকে প্রহার দেবে। আর যদি একান্ত না যাস্ তো ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠাব।

ছোটবউ এই সকল তীব্র বাক্য শুনিয়া অনেক কষ্টে দুঃখকে চাপিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আচ্ছা, আমিই যাব।

'এখনি যা। এই বলিবার সময়।' এই বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

ছোটবউ বিষম বিপদে পড়িল। কি করিবে অবশেষে ভাবিল 'যাই, হা অদৃষ্ট! বড় দিদিকে স্পষ্ট কিন্তু কিছুই বলিতে পারিব না।'

আবার ভাবিল 'কি করিয়া বলিব যে এ

বাড়ীতে তোমার থাকা হবে না। আমায় যদি বড় দিদি আসিয়া বলেন যে, তোমার আর এবাটীতে থাকা হবে না, তুমি দূর হও ; আর আমার যদি তিন কুলে কেহ না থাকিত তো আমার দশা কি হইত। উঃ ! ভাবিলে যে দশ দিক শূন্য দেখিতে হয়—চারি দিক অন্ধকার দেখিতে হয়। আহা ! বড় দিদির যে আর কেহ নাই ! স্বামী না থাকাই। আহা ! বড় দিদি কোথায় যাইবে ? যদি লেঠেলে বড় দিদিকে মারিয়া ফেলে। বড় দিদি কোথায় যাইবে ?—কোথায় রাত্রে থাকিবে ? যদি বাঘে খায়। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে ছোট বউ ধীরে ধীরে সরলার গৃহাভিমুখে চলিল।

৭

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা তখন বোধ হয় তিনটা। পশ্চিমাকাশে কাল মেঘ উঠিতেছে। মাঠের মধ্যে বা ছাদের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হয় দূরস্থিত বৃক্ষশ্রেণী প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। সেই

বড়বউ।

প্রাচীরের উপর কৃষ্ণ বর্ণের মেঘ উঠিয়াছে। মেঘ ক্রমে ক্রমে প্রাচীর উলঙ্ঘন করিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় পশ্চিমাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সাদা সাদা বক মেঘের তলে তলে উড়িতে লাগিল। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঝটিকা উত্থিত হইল। মাঠে ধূলা উড়িতে লাগিল, শুষ্ক তৃণ উড়িতে লাগিল। ঘরের চালের খড় উড়িতে লাগিল। পুকুরে বড় বড় ঢেউ দেখা গেল। নদীতে আরও বড় বড় ঢেউ উঠিল এবং নৌকা সকল হেলিতে দুলিতে লাগিল। পুকুরের ঢেউ জলের ফুলগুলিকে হাবুডুবু খাওয়াইতে লাগিল এবং জলের জঞ্জালগুলির ঘাড় ধরিয়া কিনারায় ফেলিতে লাগিল। আম বাগানে আম পড়িতে লাগিল। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক সকলে আমতলায় আম ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দুষ্ট ছেলে ইট ফেলিয়া আম পাড়িয়াছে বলিয়া একদিকে ছুটিয়া আর সকলকে সেইদিকে ছুটাইতে লাগিল। ক্রমে বৃষ্টি আসিল, প্রবলবেগে

বড়বউ।

ঝড় বহিল। তখন আমবাগান হইতে সকলে পলায়ন করিল।

সরলা গৃহে পল্যাঙ্কে শুইয়া আছে। ঘরের জানালা খোলা, দ্বারও খোলা। যাই জানালা ও কপাট ঝনাৎ ঝনাৎ করিল, অমনি সরলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল। জানালা বন্ধ করিয়া কপাট বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময় ছোটবউ গৃহে প্রবেশ করিল।

'শিগ্‌গির কপাট দে, শিগ্‌গির কপাট দে, সব ভিজ্‌লো সব ভিজ্‌লো' অতি ব্যস্তে সরলা এই কথা বলিল। দুরাদৃষ্ট যেন উপহাস করিয়া বলিল, 'কত ভিজিতে হবে তাত জান না।'

ছোটবউ দ্বার বন্ধ করিয়া পল্যাঙ্কে বড় দিদির কাছে বসিল। বসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল দিদি! ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

'ঘুমাব ব'লে শুয়েছিলাম বটে, বোন! কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, বড় ঘুম পাচ্ছে। দুজনে একটু ঘুমাই আয়।' সরলা এই কথা বলিলে—

ছোট বউ ভাবিতে লাগিল 'কি করিয়া বলিব যে, বড় দিদি! তোমার আর এ বাড়ীতে থাকা হবে না, আর এ বাড়ীতে ঘুমান হবে না।' এই ভাবনা ছোট বউএর সোণার মুখে কালিমা সঞ্চারিত করিল। 'তোমার মুখখানা হঠাৎ অমন হ'ল কেন ছোটবউ?' অতি কাতরে সরলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ছোটবউ বলিল, না—না। এই কথা বলিবার পর ছোট বউএর সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন সরলা অতি যত্নে ছোট বউএর পৃষ্ঠে হাত দিয়া নিকটে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি হয়েছে দিদি? আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি, আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে, তার জন্য আর কান্না কেন? লক্ষ্মী দিদি আমার কেঁদ না। কি হয়েছে খুলে বল। আমায় বাড়ী হতে তাড়াবার কথা হয়েছে বুঝি?

কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিয়া সরলা অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া বলিল, ভয় কি! ঈশ্বর সহায়।

বড়বউ।

ছোটবউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বড়দিদি! তুমি কোথায় যাবে? তোমার দশা কি হবে? সরলা কি উত্তর করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সরলার শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল; স্বামীকে মনে পড়িল, মাকে মনে পড়িল। কত মনে আসে আবার চলিয়া যায়। আর অধিক না ভাবিয়া ছোটবউকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবে?

ছোটবউ সরলার দিকে পাগলিনীর মত এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, দুই চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটু পরে ছোটবউ বলিল, দিদি! এখন কি উপায়? কি করিবে? না হয় চল দুজনে গিয়ে ঠাকুরুণের পায়ে ধরিগে। সরলা বলিল, আমি কুলটা। ঠাকুরুণ তাই আমায় বাড়ী হতে তাড়াচ্চেন। কুলটাকে তিনি আশ্রয় দিবেন কেন?

ছোটবউ আবার কাতরস্বরে বলিল, তবে কি তুমি আমাদিগকে ফেলে যাবে?

বড়বউ।

সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যেতে তো হবেই দিদি!

ছোটবউ আবার কাঁদিয়া বলিল, কোথা যাবে বড়দিদি? বাপের বাড়ী?

'বাপ মা যদি থাকিত, তা হ'লে আর কিসের ভাবনা বল দিদি!' এই বলিয়া সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

ছোটবউ। তবে কোথায় যাবে? কাদের বাড়ী গিয়া থাকৃবে? গিয়ে কাজ নাই।

সরলা। না যাইলে আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া মারিতে মারিতে দেশত্যাগী করাইবেন যে।

ছোটবউ। কে?

সরলা। ঠাকুরুণ।

শুনিয়া ছোটবউ হতবুদ্ধি হইল। কি বলিবে—কি বুঝাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

বাহ্য-জগতে প্রবল ঝটিকা বহিতেছে। সরলা ও ছোট বউএর অন্তর্জগতে ভীষণ ঝটিকাঘাতে হৃদয়

বড়বউ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছে। বাহ্যজগতে বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে, অন্তর্জগতের দুঃখশোক অশ্রুরূপে বর্ষিত হইয়া সরলা ও ছোট বউএর বক্ষঃ ভাসাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বাহ্যজগতের ঝড় থামিল; বৃষ্টিও থামিল। আকাশে মেঘ রহিয়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার বৃক্ষপত্রের জল বিন্দু বিক্ষিপ্ত করিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে মাত্র। এমন সময়ে গৃহিণী ছোট বউএর ঘরে আসিলেন। দেখিল ছোটবউ নাই। বুঝিল সেই কাজেই গিয়াছে; কিন্তু এত বিলম্ব করিতেছে কেন? এই ভাবিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

'ছোট বউমা কোথা গো! শিগ্‌গির আয়গো চুল বেঁধে দেব।'

ছোটবউ শুনিতে পাইল। আর থাকিবার যো নাই। মহা বিপদ। অগত্যা বড় দিদিকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, ম্লান মুখে, মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, বাঘিনীর নিকট আসিতে হইল। ছোট বউ যেই আপনার ঘরে আসিল, অমনি

বড়বউ।

ব্যাঘিনী শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো কি হলো ?

ছোটবউ কাতর ভাবে বলিল, যাবে।

তখন বোধ হয় শাশুড়ীর পাষাণ হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হইল, কিন্তু সে দয়া আর রহিল না, একবারে অন্তর্হিত হইল।

৮

ছোট বউ চলিয়া গেলে বড় বউ বিছানায় বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার চক্ষের জল আপনি মুছিতে লাগিল। হাত সরলার তরল অশ্রু মুছাইয়া দিল।

আগে অনেকে চক্ষের জল মুছাইয়া দিত। এখন বড় বউএর কি আপনার কেহই নাই ? আছে বইকি। দুই হাত, দুই পা, চোখ, নাক, কাণ, সোণার দেহ, বড় বউএর আপনার। আর আপনার কে ? মাটির পৃথিবী—কেন না মাটি চক্ষের জল ধরিয়াছিল।

বড়বউ।

বড় বউ ভাবিতেছে—'কি করিব? কোথায় যাব? কে আশ্রয় দেবে? বিনোদ? না—না, তার কাছে আর যাব না লোকের কাছে আর মুখ দেখাব না। মানুষের ঘরে আর যাব না। তবে কোথায় যাব?' এই প্রকার কত কি ভাবিতেছে আর কাঁদিতেছে। ইচ্ছা একবার শ্বশুর ও দেবরের সহিত দেখা করে, শাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করে, ছোট বউ যদি আর একবার ঘরে আসে; কিন্তু সব বৃথা। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল 'দীনবন্ধু বিপদে রক্ষা কর।' তাহার পর ভাবিল আর এখানে থাকিয়া কি হইবে? থাকিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাই কোথা? 'যাই কোথা' এই ভাব মনে আসিলেই, সরলার বুক ফাটিয়া যায়, চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে থাকে। কে আশ্রয় দিবে? হাত বলিল, আমি আশ্রয় দিব, পা বলিল, আমি রক্ষা করিব, আর রূপ বলিতেছে, আমি বিনাশ করিব, দুঃখের সাগরে ভাসাইব।

"যেতে তো হবেই, তবে এখনই যাই। কিন্তু দিনের বেলা গ্রামের ভিতর দিয়া কি প্রকারে যাইব" এই প্রকার ভাবিতেছে আর বলিতেছে, "দীনবন্ধু রক্ষা কর, সহায় হও।" দীনবন্ধু-পরমেশ্বর সহায় হইলেন। আবার কাল মেঘে আকাশ ঢাকিল, ঝড় বহিতে লাগিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকিল। এই সুযোগে সরলা—একখানি মলিন বসন পরিধান করিয়া আর একখানি মলিন চাদরে দেহ ঢাকিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বহির্গত হইল। জলে ভিজিতে ভিজিতে, কাদা মাখিতে মাখিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, আস্তে আস্তে বাটী পরিত্যাগ করিল। প্রথমে বড়বউ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। বাটীর বাহিরে যাইয়া একটু দ্রুত-বেগে চলিতে লাগিল। ঝড় টানিয়া টানিয়া সরলাকে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সরলার চলা অভ্যাস ছিল না বটে, কিন্তু আজ পা পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে লাগিল। সরলা দেখিতে দেখিতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

বড়বউ।

সম্মুখে অতি বিস্তৃত মাঠ, মাঠের উপর দিয়া একটী রাস্তা গিয়াছে। সেই রাস্তার মধ্যে মধ্যে অশ্বথ ও বটবৃক্ষ আছে। সরলা একটী বৃক্ষের তলে আশ্রয় পাইবার আশায় যাইবামাত্র, একটী ষাঁড় ফোঁস করিয়া তাড়াইয়া দিল সুতরাং সে গাছের তলায় আশ্রয় জুটিল না। পবন গলা ধাক্কা দিয়া আর একটী বৃক্ষের তলে লইয়া যাইল, কিন্তু সরলা সেখানে গিয়া দেখিল, দুই কৃষ্ণকায় কৃষক কোদাল-হস্তে দণ্ডায়মান। সেখানে থাকিতে সরলার ভয় হইল। সুতরাং আশ্রয় না পাইয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে, কাদা মাখিতে মাখিতে, রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে যাইতে লাগিল। কোথায় যাইবে? তা সরলা জানে না। কিছু দূর যাইয়া দেখিল রাস্তার ধারে একটি দোকান। সরলা ভাবিল এই দোকানে কিছু-কাল বিশ্রাম লাভ করিব। কিন্তু সে স্থানে যাইয়া দেখিল কয়েক জন চাষা মাতাল হইয়াছে—আর সে দোকানটী মদের। এই সময়ে সন্ধ্যা আগত প্রায়, সরলা তাহা জানিতে পারে নাই। মেঘ

আরও কাল হইল, বৃষ্টি আরও প্রবলতর বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল; বাতাসের বেগও বাড়িল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার আসিয়া সরলাকে গ্রাস করিল। এক একবার বিদ্যুৎ হানিতেছে। সেই বিদ্যুতালোকের সাহায্যে সরলা এক এক পা বাড়াইতেছে আর থমকিয়া দাঁড়াইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আছাড় খাইতেছে। পা আর চলে না। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সরলা ক্লান্ত হইয়াছে। ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, সরলা অন্ধকারে লুকাইল। আর সরলাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সরলা অন্ধকারেই থাকুক। পাঠিকা আর সরলাকে দেখিতে পাইবেন না, অন্ধকার সরলাকে গ্রাস করিয়াছে। সরলা অন্ধকার-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

৯

চুল বাঁধা হইলে ছোট বউ আস্তে আস্তে বড়বউ এর ঘরে যাইয়া দেখিল ঘর শূন্য। ছোট বউএর

মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। ভাবিল, একি! সর্ব্বনাশ যে! ছোট বউ কাঁদিতে কাঁদিতে তাড়াতাড়ি শাশুড়ার কাছে আসিয়া বলিল, মা! বড়দিদি ঘরে নাই গো! গৃহিণীর মনে বোধ হয় একটু দয়া হইল, তাই বলিল, তার আর কি হবে, তার পোড়া কপাল। নহিলে তেমন স্বামী,—বলিতে বলিতে গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। ছোটবউ বলিল, এ দুর্য্যোগে কোথা গেল, একবার দেখলে হয় না? কালসর্পিণী অমনি গর্জ্জিয়া বলিলেন, অত দয়া রেখে দে। যা, ভাত রাঁদগে যা, হয়ত আজ অবিনাশ আসবে। এই কথা শুনিয়া ছোট বউ আস্তে আস্তে রান্না ঘরের দিকে যাইতে লাগিল। বাঘিণী ডাকিয়া বলিলেন, যা, আর একবার দেখে আয় দেখি, গেছে কি না। ছোটবউ আবার গেল। গিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই। সরলার পুস্তকগুলি যথা স্থানে রহিয়াছে, আনালার কাপড়গুলি সজ্জিত রহিয়াছে, বিছানায় একখানি কি কেতাব খোলা রহিয়াছে, আর বুঝি একখানি পত্র রহিয়াছে।

পত্রখানির উপরে বড় বড় অক্ষরে ছোট বউএর নাম লেখা আছে শ্রীমতী সারদা সুন্দরী দেবী। ছোট বউ পত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিল। পত্রখানি পেট-কাপড়ে রাখিয়া, শাশুড়ীর নিকটে আসিয়া বলিল, না মা ও ঘরে বড়দিদি নাই।

তারপর ছোট বউ আপনার ঘরে যাইয়া পত্রখানি পড়িয়া বাক্সর ভিতরে রাখিয়া দিল।

গৃহিণী সারদাকে আবার ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, খবরদার বড়বউ যে কোথায় গেছে অপর বাড়ীর লোক যেন না জানে। যদি কারে বলিস তো তোর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রব। এই অবধি ছোটবউও সেয়ানা হইল।

কর্ত্তা মহাশয় এতক্ষণ বাটীতে ছিলেন না. সন্ধ্যার সময় ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাটীতে আসিলেন। আসিয়া, হাত পা ধুইয়া উপরে গিয়া শয়ন করিলেন। গৃহিণীও যাইয়া উপস্থিত।

কর্ত্তা। কি?

বড়বউ।

গৃহিণী। গেছেন। একদিন আর তর সইল না। অহঙ্কারে মট্ মট্ করছেন। গরব আর কি। যাগ! তেমন ছেলে যখন গেল তখন বউ বাঁচুক আর মরুগ। অদৃষ্টে যা আছে তা তো যাবার নয়।

কর্ত্তা। কোথা গেল?

গৃ। চুলোয়। বিনোদের ওখানে বোধ হয়।

ক। কুলে কলঙ্ক দিলে আর কি!

গৃ। লেখা পড়ার গুণ। ছোট বউএরও রোগ ধরেছে।

ক। বইগুলো টান্‌মেরে ফেলে দাওগে।

গৃ। সে আর ব'লতে। যা হ'ক কথা শোনে, মাথায় কাপড় দেয়। কল্লানী! (হাত নাড়িতে নাড়িতে) মাথায় কাপড় দেওয়া তো চুলোয় যাগ, বুকে বড় কাপড় দিত। আবার বিনে এলে বুক্ চিতিয়ে চিতিয়ে বেড়াত। ব্যাটা এবার বাড়ীতে এলে জুতুতে পার?

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে কর্ত্তার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে দাঁত খিঁচাইয়া

বিছানায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, শালাকে খুন ক'রবো, আমার কুলে কালি দিয়াছে।

গৃ। অবিনাশ আসুক, তারপর দেখা যাবে। ব্যাটা কি এ গাঁয়ে আর আসবে না? গাঁ ঐক্য ক'রে মারবো।

দুইজনে এই প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অবিনাশ 'মা' বলিয়া ডাকিল। গৃহিণী শুনিতে পাইয়া, ঐ অবিনাশ এসেছে এই বলিয়া, ব্যস্ত হইয়া নীচে গেলেন। অবিনাশের জামা, চাদর সব ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি কাপড় আনিয়া দিলেন। অবিনাশ কাপড় ছাড়িয়া আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মা ছেলের কাছে গিয়া বসিলেন।

অ। মা বড় বউএর যে সাড়া শব্দ নাই।

গৃ। হুঁ।

অ। কি? কি হয়েছে?

গৃ। হবে আবার কি। গরব! গরব!

অ। আরে, কি হয়েছে বলনা?

বড়বউ।

গৃ। সে কি আর কাকেও গ্রাহ্য করে।

অ। তাতো জানি। এখন কি হয়েছে বল না?

গৃ। গেছেন কোথা। বাড়ী ত্যাগ করেছেন।

অ। সত্য নাকি!

গৃ। জানিস্ না। বিনে ব্যাটা কি করেছে।

শুনিয়া, অবিনাশ চমকিয়া উঠিল! রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গৃ। কুলে কালি দিয়াছে, আর কি করেছে। গ্রাম ঐক্য ক'রে ব্যাটাকে মার। না পারিস্ তো গলায় দড়ি দিয়ে ম'রগে যা।

অ। কি হয়েছে, বল না? এখনি বিনের শ্রাদ্ধ করিব। এখনি বোধ হয় আসবে। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে তার সাড়া পেয়েছি। বৃষ্টি থামিলেই আসবে। আমার সে তরওয়াল খানা কোথায় গেল. শালাকে কেটে ফাঁসি যাব—কাটবো, কাটবো কাটবো। মা! তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। অবিনাশের দুই চক্ষু আরক্ত হইয়াছে, উষ্ণ নিশ্বাস

বহির্গত হইতেছে, হাত মুষ্টি-বদ্ধ হইয়াছে, স্নায়ু ও শিরা সকল রাগে কাঁপিতেছে, দন্তে দন্ত বসিয়া গিয়াছে, ভ্রূকুঞ্চিত হইয়াছে এবং এক দৃষ্টে চাহিয়া থরথর করিয়া অবিনাশ কাঁপিতেছে।

গৃহিণী অবিনাশকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর। এখন জল খাবার খা বাবা। তারপর পরামর্শ ক'রে বিনেকে জব্দ করা যাবে। গৃহিণী অনেক বুঝাইয়া অবিনাশকে ঠাণ্ডা করিল। এই সময় রাত্রি প্রায় আটটা। বৃষ্টি একটু কমিয়াছে, এমন সময়ে বিনোদ বাহির বাটীতে আসিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল অবিনাশ বাবু বাড়ীতে এসেছ হে!

বিষ-মাখান তীরের ন্যায় এই শব্দ অবিনাশ ও গৃহিণীর কর্ণকুহরে আঘাত করিল। অবিনাশের মাথা ঘুরিয়া পড়িল। সমুদায় শরীর কাঁপিতে লাগিল। অবিনাশ কেবল তরবার খানার বিষয় ভাবিতেছে এবং রক্তমাখান বিনোদের দেহ খানা যেন চক্ষের সামনে দেখিতেছে। অবিনাশ বসিতে

বড়বউ।

পারিল না। অবশেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া খিড়কীর দরজা দিয়া সে নদীর তীরের দিকে চলিয়া গেল।

গৃহিণী অবিনাশের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, অবিনাশ ঘরে নাই। ছোট বউএর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অবিনাশ কোথা গেল? ছোটবউ বলিল, জানি না।

১০

বিনোদ কাহারও সাড়া শব্দ না পাওয়ায়, আপনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহিণী দেখিয়াই রাগে কাঁপিতে লাগিলেন। অবশেষে রাগ সংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত কেন গো? বিনোদ বলিল, বৃষ্টির জন্য। গৃহিণী বলিলেন, উপরে কর্ত্তা আছেন যাও!

আচ্ছা বলিয়া বিনোদ উপরে কর্ত্তার ঘরে যাইল।

'এত রাত্রে কোথা হতে?' কর্ত্তা এই কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনোদ বলিল, বৃষ্টির জন্য আসিতে পারি নাই।

এই সময়ে গৃহিণী উপরে আসিয়া বলিলেন, বড়-বউ এখানে নাই। কথাটা শুনিয়া বিনোদের মনে একটু কেমন সন্দেহ হইল—কিন্তু সে সন্দেহ অধিক-ক্ষণ থাকিল না; কারণ বিনোদ পূর্ব্বে জানিত বাঁড়ুজ্যেরা উহাদের বিশেষ আত্মীয়।

গৃহিণী বলিলেন, আজ বড়বউএর ঘরেই শোও গে। ছোটবউ ভাত টাত ওঘরে রেখে এসেছে। গৃহিণী এই কথা বলিয়া নিয়ে গেলেন।

কর্ত্তা বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বাড়ী হ'তে কখন বাহির হয়েছ? বিনোদ বলিল, তুইটার সময়। কর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। এত দেরী কেন? বিনোদ বলিল, হরি বাবুদের বৈটক-খানায় ব'সে ব'সে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলাম তাই। বিনোদের উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন, 'হুঁ'।

আবার গৃহিণী আসিলেন। আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁগা, অবিনাশ এত রাত্রে কোথায় গেল—একবার

বড়বউ।

কি দেখ্‌তে নাই। কর্ত্তা বলিলেন, বটে! আচ্ছা আমি যাই দেখিগে। যাও বিনোদ বাবু খাওয়া দাওয়া করে শোওগে।

বিনোদ নীচে আসিয়া সরলার ঘরে প্রবেশ করিল। পরে ভাত খাইল। আচাইয়া পান খাইয়া ঘরে খিল দিয়া শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

কর্ত্তা, অবিনাশকে খুঁজিতে লোক পাঠাইলেন। সে এপাড়া ওপাড়া খুঁজিল। এবাড়ী ওবাড়ী খুঁজিল। কোথাও অবিনাশের দেখা পাইল না। অবশেষে সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, গুণের ছেলে কোথায় বোধ হয় ইয়ারকি দিচ্ছেন। আমার সব সমান। আজ রেতে বোধ হয় আর সে আসছে না। খাওয়া দাওয়া করে সব শুইগে চল। বাহিরের দরজা ভেজান থাক। এই বলিয়া কর্ত্তা আহার করিয়া তামাক খাইতে খাইতে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

সে দিন রাত্রে ইঁদুরে আফিং চুরি করিয়াছিল,

এজন্য আফিং আজ বাক্সে পুরিলেন। তামাক খাইয়া গুলি সাজিয়া খাইতে লাগিলেন। গুলির নেশায় ঝিমাইতেছেন—আর কত কি দেখিতেছেন কত কি ভাবিতেছেন—বৃষ্টির জলে জাম পেকেছে! জাম গুলো মস্ত মস্ত হয়েছে! ওরে বাপ্ রে! জানালার কাছে জামগাছ! জানালাটা খোলা যে বাবা! যদি জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে!

আবার ভাবিতেছেন, হাতীর মুখ গণেশ দাদার। জামগুলো কাল কাল হাতীর মত। এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঘরে ছুট্‌ছুট্‌ করিয়া ইঁদুর নড়িতে লাগিল। অমনি চমকিত হইয়া 'হাতী বুঝি সেঁদুলোরে—ওরে বাবা' বলিয়া আবার ঝিমাইতে লাগিলেন।

গৃহিণী ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন। যাই কর্ত্তা বলিয়াছেন 'হাতী বুঝি সেঁদুলোরে' অমনি গৃহিণী কাল—হাতখানি বাহির করিয়া গলায় জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কর্ত্তা মহাশয় চমকিত হইয়া 'ওরে বাবা! আমার গলায়

বড়বউ।

গুঁড় জড়াচ্ছ বটে! আচ্ছা বাবা! তুমি তো সত্যের হাতি নও তুমি জাম।' এই বলিয়া গৃহিণীর হাত কামড়াইয়া বলিলেন, এই বার খাই এইবার খাই। গৃহিণী 'গেলুম গেলুম' বলিয়া চীৎকার করায় কর্ত্তার সংজ্ঞা হইল।

তাহার পর গৃহিণী বলিলেন, আমি ছোট বউমার কাছে শুইগে। কর্ত্তা ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিলেন, আচ্ছা। গৃহিণী ছোট বউএর কাছে শুইতে গেলেন।

১১

মেঘে আকাশ ঢাকিয়াছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। ভাগীরথীতে ভয়ানক তুফান। অবিনাশ গঙ্গার ধারে শ্মশানে বেড়াইতেছে। শ্মশানে এক মুর্দ্দফরাস কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত। সেই মুর্দ্দফরাসের খুন করা রোগ ছিল। অবিনাশকে মুর্দ্দফরাস চিনিত। সে তাহার কুঁড়ের ভিতরে বসিয়া আছে। অবিনাশ ডাকিল, ওরে গঙ্গাপুত্র?

বড়বউ।

গঙ্গাপুত্র। কি মশাই। মড়া নাকি?

অবি। না না।

গঙ্গা। তবে আবার কি মশাই। এত রাত্রে? এখানে এস না?

অবি। কেন ঠেঙ্গিয়ে মারবি নাকি?

গঙ্গা। তুই কেরে?

অবি। চিনিস্ না?

গঙ্গা। কেহে বাপু? গলাটা যে চিনি চিনি।

অবি। আমি, অবিনাশ।

গঙ্গা। অবিনাশ বাবু এত রাত্রে? বাড়ীতে কেউ মরেছে নাকি?

অবি। দূর শালা।

গঙ্গা। আর সম্পর্ক পাতিয়ে কাজ কি? শয়ে পোড়াব। চুপ কর। রাত্রে শালা শালা করোনা।

অবি। নারে না, তামাসা করে বলছি।

গঙ্গা। আমি মনে করি বুঝি সত্যি সত্যি।

অবি। একবার বেরিয়ে আয়।

বড়বউ।

গঙ্গা। কোথা যাব বল। জলে ভিজ্‌তে পারবো না, আমার ঘরে এস না?

অবি। না, তোর ঘরে যে মড়ার গন্ধ।

গঙ্গা। মদ আছে এস।

অবি। তবে যাই।

এই বলিয়া অবিনাশ ইয়ারের ঘরে প্রবেশ করিল। এখানে পাঠিকা হয় তো মনে করিবেন ভদ্রলোকের সন্তান মুর্দ্দফরাসের ইয়ার কেন? ইহার উত্তর এই যে, অনেক ভদ্র সন্তান আছেন যাঁহারা মুর্দ্দফরাসেরও অধম। অবিনাশ সেই প্রকার ভদ্র সন্তান। অবিনাশ গণ্ডমূর্খ। ভাল করিয়া নাম লিখিতে পারেন না। নামজাদা মাতাল—প্রসিদ্ধ লম্পট। ভদ্র দলে অবিনাশের ইয়ার পাওয়া যায় না। ছোট লোকের দলেই অবিনাশের ইয়ারের সংখ্যা অধিক।

অবিনাশ কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করিলে গঙ্গাপুত্র বলিল, এত রাত্রে যে।

অবি। বড় দরকার আছে। এক কাজ করতে পারবি?

বড়বউ।

গঙ্গা। কি কাজ ?

অবি। টাকা পাবি।

গঙ্গা। কত ?

অবি। তুই কত চাস ?

গঙ্গা। ১০০০৲

অবি। না, ১০০৲

গঙ্গা। তোমাকে নাকি ?

অবি। না, না, চালাকি রাখ।

গঙ্গা। না মশাই আমি পারবো না। সে সব এক কালে করতাম। এখন বুড়ো হয়েছি, আমি পারবো না। আর আপনি ভদ্র সন্তান, ওসব কথা মুখে আনতে নাই।

অবি। ব্যাটা কি সাধু। লক্ষ গণ্ডা খুন করলেন, আর আজ একটা খুনে ভয় ; ভয় কিরে ?

গঙ্গা। আজতো এখন চল্লাম। রাত দুটার সময় আবার আসবো। আপনি বাহিরে চলুন। অবিনাশ বাহিরে আসিল। গঙ্গাপুত্র কুঁড়ের আগড় বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অবিনাশ গঙ্গার

ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতেছে, "শালাকে খুন করবোই করবো। উঃ শালা আমাদের কুলে কালি দিলে! কি করি? নিজেই খুন্ করবো। শালার ছেলে—ব্যাটা—হারামজাদা—পাজি—ছুঁচো —শালা" এই প্রকারে মনে মনে বিনোদকে কত মধুর গালি দিতে লাগিল। অবিনাশ বিনোদের বিষয় ভাবিতেছে,—বড় বউএর বিষয় ভাবিতেছে,—আর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। অবিনাশ ক্রোধে উন্মত্ত। কতক্ষণ গঙ্গার তীরে আসিয়াছে তাহা তাহার মনে নাই। 'খুন' 'খুন' 'খুন' কেবল এই ভাবিতেছে। মানস নয়নে বিনোদ ও সরলার রক্ত মাখান মুণ্ড দুটো দেখিতেছে।

অবিনাশ এই প্রকারে বেড়াইতে বেড়াইতে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, গঙ্গাতীরে একটী কাষ্ঠের উপর বসিল। ইচ্ছা ঘরে ফিরিয়া যায়, ইচ্ছা তরবারী দ্বারা বিনোদের মুণ্ডপাত করে, ইচ্ছা সরলা ও বিনোদকে এক সঙ্গে কাটে।

অবিনাশ কাঠের উপর বসিয়া এই প্রকার কত

কি ভাবিতেছে। আকাশে বিদ্যুৎ থাকিয়া থাকিয়া চক্‌মক্‌ করিতেছে ; আর সমুদয় গঙ্গার জল এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একবারে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টি-গোচর হইতেছে।

একবার বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। অবিনাশ দেখিল গঙ্গার স্রোতে কি একটী ভাসিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎ পুনরায় চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল ; অবিনাশ সেই পদার্থটীকে আবার দেখিতে পাইল। কতক্ষণ বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিয়া উঠে এই আশায় অবিনাশ গঙ্গার পূর্ব্বদৃষ্ট স্থলটার উপর লক্ষ্য রাখিল, কিন্তু বিদ্যুৎ এবার শীঘ্র চক্‌মক্‌ করিল না—অনেকক্ষণ পরে চক্‌মক্‌ করিল। অবিনাশ দেখিল সে পদার্থটী কিনারার দিকে আসিতেছে। তাড়িতালোকের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে সেই দিকে অবিনাশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বিদ্যুৎ এবার একবারে দুইবার চক্‌মক্‌ করিল। অবিনাশ এবার কি দেখিল ? কি বুঝিল ? অবিনাশ চমকিয়া উঠিল কেন ? চমকিত হইয়া দাঁড়াইল কেন ? ঐ

বড়বউ।

দেখ আকাশ আলো করিয়া বিদ্যুৎ আবার হাসিল। বিদ্যুৎ হাসিল কিন্তু অবিনাশ দ্রুতবেগে পাগলের ন্যায় গঙ্গার কিনারার দিকে ছুটিতেছে কেন? বিদ্যুৎ আবার হাসিল, অবিনাশ সেই ভীষণ গঙ্গা-তীরে, ভীষণ শ্মশানে, নিবিড় অন্ধকারের ভিতর, গরলময়ী হাসির তরঙ্গ তুলিয়া পতিত-পাবনী গঙ্গার প্রত্যেক তরঙ্গে পাপের কালিমা সঞ্চারিত করিয়া পৈশাচিক শব্দে বলিল, হয়েছে! হয়েছে! হয়েছে! হয়েছে! ঈশ্বর সহায়, ভয় নাই, ভয় নাই।

এই রূপে বলিতে বলিতে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, অবিনাশ একদৃষ্টে কি দেখিতে লাগিল? ঐ দেখ আবার বিদ্যুৎ চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল, ওকি? ঝপাৎ করিয়া জলে পড়িল কে? অবিনাশ বুঝি? এত রাত্রে—এমন দুর্যোগে জলে পড়া কেন? ডুবিয়া মরিবে নাকি? গঙ্গায় ভাসিয়া আসিতেছিল কি? দেখ দেখ বিদ্যুৎ আবার হাসিল। অবিনাশ অমনি কাহাকে জাপটাইয়া ধরিল? একি! একি! অবিনাশ কি পিশাচ!! দৃঢ়রূপে ধরিয়া সে পদার্থ-



অবনীশ গঙ্গা হইতে শব তুলিয়াছে ;—— ৬৯ পৃষ্ঠা

টীকে গঙ্গার তীরের উপর উঠাইয়া অবিনাশ এদিকে ওদিকে চায় কেন? অবিনাশ কি ভয় পাইয়াছে? কেন কিসের ভয়? নৃশংস, তুমি আজ কার সর্ব্বনাশ করিবে? তুমি না ব্রাহ্মণ সন্তান? মুর্দ্দফরাসের কাজ করিতেছ কেন? প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—তাই? জিঘাংসার তুষ্টির জন্য? সত্য নাকি? ধর্ম্ম কি নাই? ও আবার কি করে? বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে কাকে? স্ত্রীলোক নাকি? জীবিত না মৃত? জীবিত তো নয়! মৃত? মড়া! মড়া! অবিনাশ! তুমি মড়া লইয়া কি করিবে?

অবিনাশ মৃত স্ত্রীলোকটীকে গঙ্গার জলে পাইয়া আজ এত আনন্দিত কেন?

বিদ্যুৎ আবার ঝকমক্ করিয়া উঠিল। অবিনাশ সে আলোকে সেই শবের গায়ে রক্ত দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণে তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। অবিনাশের মহা আনন্দ, কেন না এই স্ত্রীলোককে কেহ খুন করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহার প্রমাণ, শবের গলা

অর্দ্ধেক কাটা এবং গলার চারি দিকে রক্তের চাপ, চুল রক্তে ডুবিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটী অতি সুন্দরী আহা! এ সুন্দরীকে কে খুন করিল? কাহার ঘরের —কাহার হৃদয়ের—কাহার সুখের প্রদীপ একবারে নির্ব্বাণ হইল? অবিনাশ শব লইয়া কি করিবে? উত্তর!—পাঠিকার মনে আছে যে সরলা গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, গ্রামের কেহ এ কথা জানে না। সরলা আর ফিরিবে না। আর যদি ফিরে ভয় কি? অর্থের বলে কি না করা যায়? অবিনাশ ও তাহার মা বাপের সন্দেহ এই যে বিনোদ সরলার চরিত্র খারাপ করিয়াছে। সেই বিনোদকে আজ বিপদে ফেলিতে হইবে—প্রতিশোধ লইতে হইবে; এই ইচ্ছায় পাগল হইয়া অবিনাশ একটা খুনী মড়া পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছে। অবিনাশ এই মড়া লইয়া বিনোদের শ্রাদ্ধ করিবে।

গঙ্গাপুত্রের কুঁড়ে ঘরের পশ্চাতে শবটীকে রক্ষা করিয়া, লতা পাতা চাপা দিয়া, গৃহাভিমুখে অবিনাশ

চলিল। এই সময়ে অবিনাশকে দেখিলে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হয়। এখনও আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। বৃষ্টি মধ্যে মধ্যে পড়িতেছে। পশ্চিম দিকে আর একখানি কাল মেঘ উঠিতেছে। বাতাস ক্রমে ক্রমে শীতল বোধ হইতেছে। এমন সময়ে অবিনাশ পাগলের মত গৃহাভিমুখে চলিল। বাহির বাটীর দ্বার বন্ধ ছিল না অবিনাশ একবারে বাটীতে প্রবেশ করিয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মা সাড়া পাইয়া উঠিয়া ভিতর বাটীর দ্বার খুলিয়া দিলেন। গৃহিনী দেখিল অবিনাশ হাঁপাইতেছে। অবিনাশ কথা কহিতে পারিতেছে না। কথা গলায় আট-কাইয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, মা! বাবা কি ঘুমিয়েছেন? গৃহিণী বলিল, কেন? আগে কাপড় ছাড়, তার পর যা হয় হবে। কেন এখন তাঁকে কেন?

অবি। বিশেষ প্রয়োজন। বিনোদ কোথা?

গৃ। বিনোদ ওঘরে ঘুমুচ্ছে।

শুনিয়া অবিনাশ রাগে কাঁপিতে লাগিল এবং

বড়বউ।

বলিল, মা বড় মজা হয়েছে। শালাকে জব্দ করবার বড় সুবিধা হয়েছে।

গৃ। সত্যি নাকি? কি? কি সুবিধা?

অবি। বড়বউ যে গৃহ ত্যাগ করিয়াছে এ বিষয় কয় জন জানে?

গৃ। আমি, কর্ত্তা ও ছোটবউ, আর তুই।

অবি। বিনোদ?

গৃ। বিনোদকে বলিয়াছি—বড়বউ বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতে গেছে, কাল আসবে।

এই কথা শুনিয়া অবিনাশের মহা আনন্দ।

গৃ। কি? কাণ্ডটা কি?

অবি। শালাকে জব্দ করিবার মজা হয়েছে। একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে কে খুন করিয়া গঙ্গায় বোধ হয় ভাসাইয়া দিয়াছিল। সে লাস আমি পাইয়াছি। গৃহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, সে কিরে, বড়বউ নয় তো?

অবি। না। কিন্তু বড়বউকে বিনোদ খুন করেছে এ কথাটা কাল সকালেই রটাতে হবে।

গৃ। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সে মড়া কোথায় ?

অবি। গঙ্গার ঘাটে লতা পাতা চাপা দিয়ে রেখে এসেছি।

গৃ। কর্ত্তার কাছে চল দেখি। আমায় ছুঁসনি।

গৃহিণীর মহা আনন্দ। শুধু কি আনন্দ ? মধ্যে মধ্যে মনে একটু কষ্টও হইতেছিল।

গৃ। তুই এইখানে দাঁড়া। গোল করিস না। আমি কর্ত্তাকে উঠিয়ে আনছি।

গৃহিণী যাইয়া কর্ত্তাকে উঠাইয়া আনিলেন।

কর্ত্তা। কিরে এত রাত্রে কোথা ছিলি ?

গৃ। সে সব কথা এখন থাক ; এখন ও কি বলে শোন। ঈশ্বর বিচার করেছেন আর কি ?

কর্ত্তা। কি ? কি ?

অবি। বিনোদের সর্ব্বনাশ করিব। সে আমাদের কি সর্ব্বনাশ করেছে তা কি জানেন না ?

কর্ত্তা। সব জানি, সব জানি। শালাকে জব্দ

বড়বউ।

করবো কাল। আচ্ছা করে প্রহার দিয়ে গাঁ ছাড়া করবো।

অবি। শালা যাতে ফাঁসি যায় আমি এমন এক উপায় বার করেছি।

একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে কে খুন করিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেয়, ভেসে আমাদের ঘাটে এসে লেগেছিল, আমি সেটীকে পেয়েছি, আমি সেটীকে অনেক কষ্টে তুলে, লতা পাতা চাপা দিয়ে, গঙ্গার ধারে রেখে এসেছি। তার গলা আধখানা কাটা। চুল রক্তে ভরা।

কর্ত্তা। চুপ চুপ, চল দেখি আমায় দেখাবি। মেঘ ভয়ানক হয়েছে ; তা হউক চল।

অবি। এস।

গৃহিনী ছোট বউএর ঘরে যাইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন। পিতা-পুত্রে সেই অন্ধকারময়ী রজনীতে গঙ্গাতীরে চলিল। শীঘ্র গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া অবিনাশ পিতাকে সমস্ত দেখাইল। পিতা অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া

বলিলেন, এই মড়াটীকে আমাদের বাড়ীর পিছনে বাগানে পুতিতে হইবে।

অবি। তার পর কি হবে?

কর্ত্তা। পোতবার পর তুই বিনোদের কাছে গিয়ে শুবি; শুয়ে যখন দেখ্‌বি বিনোদ বেস্ ঘুমাই-তেছে, অমনি আস্তে আস্তে সেই বিড়ালটা কেটে রক্ত নিয়ে বিনোদের কাপড়ে মাখিয়ে দিবি।

অবি। ঠিক্ বলেছেন। তাই আমি করিব।

তার পর, কর্ত্তা একটু ভাবিতে ভাবিতে বলি-লেন, যদি সে বেটী আবার ফেরে তো কি হবে?

অবি। তার আর ভয় কি? তাকে কে চেনে বউ মানুষ বইতো নয়। আর সমুদয় গ্রাম যখন আমাদের হাতে তখন ভয় নাই। হারামজাদি ফিরলে খুন করে, খুন হজম করে ব'সবো। যে ফন্দি খাটিয়েছি, তাতে বিনোদের সর্ব্বনাশ হবেই হবে। বড়বউ জীয়ন্ত ফিরলে তো বিনোদের শ্রাদ্ধ কখনই ঘুচবে না।

এই সময়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল,

বড়বউ।

প্রকার ভাবিতেছে, এমন সময়ে অবিনাশ চীৎকার করিয়া, উঠিল 'খুন হয়েছে, খুন হয়েছে বাঁধ বাঁধ শালাকে বাঁধ।' এই শব্দ শুনিয়া ভয়ে বিনোদের প্রাণ উড়িয়া গেল। বিনোদের দেহ হইতে ঘাম বহির্গত হইতে লাগিল। বিনোদের মুখে কালিমা পড়িল। বিনোদ পাগলের ন্যায় হইল। বিনোদে বিনোদ নাই।

অবিনাশের চীৎকারে নিষ্ঠুর কপট বিশ্বনাথ উপর হইতে 'কিরে, কিরে' বলিয়া নীচে আসিলেন। গৃহিণী ছোট বউএর ঘর হইতে 'ওগো বাবা গো কি হোলো গো' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলেন। ছোট বউএর ঘুম ভাঙ্গিল। ছোটবউ অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। এই সমস্ত চীৎকার, এই সমস্ত গোলমাল শুনিয়া প্রতিবাসীরা 'কি হয়েচে কি হয়েচে' বলিতে বলিতে একে একে বাড়ী পূর্ণ করিল।

গৃহিণী কপট ক্রন্দনের ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিয়া প্রতিবাসীদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে

লাগিল। হা কপটী! হা কপটী স্ত্রীলোক! তোমায় শত ধিক! তোমার কপটায়, তোমার দুশ্চরিত্রে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছে। হে স্ত্রীলোক! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি সুষুপ্ত ডনকানের প্রাণবধে কুণ্ঠিত হও নাই, তুমি সুশীল রামকে বনবাস দিতে লজ্জা বোধ কর নাই। তুমি আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য কি না করিয়াছ? শিশুর প্রাণবধ তোমা হতে, স্বামীর প্রাণবধ তোমা হতে, রাজ্য-ধ্বংস্, দেশ-ধ্বংস তোমা হতে—তাই বলি তুমি সব করিতে পার। তোমাতে যেমন স্বর্গও আছে তেমন নরকও আছে।

গৃহিনী কাঁদিতে লাগিলেন, মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। গৃহিনী কাঁদিতেছেন ঃ—"ও বড়বউ কোথা গেলি গো। ওগো আমার মা গো! ওমা তুমি কত কষ্ট পেয়ে গেলেগো। ওরে সুরেন বাবা আমার! ও বাবা তোর সরলা আর নেই বাবা। ও বাবা তোর বুড়ো মা বাপ মরেরে বাবা।" এই প্রকার সুর

করিয়া গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। ভয়ে ছোট বউএর পেটের ভিতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল। অবিনাশ পুলিসে যাইয়া খবর দিল। অন্যান্য লোকেরা বিনোদকে বাঁধিল।

পাঠক, পাঠিকা! একবার করুণ নয়নে বিনোদের দিকে দেখুন, বিনোদকে চোরের মত দড়ি দিয়া বাঁধিয়াছে। বিশ্বনাথ মধ্যে মধ্যে জুতা মারিতেছে, লাথি মারিতেছে। কেহ গায়ে থুতু দিতেছে, কেহ চুল ধরিয়া টানিতেছে। যে সেখানে আসিতেছে সেই এক ঘা চাপড় বা একটা ঘুসি মারিতেছে। বিনোদ নীরবে সব সহ্য করিতেছে। বিনোদ মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছে আর কাঁদিতেছে। কেন? বিনোদ কাঁদে কেন? বিনোদ ভাবিতেছে 'এরাই সরলাকে খুন করিয়া আমার ঘাড়ে এখন দোষ চাপাতেছে। তা ফেলুক —ঈশ্বর আছেন।' বিনোদ এই প্রকার ভাবিতেছে আর কাঁদিতেছে। বিনোদের কান্না দেখিয়া কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, শালার আবার কান্না

দেখ। কেহ রাগিয়া ঘুসি তুলিয়া বলিতেছে, ব্যাটার ছেলে খুন কোরে আবার কান্না! বিনোদের দুর্দ্দ-শার বিষয় আর অধিক কি বর্ণনা করিব? বিনোদ এত প্রহার খাইয়াছে যে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত পড়িয়াছে।

বিশ্বনাথের বাড়ীতে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। গ্রামের ভিতর হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে দুজন সেখানেই এই খুনের কথা হইতেছে। ঘাটে স্ত্রীলোকেরা বাসন মাজিতে মাজিতে, স্নান করিতে করিতে, ঐ খুনের কথা কহিতেছে। গ্রামে এক বৃহৎ দিঘী আছে। সেই দিঘীতে যত স্ত্রীলোকেঁর হাট হয়। একজন বলিতেছে—তাহার নাম কামিনী, সে গালে হাত দিয়া ঘাড়টী নাড়িতে নাড়িতে বলিতেছে হ্যাঁগা কুমীর মা! আর শুনেছিস? কুমীর মা তখন হেঁটমুখ হইয়া বাসন মাজিতেছিল। বাসন মাজিতে মাজিতে উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিল, কি গা দিদি? কি গা?

কুমীর মা। শুনে যে পেটের ভিতর হাত পা সেঁদোয় লো।

বড়বউ।

দাসচরণের মা। কালকেই খুন করেছে, রাত্রে।

কুমীর মা। খুন তো করেছে। আর একটী নূতন কথা শুনেছিস?

দাসচরণের মা। কই না—কই না।

এমন সময়ে ঘাটের সমস্ত স্ত্রীলোক ভুঁদীর মা ভুঁদীর মামী, ঘোষেদের বড়বউ, বোসেদের মেজ গিন্নি, রামমণি, রমণী গোয়ালিনী প্রভৃতি সকলে কুমীর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, কি গা? কি গা?

কুমীর মা হাত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ওমা! শুনিস্‌নি? পেট হয়েছিল! দাস চরণের মা অবাক্‌ হইয়া বলিল, তাই হবে গো—তাই হবে। অমনি রমণী গোয়ালিনী বলিল, তবে একটা কথা বলি শোন, এতদিন কাকোও বলিনি বাছা! কি জানি জমিদারের ঘর, ভয় হয়। এই কথা বলিবামাত্র সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কি কি? বল্‌না? আমরা কেউ বলবো না। একজন বলিল, সত্য বলবি তার আর ভয় কি?

তারপর রমণী গোয়ালিনী আরম্ভ করিল, পেট হয়ে ছিল তাকি আমি জানি না। আমার ঠেঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কত বার পেট্ খসানর ওষুধ খেয়েছিল। তা আমি বাছা তাতে হুঁও বলিনি হাঁও বলিনি। তারপরেই দাস চরণের মা বলিল, কলঙ্কের ভয়েই বিনোদ খুন করেছে। লাস নাকি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শুনছি।

পরে ভুঁদীর মা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, পেট যে একবার খসিয়ে ছিল। এই কথা শুনিয়া ঘোষেদের বড়বউ বলিল, ঠিক ঠিক. কর্ত্তা একদিন বলেছিলেন বটে।

১৩

অবিনাশ পাঁচজন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা লইয়া আসিল। দারোগা আসিয়া বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কি হে বাপু! এই বার ফাঁসি যাও। বিনোদ চুপ করিয়া রহিল। এখন বিনোদ কাহারও সহিত কথা কহিতেছে না

বড়বউ।

—কাহারও দিকে চাহিতেছে না—ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছে, আর কাঁদিতেছে।

দারোগা। চক্ষু একবার চাও। চোক একবারেই বুজতে হবে এখন।

বিনোদ, ভগবান! বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দারোগা। আর কাঁদিলে কি হবে। এজাহার দাও।

বিনোদ দুঃখের বেগ সংবরণ করিল। তারপর মৃদু স্বরে বলিল কি এজাহার দিব বলুন?

দারোগা। খুন করিলে কেন?

বিনোদ। আমি খুন করি নাই।

দারোগা। লাস কোথা ফেলেছ?

বিনোদ। আমি খুন করি নাই!

দারোগা। তুই করিসনি তো আমি করেছি?

বিনোদ। আমি কিছুই জানি না।

অবিনাশ। জানেন না। খুন করে কোথায় পুঁতে পালাচ্ছিলি যে রে হারামজাদ এই বলিয়া জুতা খুলিয়া মারিতে যাইতেছিল, দারোগা নিবারণ

করিল। বিশ্বনাথ কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের এজাহার লইয়া দারোগা বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিল, লাস্ কোথা ফেলেছিস্ ?

বিনোদ। আমি খুন করি নাই। আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিতেছে।

অবিনাশ। আমার বোধ হয় বাগানে লুকিয়েছে।

অবিনাশের কথা অনুসারে সকলে বাগানে যাইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। পুলিসের লোকেরা বাগানের এদিক ওদিক খুঁজিতেছে; এমন সময়ে অবিনাশ একটী স্থানে গিয়া বলিয়া উঠিল, দারোগা মহাশয়! এই থানটায়, এই থান-টায়। অমনি সকলে সেই দিকে ছুটিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক হাত নিম্নে মস্তকের চুল পাওয়া গেল। তার পর ক্রমে ক্রমে সমুদায় লাস দেখিতে পাওয়া গেল।

মৃত্তিকার ভিতরে সেই মৃতা স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য

এখনও নষ্ট হয় নাই। মৃত দেহের দুর্গন্ধ সে অনুপমা সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বড় বউএর রূপও অনেকটা সেইরূপ। এই সময়ে একটী হৈ হৈ শব্দ উঠিল।

১৪

ভাল খবর পাইতে একটু বিলম্ব হয়। মন্দ খবর কাকের মুখে পাওয়া যায়। বন্ধুর সঙ্গে হাসিতেছি, আমোদের তরঙ্গে ভাসিতেছি, সুখ-সাগরে মন একবারে ডুবিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে সংবাদ পাইলাম, বাবা নাই, মরিয়াছেন। দর্পণে মুখ দেখিতেছি, স্বামী কাল আমার জন্য সোনার হার আনিবেন বলিয়া গিয়াছেন; আমি ভাবিতেছি আজকের দিনটা কি যাবে না? এমন সময়ে খবর পাইলাম, স্বামী নাই, আমাকে জনমের মত লোহা খুলিতে হইবে। রাম রাজা হইবে কৌশল্যা আনন্দিতা; সীতা মনে মনে কত আশা-কুসুমের মালা গাঁথিতেছেন, এমন সময়ে রাম যাইয়া বলিল,

আমার রাজা হওয়া হবে না, বনে যেতে হবে। তোমার সুখের খবর পাইতে কত পয়সা খরচ করিতে হয় কিন্তু দুঃখের সংবাদ বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। দুঃখ পৃথিবীতে যত সুলভ, সুখ তত দুর্লভ। হাত বাড়াইলেই দুঃখ হাতে পাও, কিন্তু সুখ পাওয়া বড় শক্ত। পৃথিবীর এ এক মজা। সুখের কথা খুব কম শুনিতে পাই, দুঃখের কথা যখন তখন। ও মরেছে, ও বিধবা হয়েছে, ও জেলে গেছে, ও বিষ খেয়েছে, এ সব কথা যেন আকাশ-পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীতে ইহাই বিষবৃক্ষ ; কিন্তু ধর্ম্মবারি সেচনে এ বিষবৃক্ষ কি সুধাবৃক্ষে পরিণত হয় না ?

বিনোদের স্ত্রীর নাম কামিনী। বয়স বোধ হয় ১৬ বৎসর। খুব সুন্দরী। লেখা পড়া মোটামুটী শিখিয়াছে। 'মেঘনাদ-বধের' স্থানে স্থানে মুখস্থ আছে, 'কবিতাবলীর' অনেক কবিতাও মুখস্থ। কেশব বাবু ও অক্ষয় বাবুর বাঙ্গলা পুস্তকগুলি ভাল

করিয়া পড়া আছে। দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক ও জানা আছে।

কামিনীসুন্দরী মাটীর ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, এত বেলা হ'ল এখনও তিনি এলেন না কেন? বেলা প্রায় ১২টা বাজে এখনও যে দেখা নাই! এই প্রকারে কত কি ভাবিতেছে এমন সময়ে সমস্ত শরীর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। একটী দাঁড় কাক বাড়ীর পেয়ারা গাছে বসিয়া ডাকিতে লাগিল, 'ক' 'ক' 'ক'। কামিনীর মনের তলায় একটু একটু কুসংস্কার ছিল। কামিনী অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত কথা কহিবার কালে বলিতেন বটে, কাক ডাকিলে হানি হয় না, ওটা কুসংস্কার; হাঁচি টিকটিকি মানি না; কিন্তু সময় বিশেষে হাঁচি টিকটিকিকে ভয়ে মানিতেন। এখন কাকটী ক, ক, করিয়া ডাকিতেছে শুনিয়া মনে একটু ভয় হইল। দুই বার 'দূর দূর' 'করিলেন। কাকটী একটু থামিল বটে; কিন্তু আবার ডাকিতে লাগিল 'ক' 'ক', 'ক',

কামিনী এইবার একটী ঢিল মারিয়া কাকটীকে তাড়াইয়া দিলেন।

বিনোদের এক বৃদ্ধা ঠাকুর মা ছিলেন। তিনি এতক্ষণ স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান করিয়া আসিয়া বলিলেন, কি গো নাতবউ! বিনোদ এসেছে? কামিনী বলিল, কই—না। বৃদ্ধা বলিলেন, তাইতো গো, ছেলে এখনও আসছে না কেন, একটী না হয় লোক পাঠাই। এমন সময়ে পথে স্বর্ণ বাগ্‌দিনীর আওয়াজ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ গ্রামের যত লোকের শুভাশুভ খবর বহিয়া বেড়াইত। গ্রামের কেহ মরিয়াছে—আগে স্বর্ণ সে খবর আনিয়াছে। কিন্তু স্বর্ণ সব সময়ে ঠিক খবর দিতে পারিত না। এক এক সময়ে মিথ্যা বলিত। হয় তো গ্রামের দুই এক জন দুষ্ট যুবা তামাসা দেখিবার জন্য স্বর্ণকে দেখিয়া বলিল, আরে ওদের হরি যে কলিকাতায় মরেছে তা শুনেছিস্। স্বর্ণ শুনিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিবার মত (চক্ষে জল কিন্তু থাকিত না)

বড়বউ।

বলিত, কি সর্ব্বনাশ হোলো গো! সে কি গো! সে কি গো! স্বর্ণ মিথ্যায় বিশ্বাস করিয়া হরির বাড়ীর নিকটে যাইয়া কান্নার সুর তুলিল। পথের লোক জিজ্ঞাসা করিলে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল; আর স—র্ব্ব—নাশ—হয়েছে, ও—গো—কি—হো—লো—গো! এদিকে হরির মা হয়তো শুনিতে পাইল স্বর্ণ বাগ্‌দিনী রাস্তায় কাঁদিতেছে। শুনিয়াই লোক পাঠাইয়া স্বর্ণকে ডাকাইয়া আনিল। স্বর্ণ আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিতে লাগিল। হরির মা, হরির স্ত্রী ইহারা হরি মরিয়াছে শুনিয়া মাথা খুঁড়িতেছে কান্নায় পাড়ার লোক জড় করিয়াছে; এমন সময়ে জামা জোড়া পরিয়া হরি আসিয়া উপস্থিত। স্বর্ণ দূর হইতে হরিকে দেখিয়াই প্রস্থান।

স্বর্ণ যখন তখন কাঁদিত। আঁতুড়ে স্বর্ণের মা মরিয়াছিল। স্বর্ণ সেই মায়ের জন্য যখন তখন কাঁদিত। গ্রামের নিকটেই শ্মশান। হাটের দিন

সেই শ্মশানের ধার দিয়া স্বর্ণ হাটে যাইত। যাইবার সময় এবং হাট হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সেই শ্মশানের নিকট বসিয়া স্বর্ণ মায়ের জন্য মনের সাধ মিটাইয়া কাঁদিত। গ্রামের কে মরিয়া ভূত হইয়া কোন গাছে বাস করিতেছে, কোন ভূত কতবার স্বর্ণকে তাড়া করিয়াছিল, স্বর্ণ সে সমস্ত প্রত্যহ গৃহস্থের মেয়ে ছেলেদের কাছে গিয়া বলিত। স্বর্ণের গুণ অনেক। স্বর্ণ কাঁঠালের সময় এর ওর বাগানে কাঁঠাল চুরি করিত। গৃহস্থের বাড়ীর শশা চুরি যাইলেই সকলে স্বর্ণকে সন্দেহ করিত।

বিনোদের বাড়ীর সম্মুখেই গ্রামের রাস্তা। সেই রাস্তায় স্বর্ণ বাগ্‌দিনী মহা গোলমাল করিতেছে। স্বর্ণকে ঘেরিয়া পাড়ার যত লোক দাঁড়াইয়াছে। খুন করেছে, খুন করেছে, সে এই কথা বলিতেছে। স্বর্ণ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামে তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া আসিয়াছে।

স্বর্ণ যাহা দেখিয়াছিল, তাহাকে অনেক বাড়া-

হইয়া বলিতেছে। সে বলিতেছে,—বিনোদ বিশ্বনাথকে কাটিয়া, তাহার স্ত্রীকে কাটিয়াছে—তার পর যখন সরলা গোলমাল করিয়া উঠিল—অমনি তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। তার পর ছোটবউকে কাটিয়া অবিনাশকে লাঠির দ্বারা আধ্‌মারা করিয়াছে।

রাস্তার এই গোলমাল কামিনীর কাণে পৌঁছিল। বৃদ্ধা জপ করিতেছিল, কামিনী ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, ও ঠাকুর মা—রাস্তায় কিসের গোল গো! খুন করেছে কে? বৃদ্ধা জপ ফেলিয়া রাস্তায় যাইয়া দেখিল, স্বর্ণের চারি দিকে লোক। বৃদ্ধাকে দেখিয়া স্বর্ণ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, ওগো তোমার বিনোদ সর্ব্বনাশ করেছে!

বৃদ্ধার সহিত এক মাগীর পূর্ব্বদিন তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল। সে মাগী ও সেইখানে ছিল। স্বর্ণ যেই বলিয়াছে, ওগো তোমার বিনোদ সর্ব্বনাশ করেছে, অমনি সে মাগী বলিল, গুণের নাতির ফাঁসিটে দেখ আর কি?

মাগীর এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। স্বর্ণ বলিল, যেমন অদৃষ্ট বাছা! আর দুঃখ কর্‌লে কি হবে, কাঁদিলেই বা কি হবে। এই বলিয়া স্বর্ণ চলিয়া যাইলে, বৃদ্ধা অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গা। হ্যাঁ গা বল না গা। আমার বুক যে ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌চে। বৃদ্ধা রাস্তার সকলের নিকটে শুনিল, বিনোদ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে খুন করিয়াছে, আজই বিনোদের ফাঁসি হইবে।

বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাউ মাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বিনোদের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন বিষাক্ত তীরের ন্যায় কামিনীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিল। কামিনী পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কামিনীর দক্ষিণ চক্ষু নাচিয়া উঠিল। কামিনী পাগলিনীর ন্যায় বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে গো! কি হোলো গো।

বড়বউ।

‘সর্ব্বনাশ হয়েছে, বিনোদ খুন করেছে’—বলিয়া বৃদ্ধা মাথা চাপড়াইতে লাগিল, মাথা খুঁড়িতে থাকিল।

কামিনী অতি বুদ্ধিমতী। কামিনী এই কথায় বিশ্বাস করিল না। অনেক যত্নে দুঃখের বেগ সংবরণ করিয়া ভাবিতে বসিল ;—স্বামী আমার অতি সচ্চরিত্র। ক্রোধ কেমন তা তিনি জানেন না। মশা, ছারপোকা পর্য্যন্ত তিনি বাড়ীর কাহাকেও মারিতে দেন না। স্বামী আমার নিরামিষ-ভোজী। কাহাকেও মাছ কুটিতে দেখিলে তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করেন। তাঁর বড় দয়া। তিনি কি প্রকারে নরহত্যা করিবেন! তিনি কখনই খুন করেন নাই। তাঁকে বোধ হয় কেহ খুন করিয়াছে ;—কামিনী এই স্থির করিল। কামিনী ভাবিল বিধাতা আমায় এত দিনের পর বুঝি বিধবা করিলেন! এই ভাবিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল। কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভাবিল, এক কাজ করি, নিজে যাই, দেখিয়া আসি কি কাণ্ড। গিয়া

যদি দেখি বা শুনি আমার স্বামী ;—এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া আর কামিনী ভাবিতে পারিল না। কামিনী স্বামীকে যেন চোখের নিকট দেখিতে লাগিল। কামিনী মানস চক্ষে কত কি দেখিতেছে! যেন স্বামী চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছে ;—সে স্বামী নাই—ইহা কামিনী কি প্রকারে ভাবিবে? যেন স্বামীর সহিত বসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে—সে স্বামী নাই—সে স্বামীকে আর দেখিতে পাইবে না—সে স্বামী আর গলা ধরিবে না, বক্ষে লইবে না, আদর করিবে না,—ঠাট্টা তামাসা করিবে না, এ সব কামিনী ভাবিতে পারিল না। কামিনী আর ভাবিতে পারে না, আর কথা কহিতে পারে না, অজ্ঞানের মত—অচেতনের মত বসিয়া রহিল।

অতঃপর অনেক কষ্টে হৃদয়ের বেগ সংবরণে চিত্তকে স্থির করিয়া, একটী স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামের দিকে যাইতে লাগিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। মাঠ যেন ফুরায় না—এক ক্রোশকে যেন দশ ক্রোশ

বোধ হইতে লাগিল। সময়ের দীর্ঘতা বাড়িল। পাগলিনীর মত দশদিক শূন্য দেখিতে দেখিতে সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের সেই দিঘীর ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক আসিল। তাহাকে কামিনীর সঙ্গের স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা এ গ্রামে কি খুন হয়েছে? স্ত্রীলোক উত্তর করিল, কে এক ছোঁড়া বামুনদের বড়বউকে কেটেছে। লাস বাগানে পাওয়া গেছে। এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী চলিয়া যায় এমন সময়ে কামিনী কাতর স্বরে বলিল, 'হ্যাঁগা দাঁড়াওনা গা। সে স্ত্রীলোক দাঁড়াইল। কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, যে খুন করেছে সে কোথা? স্ত্রীলোক উত্তর করিল, পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে আর কোথা যাবে! কেন—তুমি কি তার কেউ হও নাকি? কামিনী জিজ্ঞাসা করিল পুলিস এখান হতে কতদুর বাছা? স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, দুক্রোশ হবে। কেন গা! তুমি কি তার কেউ হও? এই কথা শুনিবামাত্র, কামিনী কাঁদিয়া ফেলিল—কামিনীর

বক্ষঃস্থল নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। এমন সময়ে আর একটী ভদ্রা স্ত্রী, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই তথায় দাঁড়াইলেন, কামিনীর কান্না শুনিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু কষ্ট হইল, তাই আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘর কোথা গা? তুমি কাঁদ কেন বাছা? কামিনীর কণ্ঠরোধ হইল, কিছু বলিতে পারিল না। ইচ্ছা বলে কিন্তু শক্তি কোথা? ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর দিকে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল, চখে জল এত অধিক যে, সে স্ত্রীলোকটীকে সম্পূর্ণ দেখিতে সমর্থ হইতেছে না। কিন্তু নকাগতা স্ত্রীলোক অঞ্চল দ্বারা কামিনীর চখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেন কাঁদ দিদি?

কামিনীর সঙ্গের স্ত্রীলোকটী আধ ক্ষ্যাপা। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছে। কারণ পয়সা পাইলেই প্রস্থান করে। সে কামিনীর দুঃখের বিষয় কিছুই ভাবিতেছে না।

বড়বউ।

অতঃপর কামিনী অনেক কষ্টে অনেক যত্নে মন স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা এখানে খুন হয়েছে? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, হাঁ খুন হয়েছে। বিনোদ নামে কে একজন, বামুনদের বড়বউকে খুন করেছে। কেন? তোমার সে সব খবরের দরকার?

কামিনী কাঁদ্ব কাঁদ্ব হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা যে খুন করেছে সে এখন কোথা? স্ত্রীলোকটী চমকিত হইলেন এবং বলিলেন, কেন গা তুমি কি তার কেহ হও?

কামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি তাঁর পরিবার। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী বলিলেন, যেমন অদৃষ্ট তোমার দিদি! কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, পুলিসে গিয়াছেন? স্ত্রীলোকটী বলিলেন, হাঁ পুলিসে এই মাত্র গিয়াছে।

কামিনী। পুলিস কত দূর?

কামিনীর সঙ্গের মেয়ে লোকটী বিরক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে মনে ভাবিল, বুঝি বা কামিনীর

সঙ্গে তাহাকে পুলিস পর্য্যন্ত যাইতে হয়; এই ভাবিয়া সে বলিল, না বাছা! আমার পয়সা দেবে তো দাও, আমি ঘরে যাই। পুলিস টুলিসে আমি যেতে পারবো না। ভদ্রাস্ত্রীলোকটী একটু কুপিতা হইয়া বলিলেন, তুই কেমন মাগী গা? লোকের দুঃখের সময় বুঝিস্ না?

মেয়ে লোকটী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, তুমি কেমন ভদ্রলোকের মেয়ে গা। পয়সা বুঝি তা বলে চাইব না?

ভদ্রস্ত্রী বলিলেন, পয়সা না হয় একটু পরে নিস্? সঙ্গে করে এনেছিস্, বউ মানুষকে ফেলে কোথা পালাবি? মেয়ে লোক বলিল, পালাব কেন? আমার পয়সা না পেলে আমি ছাড়বো না।

ভদ্র-স্ত্রী বলিলেন, পয়সা কি আর পাবি না নাকি?

মেয়ে। তা আমি কি জানি? পয়সা না দেন, বলুন না কেন, আমি চলে যাই? ওঁর ধর্ম্ম ওঁর কাছে।

বড়বউ।

ভদ্র-স্ত্রী। আরে কোথাকার মাগী তুই? ক পয়সা?

কামিনী। পয়সা আমার কাছে তো নাই। তা না হয় একটী মাকৃড়ি নিয়ে যা।

কামিনীর তখন সোনার মাকড়ির প্রতি মায়া নাই। সোনার আদর সে সময় চলিয়া গিয়াছে। কামিনীর কাছে তখন সোনা ও কুটার এক দর। কামিনী মাকড়ি খুলিয়া দিতে যাইতেছিল দেখিয়া, ভদ্র-স্ত্রী বলিলেন ক পয়সা বাছা! তোমরা আমাদের বাড়ী চল, আমি না হয় পয়সা দিব। ইহা শুনিয়া সে মাগী বলিল না বাছা! আমি আর কোথাও যেতে পারবো না।

ভদ্র-স্ত্রী একটু কুপিত-স্বরে বলিলেন, যা মাগী যা পয়সা পাবি না। লোকের বিপদ বুঝিস্ না—কার ও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস!

মেয়ে লোকটী তখন দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, তুই কে লো! তোর পয়সা চাই না। তোর কি এলেক্কা রাখি লা! চুপকর গাল শুনবি?

তখন কামিনী বলিল, পয়সা আমার কাছে তো নাই, বাড়ীতে ঠাকুর মার কাছে নিস্ না। না হয় এই মাকড়িটী নিয়ে যা। এই বলিয়া কামিনী মাকড়ি খুলিতে লাগিল। পূর্ব্বে শীঘ্রই মাকড়ি খুলিতে পারিত, আজ মাকড়ি খুলিতে বড় বিলম্ব হইতেছে। অনেক টানাটানি করিতে করিতে কাণ ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রক্ত দেখিয়াও মাগীর দয়া হইল না। আট পয়সার পরিবর্ত্তে সাত আট টাকার মাকড়ি পাইবে তাই আজ মহা আনন্দ। কামিনীর কাণে রক্ত দেখিয়া ভদ্রাস্ত্রী আপনি আসিয়া মাকড়িটী খুলিয়া দিলেন। কামিনী মাগীর হাতে মাকড়িটী দিয়া বলিল, তুই কি এখনই যাবি? মাগী বলিল, আমার ছাগল, গরু সব মাঠে, আমি না গেলে চলবে কেন বাছা! এই বলিয়া মাগী চলিয়া গেল।

পরে ভদ্র-স্ত্রীর সঙ্গে কামিনী যাইতে যাইতে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আমার স্বামীর দশা কি হবে? এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ভদ্র-স্ত্রী তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে বুঝাইতে আপনার

বড়বউ।

বাটীতে লইয়া গেলেন। কামিনী আস্তে আস্তে পা ফেলিতে ফেলিতে পঁহুছিল। ভদ্র-স্ত্রীর নাম গোলাপ। গোলাপ কামিনীকে অনেক যত্নে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কামিনীর হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইল না। কামিনী একটী নিভৃত কক্ষে গোলাপের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

কামিনী। পুলিসে কোথায় আছেন?

গো। জেলে বোধ হয় আছে?

কা। জেলে বড়ই কষ্ট?

গো। তা তো হবেই? পাপের ফল ভোগ তো চাই।

কা। পাপের ফল কি সকলেই ভোগ করে?

গো। ইহকালে না করুক পরকালে নিশ্চয়ই।

কা। খুনের বিষয় আপনি কিছু জানেন?

গো। বিনদ খুন করেছে এই জানি।

কা। কেন? কি জন্য?

গো। তোমার স্বামীর চরিত্র কি প্রকার বোধ হয়।

কা। দেবতার মত।

গো। তবে খুন করিল কি প্রকারে?

কা। তিনি খুন করেছেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

গো। তবে কি সব মিথ্যা? তা হলে ওদের বড়বউ কোথা? লাস অবধি যখন বেরিয়েছে তখন তো মিথ্যা হবার যো নাই।

কা। যিনি মশা ছারপোকাটী পর্য্যন্ত মারিতেন না, তিনি একটী মানুষ কি প্রকারে মারিলেন ইহাই আশ্চর্য্য! বলিয়াই কামিনী শোক বেগে অধীরা হইয়া পড়িল।

গো। কি জানি বাছা। ভগবান্ জানেন।

কা। পুলিস এখান হতে কত দূর—জেলই বা কত দূর?

গো। পুলিশ দুক্রোশ, জেল বোধ হয় তিন ক্রোশ। কেন?

কা। আমি সেখানে যাব।

গো। একলা?

বড়বউ।

কা। কাজে কাজেই।

গো। না অমন কাজ ক'র না। বউ মানুষ—সমস্ত বয়েস, ওসব কাজ করতে নাই।

কামিনী অনেক কষ্টে দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, সরল ভাবে গোলাপের সহিত কথা কহিতেছিল, কিন্তু এবারে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার যে প্রাণ কেমন ক'রছে আমার যে কিছু ভাল লাগে না।

গোলাপের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। গোলাপ বলিলেন, কি করবে বল। এই যে এত লোক বিধবা হয়ে রয়েছে। মানুষের কি সব দিন সমান যায় ভাই।

কা। আমি সব জানি, কিন্তু আমার প্রাণ যে বুঝে না—আমার যদি মরণ হয় তো বাঁচি। এই বলিয়া কামিনী কাঁদিতে লাগিল।

গো। পুলিসে গিয়ে তুমি কি করিবে?

কা। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবো।

গো। যদি দেখা করতে না দেয়।

কা। প্রাণ রাখিব না।

গো। আচ্ছা, আজ তো আর বেলা নাই, কাল যা হয় হবে। আমাদের কর্ত্তা বাটীতে এলে খবর লওয়াব—তোমার স্বামী কোথায় আছে; তার-পর তুমি যেও।

দুঃখের সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কামিনী গোলা-পের বাড়ীতে দুই দিন অতিবাহিত করিল—দুই দিন আজ কামিনীর পক্ষে দুই বৎসর। স্বামী জেলে আছেন, শুনিয়া কামিনীও জেলে থাকিবে এই স্থির করিল। হিন্দু-রমণীর লজ্জাজড়িত হৃদয়ে সাহসের ভর হইল। 'স্বামীর যে অবস্থা স্ত্রীরও সেই অবস্থা হউক', এই ভাবিয়া কামিনী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। হাতে দুই গাছি সোণার বালা ছিল, তাহা গোলাপকে দিয়া একখানি বসন ভিক্ষা করিয়া লইবে মনে মনে এই স্থির করিল।

তৃতীয় দিবসের প্রাতে, কামিনী গোলাপকে বলিল, আমি আর এখানে থকিব না। তুমি

বড়বউ।

আমার এই বালা দুগাছি নিয়ে একখানি মলিন কাপড় দাও তো বাঁচি।

গো। কেন? মলিন কাপড় কেন?

কা। ভাল কাপড় আর পরিব কেন?

গো। বালা আমায় দিতে চাও কেন?

কা। আমি নিয়ে কি করিব! সঙ্গে থাকিলে রাস্তায় নানা বিপদ হ'তে পারে।

গো। তবে তুমি কি নিশ্চয়ই যাবে?

কা। হাঁ নিশ্চয়ই যাব।

গো। সেখানে অনেক সাহেব আছে, যদি কোন বিপদ ঘটে?

কা। এর চেয়ে আর কি বিপদ্ আছে?

গো। তোমার এখন অল্প বয়স, তাই বলি যদি কেউ কিছু—।

কা। কার সাধ্য। যতক্ষণ জীবন থাকিবে ততক্ষণ কার সাধ্য—আমায় ধর্ম্মভ্রষ্টা করে।

গো। তা যা হয় করগে। বালা পেট কাপড়ে রেখে দিও। আমি ময়লা কাপড় একখানি দিচ্চি।

কামিনী ময়লা কাপড় পরিয়া বাহির হইল। কামিনীর সে লজ্জা আর নাই—সে ঘোমটা আর নাই—কামিনী যেন আজ পুরুষের সাহসে সাহসী। একি! কামিনীর নারী প্রকৃতি কোথায়? কামিনী কোন্ সাহসে নির্ভর করিয়া আজ একাকিনী কারাগারে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল, তাহা ঈশ্বর জানেন। কামিনী আজ উন্মাদিনী—কামিনীর কবরীর সে শোভা কই? কামিনীর সে কুলবধূর লজ্জা সজ্জা কোথায়?

কামিনী একাকিনী পথ হাঁটিতে হাঁটিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, হাসিতে হাসিতে চলিয়াছে। কামিনীর দুঃখের উপর একটু সুখের ছায়া পড়িয়াছে। কেন সুখ? না স্বামীর সহিত দেখা হইবে, স্বামীর সহিত মরিবে। স্বামীর জন্য সতী যখন প্রাণ দেয় তখন তার একটু আনন্দ হয়—দুঃখের উপর একটু সুখ হয়। আর একটী কারণ—কামিনী আজ প্রেমোন্মাদিনী; যদি সতীত্ববল থাকে তো, নিশ্চয়ই বিপদ্

কাটিয়া যাবে, সেই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছে।

কামিনী প্রথমে পুলিসে যাইল। সেখান হইতে জেলে যাইল। জেলদারোগার অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। জেলদারোগা এক জন ইংরাজ। কামিনী পাগলিনীর ন্যায় সাহেবের নিকট যাইয়া প্রথমে দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব মনে মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। সাহেব কামিনীর সু শ্রী দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। সাহেবের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। অনেক ফিরিঙ্গিনীর সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল কিন্তু কেহ পসন্দ করে নাই। সাহেব ভাবিল, বুঝি এ স্ত্রীলোক তাহাকে স্বয়ংবর করিতে আসিয়াছে। সাহেব একটু চোক ঘুরাইয়া, পোড়ার মুখে একটু পোড়ার হাসি হাসিয়া বলিল, কে টুমি? কি চাহি?

কা। আপনি কি জেলখানার কর্ত্তা?

সা। খানা খাইয়াছে আমি। খানা কেন? খাবেন টুমি।

কা। যিনি খুন করেছেন তিনি কোথায়?

সা। জেলের ভিটরে আছে। কেন গা?

কা। আমি তাঁর স্ত্রী। তাঁর সহিত দেখা করিব।

যে প্রকার গম্ভীর ও কাতর স্বরে কামিনী এই কথা বলিল সে গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সাহেবের মনে সদ্ভাবের সঞ্চার হইল; সাহেবের নিকৃষ্ট ভাব মন হইতে দূরে পলায়ন করিল।

কামিনী আগে সাহেব দেখিলে ভয় পাইত। আজ আর ভয় নাই।

সা। অমনি দেখা করিতে পাইবে না। কিছু টাকা চাই।

কা। কত টাকা?

সা। টা টুমি কট পার?

কামিনী দুই গাছা বালা দেখাইল। সাহেব সে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, আচ্ছা. ডাও ডেখি। কামিনী দুইগাছি বালা সাহেবকে দিলে, সাহেব জেলের ভিতর লইয়া বিনোদের স্থান দেখাইয়া দিল।

বড়বউ।

নিকটে একটি ঘরে বিনোদ সামান্য শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী, স্বামীর সে শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মৃতচেতন প্রায় হইল। দুঃখে—শোকে—মনস্তাপে কামিনীর সরল প্রাণ কাঁদিতে লাগিল;—মন যেন খালি—প্রাণ যেন শূন্যে—চিন্তা ভাবনা সব যেন কোথায় পলাইল। প্রস্তরের মূর্ত্তির ন্যায়, কামিনী সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কামিনীর মাথা হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত সব নিস্তব্ধ—নিশ্বাস বোধ হয় বদ্ধ হইয়াছিল—শরীরের রক্ত প্রবাহও বোধ হয় একটু আস্তে আস্তে বহিতে লাগিল; কেবল দুটী চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। চক্ষের জলের অন্তরালে কামিনী রহিল আর স্বামীকে দেখিতে পাইল না। দেখিবে কি? স্বামীর সে সুন্দর দেহ, সে জ্যোতিঃ আর নাই। মস্তকের চুলে ধুলা—গায়ে ধুলা। কামিনী কিয়ৎকাল এই প্রকারে দাঁড়াইয়া পরে অনেক যত্নে শোক সংবরণ করিয়া স্বামীর দিকে যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পা আর উঠে না—শক্তি

আর নাই; স্বামীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সতীর শক্তি লোপ পাইয়াছে। অবশেষে আস্তে আস্তে বিনোদের নিকটে যাইতে লাগিল। অন্যান্য কয়েদীরা সেই রমণীর দিকে একদৃষ্টে কুভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল, কামিনী তাহা দেখিল না—কামিনীর মনে নাই সে কোথায়—কামিনীর মনে নাই যে, সে এখন জেল-খানায়। কামিনী সে স্থানে স্বামীকে দেখিয়া মনে করিল, বুঝি এই স্বর্গ। সেখানে যে বদমাইস লোক থাকে সে ভাব কামিনীর মনে আর আসিতে পারিল না। এক পা এক পা করিয়া কামিনী যাইতে লাগিল। ক্রমে শয্যার নিকট যাইয়া বসিল। বিনোদের এই সময় বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন তার স্ত্রী তার কাছে আসিতেছে—আসিয়া তার কাছে বসিয়াছে। বিনোদ এই প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে—এমন সময়ে কামিনী অঞ্চল দ্বারা গায়ের ধুলা ঝাড়িতে লাগিল। তার পর গায়ে হাত বুলা-ইতে লাগিল। কোমল করস্পর্শে বিনোদের তন্দ্রা

ভঙ্গ হইল। বিনোদ তন্দ্রাভঙ্গ হইয়া চক্ষু চাহিতেছে না—চক্ষু চাহিতে আর ইচ্ছা নাই,—কারণ কামিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল—ইচ্ছা আবার ঘুমাইয়া কামিনীকে দেখে। এমন সময়ে এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু বিনোদের পৃষ্ঠে পড়িল। বিনোদ চমকিত হইল, জাগিয়া উঠিল—চক্ষু খুলিল। সম্মুখে কামিনীর মত কে? বিনোদ ভাবিল, বুঝি আবার স্বপ্ন দেখিতেছে—স্বপ্ন ভাবিয়া কামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল, তুমি কি আমার কামিনী? না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। কামিনী কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কি কথা কহিবে কিছু স্থির করিতে পারিল না। বিনোদ আবার বলিল, তুমি কি সত্যের কামিনী না স্বপ্নের কামিনী? এই সময়ে কামিনীর চক্ষু দুটী জলে ভাসিয়া গেল, এবং বিনোদের বক্ষে অশ্রু বিন্দু বিন্দু পড়িতে লাগিল। কামিনী অজ্ঞানের ন্যায়—পাগলিনীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে বিনোদের বক্ষে পতিত হইল। তখন বিনোদের সংজ্ঞা হইল—তখন বিনোদ বুঝিতে

পারিল যে, স্বপ্ন নয় ;—এ আমার প্রাণেশ্বরী—এ আমার জীবনের জীবন কুম। বিনোদ কাঁদিয়া ফেলিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কুম! তুমি এখানে কেন? কুমধন! তোমার সঙ্গে যে আমার আর দেখা হবে তা জানিতাম না, হা ঈশ্বর! তুমি কি সব দেখছ না? তুমি যে দয়ার সাগর! তুমি কি বলিবার প্রাণের কষ্ট বুঝিতেছ না? ঈশ্বর হে! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার রাজ্যে এত কষ্ট কেন? তুমি না দয়াময়? না আর দয়াময় বলবো না ; বিনোদ কামিনীকে বক্ষে ধরিল— কাঁদিতে কাঁদিতে স্ত্রীকে একটী চুম্বন করিয়া ভাবিল 'পৃথিবীতে স্ত্রী কি সামগ্রী' আবার ভাবিল, এ স্ত্রীকে কি প্রকারে ফেলিয়া যাইব! হা ঈশ্বর! তুমি কি আমাদিগকে রক্ষা করিবে না? আমার কামিনী কি বিধবা হবে? আমি নির্দোষী, আমি কিছু জানি না। রক্ষা কর, কামিনীকে বিধবা করিও না।

পাঠিকা! কামিনীকে বিনোদের কাছে রাখিয়া চল।

বড়বউ।

১৫

জ্যৈষ্ঠ মাস। সমস্ত রাত্রি জল ঝড় হইয়াছে। মাঠে জল দাঁড়াইয়াছে। চাস দেওয়া যায়। রাম গ্রামের সন্নিকটে বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখ। ভোর বেলায় একজন কৃষক লাঙ্গল ঘাড়ে লইয়া, দুটী হেলে গরুর লেজ মলিতে মলিতে, হেট্ হেট্ করিতে করিতে, এবং গরু দুইটিকে নানা প্রকারে মধুর গালি দিতে দিতে চলিয়াছে। কৃষকের নাম রামা। রামা রামগ্রামের একজন কায়স্থ জমিদারের চাকর। জমিদারের গরু লইয়া জমিদারের জমি চসিতে যাইতেছে। ভোর বেলা। অন্ধকার আছে। আকাশে মেঘও রহিয়াছে। রামা অগ্রে যাইতেছে পশ্চাতে কিছু দূরে রামার মনিবও আসিতেছে। চলিতে চলিতে রামা থমকিয়া দাঁড়াইল কেন? রাস্তার পার্শ্বে ঘাসবনে কি একটা বুঝি পড়িয়া আছে! রামা দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। কাদা মাথান একটী লম্বা পানা কি? রামা ভাবিল, বুঝি কেহ মড়া ফেলিয়া গিয়াছে।

এই স্থির করিয়া দুরে দাঁড়াইয়া সেই পদার্থের উপর একটী মাটির ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলিল। তারপর পাঁচন বাড়িটী দিয়া খোচা মারিতে লাগিল। এমন সময়ে মনিব নিকটে আসিয়া বলিল, 'কিরে রামা?' রামা বলিল, মহাশয়! কি একটা পড়ে রয়েছে, বোধ হয় মড়া, দেখুন দেখি। তখন মনিব বিশ্বম্ভর মিত্র দেখি দেখি বলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। একদৃষ্টে বিশ্বম্ভর সেই পদার্থটীর দিকে চাহিয়া রহিল; এদিক ওদিক দেখিতেছে, এমন সময়ে আর একজন কৃষক সেইখানে আসিল। তাহাকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর বলিল, ওরে দেখ দেখি এটা মরা না জীয়ন্ত;—আমার বোধ হয় জীয়ন্ত। দ্বিতীয় কৃষক দেখিয়া বলিল, মহাশয় এটী মরা, এই কতক্ষণ মরিয়াছে। বিশ্বম্ভর বলিল, সেকি রে! কেউ খুন করে নাই তো!

কৃষক। তাই হবে মশাই।

এই সময়ে আলোক হইল। পদার্থটী বেশ দেখা যাইতে লাগিল! ইত্যবসরে আর একজন

বড়বউ।

কৃষক আসিয়া বলিল, মহাশয় গো! শেষ রাত্রে একটা মানুষের শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, সে বোধ হয়, এই মানুষটী। বিশ্বম্ভর বলিল, কি প্রকার শব্দ? তৃতীয় কৃষক বলিল, বাবা গো গেলুম গো, বাবা গো, গেলুম গো দুইবার এই প্রকার শব্দ হইয়াছিল।

বিশ্ব। তুই উঠে এলিনা কেন?

কৃষক। ভয় হোল যদি আমায় মেরে ফেলে।

এই সময়ে একজন সাপুড়ে রোজা সেই স্থানে আসিল। আসিয়া বলিল, মহাশয়, এ যে জাত, সাপে কামড়েছে।

বিশ্ব। দেখ, দেখ, ভাল করে দেখ।

সাপুড়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বলিল, মহাশয় দেখুন, একটু একটু নিশ্বাস পড়্‌ছে, ভয় নাই, বিষ এখনও মাথায় উঠে নাই, বোধ হয় গোখুরা সাপে কাম্‌ড়েছে, আপনারা দাঁড়ান, আমি ঐ জঙ্গল থেকে একটী ঔষধ আনি। এই বলিয়া সাপুড়ে চলিয়া গেলে, সকলে সেই হতভাগিনী সরলার নাকের

নিকট হাত দিয়া নিশ্বাস অনুভব করিতে লাগিল। সাপুড়ে একটী শিকড় আনিয়া সরলার গায়ের চারিদিকে বুলাইতে বুলাইতে মন্ত্র বলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাও খবর পাইয়া সেখানে আসিয়া জনতা করিল। সাপুড়ে অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। সাপুড়ের ঔষধের গুণে বিষ আর উঠিতে পারিল না বটে, কিন্তু সরলার সংজ্ঞালাভ হইতেছে না। ভগবান্! সরলাকে রক্ষা কর। সরলার মা বাপ নাই, সরলা সংসার-সাগরের জলে ডুবিয়া যায় যে! বেলা প্রায় আটটা বাজিল তবুও রোগী ভাল হইতেছে না, দেখিয়া সকলে মনে করিল, এ আর মিছা চেষ্টা করা। এই ভাবিয়া অনেকে প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু সাপুড়ে বলিল, আপনারা আর একটু থাকুন, আমি আর একটা ঔষধ খুঁজে এনে দেখি।

বিশ্বম্ভর বলিল, কেহ না থাকে আমি এখানে

বড়বউ।

রহিলাম, তুমি ঔষধ আনিয়া বাঁচাও, আমি তোমায় পুরস্কার দিব।

সাপুড়ে ঔষধ খুঁজিতে গিয়াছে, এমন সময়ে এক-জন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, দাড়িটি অতিশয় লম্বা, বুকে আসিয়া পড়িয়াছে। দেখিতে গৌরাঙ্গ। আসিয়াই বলিলেন, কেয়া হুয়া হ্যা। বিশ্বম্ভর বলিল, সাপ কামড়ায়া, বিশ্বম্ভর হিন্দি জানিত না।

সন্ন্যাসী অমনি আপনার ঝুলি হইতে একটী শিকড় বাহির করিয়া বলিলেন, এঠো লেকে ওসকো নাকৃমে শুঙাও এই বলিয়া, সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বম্ভর সেই শিকড় সরলার নাকের ছিদ্রের নিকট ধরিবামাত্র রোগী নড়িয়া উঠিল।

এই সন্ন্যাসী সরলার স্বামী। সরলার এ অবস্থা ঘটিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই—সে অপর স্ত্রী মনে করিয়াছিল।

বিশ্বম্ভর শিকড়টি সরলার নাকের নিকট কিয়ৎক্ষণ ধরিবামাত্র সরলার চৈতন্য হইল। সরলা চক্ষু মেলিল। চাহিয়া দেখিল, তাহার চারিদিকে লোক ও চারিদিকে বিস্তৃত মাঠ। চক্ষু চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু মুদিল। দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সরলা ভাবিতেছিল, মরিলাম না কেন? ঈশ্বর আবার কত কষ্ট ভোগ করাবেন বুঝি, তাই আমায় বাঁচালেন। পার্শ্বে একটী স্ত্রীলোক ছিল। বিশ্বম্ভর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ওগো তুমি এর সহিত কথা কও দেখি, আমরা একটু দূরে যাই।

এই সময়ে সাপুড়ে অন্য একটী শিকড় লইয়া আসিতেছিল। তাহাকে দূরে দেখিয়া সকলে বলিল, ভাল হয়েছে—ভাল হয়েছে—ভাল হয়েছে! সাপুড়ের মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সরলার কাছে গেল। গিয়া হাত দেখিয়া বলিল, আর ভয় নাই। সরলা আপনি উঠিয়া বসিল, গায়ে কাপড় অাঁটিয়া দিল, মাথায় কাপড় টানিয়া দিল। তার পর আপনার দুরবস্থার

বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোথায় গা? 'আমার বাড়ী নাই,' এই কথাটী দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে উচ্চারণ করিয়া সরলা অধোমুখে কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের মনে একটু দয়া হওয়ায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাছা তুমি কাঁদ কেন? আর তো ভয় নাই, বিষ নেবে গেছে। সরলা কাতর স্বরে বলিল, কেন আপনারা আমায় বাঁচাইলেন। মরিলে আমার ভাল ছিল।

স্ত্রীলোকটী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে কাছে আসিয়া ঐ স্ত্রীলোককে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, কি কথা বল্লে? স্ত্রীলোক বলিল, আহা বড় কাঁদ্‌ছে গো। বিশ্বম্ভর বলিল, আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এস। স্ত্রীলোকটী যাইয়া সরলাকে বলিল, মা আর কেঁদ না, আমার সঙ্গে এস।

সরলা বলিল, কোথায় যাইব? এখানেই

থাকি। স্ত্রীলোক বলিল—এখানে মাঠে থেকে কি হবে? বেলা হয়েছে। ভদ্র লোকের বাড়ীতে চল।

সরলা। কোথা?

স্ত্রীলোক। যে তোমায় বাঁচিয়েছে তার বাড়ীতে। সরলা ভাবিল, আবার যদি তাড়ায়ে দেয়—তো কি হবে। তারপর ভাবিল, তা দেয় দেবে—যাই। এই ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, সরলার গায়ে পায়ে বড় বেদনা হইয়াছে; যাহা হউক আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে গেল। বিশ্বম্ভরের স্ত্রীর নাম কুসুম। কুসুম বিশ্বম্ভরের আদেশ অনুসারে সরলার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

[নূতন ও পুরাতন।]

নূতন কে না চায়? নূতনে সুখ—পুরাতনে অসুখ। যাহা নূতন তাহা মধুর, যাহা পুরাতন তাহাতে দুঃখ—তাহাতে বিরক্তি, তাহাতে অরুচি। বালক পুরাতন পুস্তক পড়িতে—পুরাতন দোয়াতে, পুরাতন কলমে, পুরাতন কাগজে লিখিতে চায় না; সে সব নূতন চায়। বালিকা খেলাঘরে রাঁধিতে—বউ বউ খেলিতে—কোমরে কাপড় বাঁধিয়া চক্ষে কাপড় জড়াইয়া খেলিতে দৌড়াইতে, জড়াজড়ি করিয়া সহচরীদিগের গায়ে পড়িতে ভালবাসে—কেন না এ সব নূতন। কিন্তু চিরকাল কি ভাল বাসে? না—যতদিন নূতন থাকে ততদিন ভাল বাসে। বৃদ্ধ নূতন গাছের নূতন ফল খাইতে কত ভাল বাসে? সে ফলটীর দিকে সর্ব্বদা নজর রাখে কেন না এ নূতন। গর্ভিণী—প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া ক্লান্ত শরীরে সন্তান প্রসবের পর, মনে মনে কত হাসে—মনে মনে কত সুখস্বপ্ন দেখে—নূতন সন্তান

দেখিয়া প্রসব যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। প্রসব যন্ত্রণাকে সুখের যন্ত্রণা বলিয়া বোধ করে কেন? না নূতন বলিয়া। যুবক যুবতী সকলেই নূতনের জন্য ব্যস্ত রহিয়াছে। নূতন যুবা নূতন ধরণে—নূতন রকমে—চলিতে বলিতে ভাল বাসে। যুবতী নূতন কাপড়, নূতন গহনা পরিতে ভাল বাসে, স্বামীকে রোজ রোজ নূতন ভাবে আদর করিতে, নূতন সাজে সাজাইতে ভাল বাসে। দুই একটী মানুষের কথা বলিলাম। এখন প্রকৃতির একটা কথা বলি।

পৃথিবী বুড়ী এক ঋতু ভাল বাসে না; দুই মাস অন্তর নূতন নূতন ঋতু চায়। কয় মাস শীতে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া মরিয়াছেন—রৌদ্র পোহাইবার বড় সাধ হইয়াছে; গ্রীষ্ম আসিয়া গায়ে আগুণের তাপ দিবে, গাছের পাতা পুড়াইয়া দিবে, লতার মাধুরী নষ্ঠ করিবে, ফুল গাছের ফুল ফুটিতে দিবে না—ঝড়ে ছিঁড়িয়া দিবে—আগুণে ঝলসাইয়া ফেলিবে। আবার আগুণের তাপে মাথা তাতা-

হবে, বরফ গলাইবে, নদী শুকাইবে, আর মনের সাধে কোকিল পাপেয়ার গান শুনিবে। পুড়িয়া মরিবেন তবু গান শুনাটা চাই। কেন না এ সব নূতন। এক নূতন ফুরাইল আবার নূতন আসিল। গায়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য মেঘ গর্জ্জনের আজ্ঞা প্রচারিত হইল; মুষল ধারে অমনি জল পড়িতে লাগিল। পৃথিবী রাণীর গায়ের তাপ জুড়াইল অঙ্গ সুশীতল হইল;—গাছে ফুল ফুটিল, মাঠে ধান গাছের সারি বসিল, চাষারা নূতন আনন্দে মাতিয়া চাস করিতে লাগিল। এখন পৃথিবী বুড়ীর আবার নূতন সাধ, কোকিল পাপেয়ার গান আর ভাল লাগে না, ব্যাঙের কঁ্যা কোঁ কঁ্যা কোঁ গান শুনিতে বড় সাধ জন্মিল। ডোবায় ডোবায়, পুকুরে পুকুরে, খালে বিলে, জঙ্গলে, ব্যাঙ মহা আনন্দে গান গাহিতে—রাগিণী ভাঁজিতে লাগিল। গ্রীষ্মকালে নদীও সরোবরের জল কেমন সুন্দর ছিল, কেমন স্বচ্ছ ছিল! আহা! বুড়ীর কি নূতন সাধ, সে আর ভাল লাগিল না, পুরাতন বলিয়া অরুচি হইল;

কাদা মাখাইয়া জলটাকে ঘোলা করিয়া ফেলিল। আগে চন্দ্রসূর্য্য সে জলে মুখ দেখিত, কিনারায় গাছপালা গুলির ছায়া সকল জলের ভিতরে কেমন হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত ;—পৃথিবী বুড়ীর তাহা আর ভাল লাগিল না, নূতনের সাধ হইল—অমনি জলে কাদা ঢালিয়া সে সব বন্ধ করিয়া দিল। আকাশ, সব সময়ে গায়ের সব জায়গায় এক রং মাখিতে ভালবাসে না, কখন নীল—কখন সাদা—কখন কাল—এই প্রকার কত প্রকার রং মাখিয়া সং সাজিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ কেমন সুন্দর কেমন মধুর! কিন্তু হলে কি হয়, আকাশ রোজ রোজ নূতন চায়, তাই এক দিন কাস্তের মতন, এক দিন রূপার থালের মত চাঁদ-খানিকে বুকে করে, আবার আর এক দিন চাঁদকে বুকে উঠিতে দেয় না, কেবল ছোট ছোট তারা-গুলিকে লইয়া আদর করে।

নূতন স্বামী, নূতন স্ত্রী নূতন প্রেমে ডুবিয়া ডুবিয়া প্রেম সরোবরে সুখের কত নূতন নূতন ঢেউ

বড়বউ।

দেখে, কত সোণার পদ্ম গড়িয়া তাহাতে ভাসাইতে যায়। নূতন স্ত্রীকে, নূতন স্বামী নূতন নূতন ধরণে আদর করে, আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে, বক্ষে ধরিয়া পুরাতন পৃথিবীতে ক্লান্ত শ্রান্ত জীবনের শ্রান্তি দূর করে। নবীনা প্রিয়তমার সুন্দর-কোমল-মধুর অধরে হাসির তরঙ্গ দেখিয়া, সুন্দর কপোলে ক্ষরিত স্বেদ বিন্দুকে মুক্তা মনে করিয়া, মৃগনয়নের চঞ্চলতায় নূতন নূতন নৃত্য অবলোকন করিয়া, নূতন স্বামী সুখের সাগরে ভাসিতে থাকে। নবীনা যুবতী স্বীয় নব প্রস্ফুটিত যৌবনের কত আদর করে, গোপনে কতবার চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া মুচকিয়া মুচকিয়া হাসে। কেন?—না সব নূতন। নূতনের এত আদর; নূতনকে লইয়া সকলে ব্যস্ত। নূতন জামাইয়ের বা নববধূর কত আদর, কত যত্ন; আর পুরাতনকে কেহই চায় না।

যদি জিজ্ঞাসা কর নূতন দেখ কাকে? তাহা হইলে উহার উত্তর এই যাকে ভালবাসি, তাকে নূতন দেখি, আগে ভালবাসি পরে নূতন দেখি,

যাহাকে ভালবাসি তাহাকে রোজ নূতন দেখি। ভালবাসা হইতে নূতনত্ব; ভালবাসা পুরাতন হইতে দেয় না। যাহা পুরাতন, ভালবাসা তাহাকে নূতন করিয়া গড়ে। যতদিন নূতনত্ব ততদিন ভালবাসা, যতদিন ভালবাসা ততদিন নূতনত্ব।

সরলা বিশ্বম্ভরের বাটীতে নূতন আসিয়া দিন কতক খুব যত্ন পাইয়াছিল। পরে যত দিন ফুরাইতে লাগিল, পুরাতন হইতে লাগিল, ততই আদর কমিতে লাগিল। শেষ আদরের গুঁড়ো-গাঁড়া পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গেল, অনাদরের রাশি আসিয়া সরলাকে আদর করিতে লাগিল। অবশেষে কি হইল পাঠিকা কিছু পরে জানিতে পারিবেন।

১৬

কামিনী বিনোদের নিকট কি করিতেছে এক-বার দেখিতে যাই চল।

ঐ দেখ সজলনয়না পতিপ্রাণা আত্মজ্ঞান হারা-ইয়া, সরমের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, স্বামীর

বড়বউ।

মুখ-সুধাকর দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠিতেছে এবং স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থার ভীষণতা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছে। দুরাদৃষ্ট রাক্ষস তাহার স্বামীকে গ্রাস করিয়াছে; সে যেন হাঁ করিয়া কামিনীকে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে! কামিনী যেন বলিতেছে আমায় খাও কিন্তু স্বামীকে খাইও না, স্বামীকে ছাড়িয়া দাও।

কামিনী বিনোদের বক্ষে মাথা রাখিয়া, চক্ষের জলে বিনোদের বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। বিনোদের আত্মা তখন কোথায়? অনন্ত কাল স্থায়ী আত্মাও যেন আপনার মৃত্যু সম্মুখে দেখিতেছে, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! বিনোদ ও কামিনী, আজ পৃথিবীর বিষ, পৃথিবীর জ্বালা যন্ত্রণার ভীষণ পরাক্রম সহ্য করিতেছে। পৃথিবী আছে কি ধ্বংস হইয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে, কি বন্ধ হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। অনেক ক্ষণ পরে বিনোদ ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কুমো! কা—মি—নী ধন! প্রাণ যে যায়।

এই কয়টী কথা কামিনীর হৃদয়ে বিষাক্ত তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইল, কামিনী ঘাড় তুলিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, দুঃখ গলা টিপিয়া ধরিল; কেবল বিনোদের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং চক্ষু দিয়া জলের স্রোত বহিতে লাগিল।

বিনোদ কিছু ক্ষণের জন্য হৃদয়ে বল বাঁধিয়া, কামিনীর অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, স্থির হও দুটো কথা বলি। কামিনী! একবার কথা কও, একটু স্থির হও।

কামিনী বিড় বিড় করিয়া বলিল; বিনোদ বুঝিতে পারিল না। বিনোদ আবার বলিল, কামিনী একটু স্থির হও—কথা কও।

কামিনী অনেক যত্নে ও কষ্টে কথা কহিল,—হায়! হায়! কি কথা আর কবো?

বিনোদ। তুমি আমার জন্য আর ভাবিও না।

কামিনী। কার জন্য ভাবিব! আমার আর কে আছে?

বড়বউ।

বিনোদ। ঈশ্বর।

কামিনী। সে আর কে? আমার ঈশ্বর তো তুমি? ভগবান! অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি স্বামীকেই ঈশ্বর বলে জানি—নাথ! স্ত্রীর ঈশ্বর আর কে? কামিনী এই কয়টী কথা বলিয়া যেন পাগলিনী হইল,—ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং উপরের দিকে চাহিয়া বলিল, ভগবান! তুমি কে তা জানি না; এই জানি, স্বামীই স্ত্রীলোকের ঈশ্বর—স্বামীই দেবতা—এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে, আমায় নরকে ফেলিও, যত যন্ত্রণা দিতে হয় দিও, কিন্তু আমার হৃদয়ের ভিতরের লুকান ভাব তোমার নিকট খুলিয়া বলি, স্বামীই আমার ভগবান—তোমার মূর্ত্তি আমি এই স্বামী মূর্ত্তিতে দেখি, এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী প্রেমোন্মত্তা হইয়া স্বামীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বলিল, তুমি আমায় পৃথিবীতে কার কাছে ফেলে যাবে? তা হবে না—আমায় সঙ্গে লয়ে চল। বিনোদ কাতরস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা তাই হবে, সে তো সুখের

কথা কুমো ! তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও তাহা হইলে ফাঁসিতে মরিতে আমার আর ভয় কি !

কামিনী। ফাঁসিতে তোমার মরণ হবে কে বলিল ? ঈশ্বর যদি এ কার্য্য করেন—করুন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না, কিন্তু আমি তাঁহার বিপক্ষ হইব—তাঁহার বিরোধী হইয়া যন্ত্রণা সহ্য করিব, সে যন্ত্রণায় আমার সুখ—কেন না—সে তোমার জন্য।

বিনোদ। কিন্তু কামিনী উপায় তো নাই !

কামিনী। কেন নাই ? আমি আছি, আমার সতীত্ব আছে। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে সতীত্ব বলে বাঁচাইয়া ছিলেন, আমি কি জীবিতকে বাঁচাইতে পারিব না। ভয় নাই ! ভয় নাই ! এই দেখ, এই দেখ ! ভয় কি ? কাকে ? তুমি উঠ এখান হতে চল। আমার ঘরে আমার বুকের উপর শয়ন করিবে চল। ভয় কি ! ভয় কি ! কাকে ! সাহেবকে ? না না না। সাহেব কি করিবে ? ভয় নাই, ভয় নাই। আমার

বড়বউ।

কয়খানা হাড় আছে, এই হাড় তোমায় রক্ষা করিবে। ভয় নাই, ভয় নাই। উঠ, উঠ আমার বক্ষে এস ;—বুকে করে লয়ে যাব। ভয় কি! ভয় কি! এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী দাঁড়াইয়া উঠিল। কামিনী পাগলিনী, নাচিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, ভয় কি! ভয় কি! উঠ উঠ। আমার ঈশ্বরের অপমান করে কে? কার সাধ্য! ভয় কি! ভয় কি? এস, এস, উঠ! উঠ! বলিতে বলিতে কামিনী দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বিনোদকে একবারে বক্ষে ধরিল। অবলার শক্তি কোথা হইতে আসিল! বিনোদ অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ঘরের ভিতরে তত গোলমাল শুনিয়া জেলদারোগা সাহেব তিন চারিজন কনষ্টেবল সহিত সেখানে আসিয়া কামিনীকে সেখানে হইতে যাইতে বলিল। কামিনী কি করিবে—শ্মশানে যেন স্বামীকে নিক্ষেপ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। বিনোদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

১৭

সরলা বিশ্বম্ভরের বাটীতে যে দিন যাইল, সে দিন সকলেই হতভাগিনীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কুসুম খুব যত্ন করিল, কিন্তু সরলার মাথায় সিঁদুর দেখিয়া উহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল। তারপর কুসুম এক সময়ে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, সরলা তুমি কাদের মেয়ে? সরলা কিছু উত্তর দিলনা—মুখ হেঁট্ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কুসুম আবার জিজ্ঞাসা করিল, কেনগা মাথা হেঁট্ করলে যে? সরলা কোন উত্তর না দেওয়ায়, কুসুমের আরও কৌতূহল হইল এবং আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাপের বাড়ী কোথায়? সরলা চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। কুসুম বুঝিল সরলা দুশ্চরিত্রা, নিজের দুষ্কর্ম্মের বিষয় ভাবিয়াই কাঁদিতেছে। কুসুম এবার আস্তে আস্তে বলিল, মাথায় সিঁদুর দেখে সন্দেহ হয়েছে—শুধু আমার নয়—যে তোমায় দেখিয়াছে তাহারই সন্দেহ হয়েছে। তা লজ্জা কি? বল না—কে তোমায়

এনেছিল? যেমন হঠাৎ বজ্রধ্বনি হইলে প্রান্তর-স্থিত পথিক কাঁপিয়া উঠে সরলাও সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল—সরলা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। কুসুম বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া বলিল, এ মেয়ে বড় ভাল নয়, আমি যাই, তোমরা এর মুখে জল দাও—কর্ত্তা কোথা হ'তে এক আপদ এনেছেন, যাই একবার কর্ত্তার কাছে—তিনি যে এ যুবতীকে বাড়ীতে এনেছেন, এতে যে তাঁর বদনাম হবে। এই বলিয়া কুসুম কর্ত্তার নিকট গেল।

যে সকল স্ত্রীলোকদিগকে সরলার নিকট রাখিয়া কুসুম চলিয়া গেল, তাহাদিগের মধ্যে একটী ষোড়শী ছিল। এই যুবতী বিশ্বম্ভরের বাড়ীর সন্নিকটস্থ হলধর বাবুর স্ত্রী। ইহার রূপের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কিছু গুণের পরিচয় দিই। ইহার নাম গণেশসুন্দরী। ইনি লেখাপড়া মোটামুটী শিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুস্তক পড়িয়াছেন। নানাবিধ উপন্যাস পাঠ করিয়া

পৃথিবীর গণিত এক প্রকার বুঝিয়াছেন। হৃদয়ের কুসংস্কার অনেক গিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের বহি পড়িতে, ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতার মর্ম্ম স্বামীর মুখে শুনিতে, ব্রাহ্মদিগের কথা শুনিতে বড় ভালবাসেন। ইচ্ছা ব্রাহ্মসমাজ দেখেন, কিন্তু স্বামীর সাহস তেমন নয় যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীকে ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যান। গণেশসুন্দরী বেশ কবিতা লিখিতে পারেন, গান গাহিতে এবং গান বাঁধিতেও পারেন। আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র এটী বেশ বুঝিয়াছিলেন। পরলোক আছে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু মরিলে পর স্বামীর আত্মার সহিত আপন আত্মার মিলন হইবে—কি না, এইটী সর্ব্বদা ভাবিতেন। হৃদয়ের উদারতা খুব ছিল। সকলকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, বিশেষতঃ সত্যের প্রতি এতদূর অনুরাগ ছিল যে, সত্যানুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া কখন কখন স্বামীর অবাধ্য হওয়ায় তাঁহার ভৎর্সনা সহ্য করিতেন। গণেশের স্বামীর চরিত্রে দুই একটী দোষ ছিল—কিন্তু গণেশ অনেক যত্নে সে সকল দোষ দূরীকরণ

করিয়াছিলেন। দুঃখী তাপীর সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সুখীর সহিত কি ভাবে মিশিতে হয়, তাহা গণেশ বেশ জানিতেন এবং স্বামীকে শিখাইয়াছিলেন। গণেশের স্বামী গণেশকে আপনার এক প্রকার এবং বাস্তবিক শিক্ষক ভাবিয়া গণেশকে "গুরুমশাই" বলিয়া ডাকিতেন। গণেশও তামাসা করিয়া স্বামীকে "পোড়ো মশাই" বলিয়া ডাকিতেন। গ্রামের দুঃখিনী বিধবাদিগের প্রতি গণেশের বড় দয়া ছিল, এজন্য তাহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন এবং সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। গণেশের প্রাচীনা শাশুড়ি, গণেশের এই সকল দোষ দেখিয়া, বড় বিরক্ত হইতেন এবং গণেশকে সর্ব্বদা মধুর তিরস্কার করিতেন। গণেশ মনে মনে হাসিতেন ; কিন্তু শাশুড়ির প্রতি অচলা ভক্তি ছিল।

সরলার নিকটস্থ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গণেশ সরলার চোখে মুখে জল দিতে লাগিল। অপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী (বিশ্বম্ভরের বড়

বউ) বিরক্ত হইয়া ছেলের ঘুম পেয়েছে, এই ছলনা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। চাঁপা (বিশ্বম্ভরের মেজ বউ) পান সাজিবার ছুতা করিয়া উঠিয়া গেল। কুমুদিনী ঘাটে যাইবার ছলনা করিয়া উঠিয়া গেল। আর কেহ রহিল না—কেবল গণেশ ও হতভাগিনী সরলা রহিল।

গনেশ সরলার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিল। গণেশ বুঝিল এ স্ত্রীলোক সামান্যা নহে, নিশ্চয় কোন দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে। একটু স্থির ভাবে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল আমি তোমার ছোট ভগিনী, তুমি আমার বড় দিদি, এই কথা বলিতে বলিতে গণেশের স্বর একটু কোমল ভাব ধারণ করিল এবং অবশেষে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিল, দিদি! তোমায় দেখে আমার বড় মনে কষ্ট হয়েছে। সরলা গণেশের চখের জল মুছিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি এ বাড়ীর বউ? গণেশ বলিল, না, আমার বাড়ী কাছেই।'

বড়বউ।

স। তুমি কাঁদ কেন?

গ। তোমার এ দশা দেখিয়া।

স। কাঁদলে কি আমার এ দশা যাবে।

গ। কিসে যাবে?

স। যাবার নয়। যাবার হলে ব'লতাম। সরলার কান্না আসিতেছিল—চাপিয়া রাখিল। গণেশ সরলার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিল।

গ। কেন দিদি কাঁদ কাঁদ কেন? আমার সঙ্গে তোমার আলাপ নাই। কিন্তু আমি তোমায় দেখিয়া মোহিত হইয়াছি. তোমার প্রতি আমার বড় মায়া জন্মিয়াছে।

স। সর্ব্বনাশ করিয়াছ। হতভাগিনীকে স্নেহ করিলে তোমার পাপ হইবে।

গ। ও কথা বলিতে নাই। তোমায় গুটি-কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা আছে—জিজ্ঞাসা করিব?

স। জিজ্ঞাসা কর। এই কথা বলিয়া সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

গ। দিদি ! তোমার দীর্ঘশ্বাস ও মলিন মুখ, দেখিয়া আমার বুক ফাটিতেছে। যদি পুরুষ হইতাম তা হলে, তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত ফিরিতাম।

স। ভগ্নি ! কি আর জিজ্ঞাসা করিবে ! আমার মাথায় সিঁদুর দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছে ?

গ। না এ বাড়ীর অন্যান্য লোকের যে প্রকার সন্দেহ, আমার সে সন্দেহ হয় নাই—তবে নানা প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছে। এ অবস্থায় কি প্রকারে পড়িলে ? তোমার স্বামী কোথায় ?

স। সে কথা শুনিয়া কি হবে ? তাহাতে তোমার মনের কষ্ট হবে, পরে সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে একে একে সমস্ত কথা বলিল। শেষে বলিল, বোধ হয় আমার অপঘাত মৃত্যু হইবে, আর তাঁকে দেখিতে পাইব না। এই কথা বলিয়া সরলা মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইল।

সরলার এ দশা দেখিয়া গণেশসুন্দরী দুঃখে কাতরা হইল। মনে ভাবিল, ‘হায় ! হায় ! পৃথি-

বীতে কত নারী এই প্রকার কষ্ট ভুগিতেছে। গণেশ সরলাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। এমন সময় কুসুম আসিয়া সরলার উপর যেন বজ্রাঘাতের উপক্রম করিল।

কুসুম পূর্ব্বে কর্ত্তার নিকট উঠিয়া গিয়াছিল। গিয়া কর্ত্তাকে সরলার মাথার সিঁদুরের কথা বলিয়াছিল। বিশ্বম্ভর একটু ভাবিয়া বলিল, মরাকে বাঁচাইয়াছি এই আমার পুণ্য এখন বাড়ী হইতে যাইতে বল। স্ত্রীলোকটীর চরিত্র খারাপ—কার কূলে কালি দিয়াছে। কুসুম বলিল, তাই উচিত —নহিলে তোমারই বদনাম হবে—গাঁ কেমন জান তো। কুসুম তারপর কর্ত্তার নিকট হইতে আসিয়া সরলার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল গণেশ কথা কহিতেছে। কুসুম ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সরলা সেই দিকে তাকাইল। কুসুম গণেশকে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিল, ও কোথা যাচ্ছিল যেতে বল—এ বাড়ীতে আর থেকে কাজ নাই—আর তুমি ওর কাছে থেক না, ওর স্বভাব চরিত্র খারাপ।

শুনিয়া গণেশের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। গণেশ কুসুমকে বলিল, আজকে আর বলে কাজ নাই, কাল যা হয় হবে। একটু সুস্থ হউক গায়ের বেদনা মরুক, তার পর যা হয় হবে। কুসুম ইহাতে সম্মতা হইয়া চলিয়া গেল। গণেশ সরলার কাছে আসিয়া বসিল; দুজনে সুখের দুঃখের কথা চলিতেছে, এমন সময়ে গণেশের শাশুড়ি আসিয়া গণেশকে ডাকিল, সুতরাং গণেশ আর থাকিতে পারিল না—'আবার আসিব এখন' বলিয়া চলিয়া গেল।

১৮

বিশ্বম্ভরের চারি পুত্রের মধ্যে শেষ তিন জন কলিকাতায় থাকে; বড়টী দেশেই থাকে। চরিত্র অতিশয় খারাপ। গ্রামে ও চতুঃপার্শ্বে তাহার দুশ্চরিত্রের কথা প্রসিদ্ধ। উহার নাম গোকুল। সরলাকে দেখিয়া অবধি উহার প্রতি গোকুলের লোভ জন্মিয়াছে। যখন শুনিল সরলা সিঁদুর

মাথায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তখন গোকুলের হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল,—কালসর্প হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। গোকুল ভাবিল, বাবা তাড়াতে বলেছেন কিন্তু তাড়ান হবে না, আমি উহাকে উপপত্নী করিয়া রাখিব। বাজারে একটী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিব। গোকুল অন্যান্য উপপত্নীদিগকে ভুলিয়া গিয়া—সর্ব্বদা সরলার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ গোকুল আজ রাত্রে কি সর্ব্বনাশই বাধায়! মৎস্যের প্রতি বিড়ালের যেরূপ লোভ গোকুলেরও সেইরূপ ঘটিল। গোকুল ভাবিতেছে একবার রাত্রি আসিলে হয়। কাল রাত্রি আসিল। সরলাকে আর কেহ যত্ন করে না—গণেশ সন্ধ্যাকালে একবার আসিয়া কিছু জলখাবার দিয়া দুই একটী কথা কহিয়া চলিয়া গেল। সরলা জলখাবার স্পর্শও করিল না। একমনে ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিল। সরলা যে ঘরে অবস্থিতি করিতেছে, সে ঘরটী ঠিক বাড়ীর খিড়কির দিকে।

খিড়কির দিকের বারাণ্ডার সহিত ঘরটী সংলগ্ন। সে ঘরে কেহ থাকিত না। অনেক দিন হইতে প্রবাদ সে ঘরে ভূত থাকে। সরলা সেই ভূতের ঘরে রাত্রে রহিল, একখান মোটা মাদুর ছিল, তাহারই উপর শয়ন করিল! সে ঘরে দ্বার রোধ করিবার উপায় নাই—কারণ সব দ্বার ভগ্নপ্রায়। সরলা সেই ভয়ে, গৃহের ভিতর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রায় সরলার বাহ্যজ্ঞান নাই। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে এমন সময় ঝড় বৃষ্টি আসিল। ঘরের ভিতর জলের ঝাপট যাইতেছিল, সুতরাং সরলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সরলা উঠিয়া ঘরের কোণে গিয়া বসিয়া রহিল। বায়ুর প্রবল বেগে ঘরের একটী জানালার কবাট ঝনাৎ ঝনাৎ করিতেছে। এমন সময় ঘরের ভিতর একটী মনুষ্য ছায়া দেখিতে পাওয়া গেল। সরলা দেখিয়া প্রথমে ভাবিল, এ ঘরে ভূত থাকে শুনিয়াছি এ ছায়া কিসের? এই ভাবিয়া সরলা কাঁপিতে লাগিল। ছায়াটী ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে সরলার দিকে

যাইতে লাগিল—সরলা এক দৃষ্টে দেখিতেছে। পরে দেখিল, সেই বিকট ছায়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সরলাকে ধরিতে উদ্যত। তখন সরলা বুঝিল, এ ভূত নয়—কোন দুশ্চরিত্র। গণেশ ইতঃপূর্ব্বে সরলাকে গোকুলের দুশ্চরিত্রের কথা বলিয়াছিল। সরলা তাই বুঝিতে পারিল—নাহলে ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

সরলা ঐ দুশ্চরিত্রকে নিকটে দেখিয়া বলিল, কেও ?

গো। তোমার প্রাণনাথ।

স। দুশ্চরিত্র! সাবধান! আমায় স্পর্শ করিও না।

গো। কেন প্রিয়ে! এখানে কষ্ট পাও কেন আমার বিছানায় এস। আমার স্ত্রীর অপেক্ষা তোমায় আদর করিব।

স। আমি তোমার মা—সরে যাও—বিপদে পড়েছিনু তোমরা আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ—এখন

আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে চাও কেন? ছি? ছি? তুমি আমার ছেলে—সরে যাও।

গোকুল এতদূর প্রবৃত্তির দাস হইয়াছে যে, আর কথা কহিতে পারিল না—পাগলের ন্যায় সরলাকে আলিঙ্গন করিতে যাইল। সরলা, "ভগবান রক্ষা কর," বলিয়া বারাণ্ডায় গিয়া দেখিল নিম্নে পুষ্করিণী। "অমনি জয় ব্রহ্ম—জয় ব্রহ্ম" বলিয়া বারাণ্ডা হইতে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল। ঝপাং করিয়া শব্দ হইল,—পাপিষ্ঠ আর সরলা-সতীকে দেখিতে পাইল না। তখন আর কোন গোলমাল না করিয়া, আস্তে আস্তে আপনার শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। ভাবিল কাল লাস জলে ভাসিলে সকলে বুঝিবে, আপনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

রাত্রি পোহাইল; কিন্তু বিশ্বম্ভরের বাটীর কেহ সরলাকে দেখিতে পাইল না। সকলে ভাবিল দুশ্চরিত্রা সরলা রাত্রে কোথায় পলাইয়াছে। গনেশ শুনিল 'সরলা কোথায় গিয়াছে।' শুনিয়া গণেশের মন ব্যথিত হইল—গণেশ একবার নির্জ্জনে যাইয়া

বড়বউ।

সরলার অবস্থার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল। গণেশ স্বামীর নিকট সরলার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিল, সুতরাং গণেশের স্বামীও সরলার জন্য ভাবিতে লাগিল।

১৯

হতভাগিনী সরলা পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। মরিতে ভয় নাই—বাঁচিতেও ইচ্ছা আছে। সরলা কি জলে ডুবিয়া মরিবে? জলের ভিতরে ডুবিয়া সরলা স্বামীর মূর্ত্তিখানি যেন চিত্রিত দেখিয়া ভাবিল 'জলে ডুবিয়া মরিব না, সাঁতার দিয়া উঠি—প্রাণনাথকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, কুন্দর মত মরিতে সাধ—অতএব জলে মরিব না—সাঁতার দিয়া উঠি। নাকে মুখে জল প্রবেশ করিয়াছে—সরলা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে কিন্তু সে যন্ত্রণা ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না। পাপিষ্ঠ গোকুল যদি আবার আসিয়া ধরে, এই ভাবনা আসিতে লাগিল, আর সরলা প্রাণের আশা

একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সাঁতার দিবার উদ্যোগ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরে হৃদয়ের ভিতরে যেন কে বলিল, 'ভয় নাই উঠ—আমি তোমার স্বামীকে দেখাইব।'

মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে—সেই অবস্থার পর—সেই জলের ভিতরে, সেই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে—হৃদয় প্রাণ আলোকিত করিয়া মন মধ্যে এই ভাব উঠিবা-মাত্র সরলা সাহসের বজ্র হৃদয়ে বাঁধিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। সাঁতার দিয়া তীরে উঠিল। আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র কেশে কাঁপিতে কাঁপিতে পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া গ্রামের মাঠে গিয়া পড়িল। মাঠের মধ্যে একটী উপবন ছিল সেই উপবন-নিকটে আর্দ্র বস্ত্রে বসিয়া রহিল। বসিয়াছে কিন্তু জ্ঞান নাই কোথায়। সরলার আত্মা, বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া, ভিতরের দিকে কি দেখিতে লাগিল। এই সংসারের তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণার ভিতরে কি এক সুখের প্রস্রবণ লুকান আছে, সরলার আত্মা তাহারই অন্বেষণ করিতে লাগিল। কাহাকে

দেখিবার জন্য—কাহাকে দেখিয়া জীবনের সমুদয় জ্বালা ভুলিবার জন্য, সরলাসুন্দরী পাগলিনীর মত আকাশের এক দিকে চক্ষু দুটীকে বাঁধিয়া অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিল? বাহিরের চক্ষু অসাড়—কিন্তু ভিতরের যোগ-চক্ষু তেজীয়ান—প্রস্ফুটিত। সরলা কাতর স্বরে, ভিতরের দিকে প্রেমের মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান্! দেখা দাও। দেখা কি দেবে না? পৃথিবীতে এ অবস্থায় আমায় কে রক্ষা করিবে? দয়াময় আজ দয়া প্রকাশ কর। চারিদিক আঁধার দেখিতেছি। মা আনন্দময়ি! পাপিয়সীকে একবার দেখা দে মা! আয় মা আয়! আয় আয় আয়! মাগো! এই যে—এই যে পেয়েছি—পেয়েছি পেয়েছি! জয় ব্রহ্ম! জয় ব্রহ্ম! জয় ব্রহ্ম! ওঁ ওঁ ওঁ হরি ওঁ! হরি হরি হরি হরি!!! বলিতে বলিতে সরলা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। আজ ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে—ঈশ্বর হৃদয় আলো করিয়া সরলাকে দেখা দিয়াছেন। সরলার আর বাহ্য জ্ঞান নাই। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে—দুনয়ন

বহিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। সরলার নারী জীবন সার্থক হইল—এত দিনের পর সতীত্বের পুরস্কার লাভ হইল। হৃদয় বলীয়ান্ হইল, বিশ্বাস—পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইল—সুখ দুঃখ সব সমান হইয়া গেল। পাঠিকা! সরলার মত সতী হও. ঈশ্বর দর্শন দিবেন—নারীজন্ম সার্থক হইবে।

গণেশ সরলাকে দেখিতে না পাওয়ায় বড় চিন্তিতা ও দুঃখিত ছিল। বাটীর দাসীকে চুপে চুপে বলিল, ওদের বাড়ীতে যে মেয়েটী এসেছিল সে কোথায় গেল বল্‌তে পারিস? সে কিছুপূর্ব্বে বনের ধারে দেখিয়াছিল কে একজন বসিয়া রহিয়াছে;—সরলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র দাসী বলিল, বোধ হয় যেন দেখিছি গো। গণেশ একটু চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় বল দেখি—যা দেখি চুপে চুপে—দেখিস্ ঠাকুরুণ যেন না জানতে পারেন। দাসী সেই বনের দিকে গিয়া দেখিল সরলা চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতেছে। দাসী প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সরলা চক্ষু

খুলিল। দাসী জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় কি সাপে কামড়াইয়াছিল? সরলা বলিল, হঁা আমাকেই কামড়াইয়াছিল। তুমি এখানে কেন? দাসী বলিল, তুমি এখন আর কোথাও যাইও না। আমি ফিরিয়া আসিলে যাইবে। সরলা বলিল, কেন? তুমি কোথায় যাবে। দাসী আর কিছু উত্তর না করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

দাসী ফিরিয়া আসিয়া গণেশকে বলিল হঁা—সে মেয়েটী এখনও সেখানে আছে। গণেশ বলিল, তুমি তাকে এই পত্রখানি দিবে, যদি তোমার সঙ্গে আসিতে চায় আমাদের ওই মাঠের ধারের বাগানে লইয়া আসিবে। এ কথা আর কাহাকেও বলিও না। গণেশের পত্রখানি লইয়া দাসী যাইয়া সরলাকে প্রদান করিল। সরলা পত্র পড়িল,—

দিদি!

আমি মেয়ে মানুষ, পরাধীনা। ক্ষমতা নাই। একবার যদি দয়া করিয়া আমাদের বাগানে এস তো, ভাল হয়। ভগবান্ সে ক্ষমতা দেন নাই,

নহিলে আমার কাছে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতাম। আর কি বলিব—কি লিখিব—দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তোমার
ভগিনী, গণেশ।

সরলা সে পত্র পড়িয়া আর থাকিতে পারিল না. দাসীর সঙ্গে সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাসী আসিয়া গণেশকে সংবাদ দিল।

সরলা বাগানের সুন্দর শোভা দেখিয়া বাল্যস্মৃতিতে উপস্থিত হইল। সরলা ভাবিতে লাগিল যখন পাঁচ বৎসরের তখন এক প্রকার অবস্থা ছিল; কাঠের পুতুল কাল্পনিক সন্তান ছিল, সেই সন্তানকে লালন পালন করিতাম। সেই সন্তানকে আদর করিয়া, সেই সন্তানের সহিত কথা কহিয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করিতাম। পুতুলে পুতুলে বিবাহ দিতাম। আপন ভগিনীকে, আপন মাসী, পিসীকে বেয়ান করিতাম। ধুলার মিছা ভাতে মিছা ক্ষুধা

নিবারণ করিতাম। পাঁচ জন সহচরীকে পাঁচ হাজার ভাবিয়া মহা যজ্ঞের ধুম লাগাইতাম। মায়ের স্তন্য পান করিয়া বড় আনন্দ হইত। বিবাহের বর কন্যা দেখিয়া প্রাণে সুখের তরঙ্গ উঠিত। নিমন্ত্রণে অনেকের সঙ্গে আহার করিয়া হৃদয় প্রফুল্ল হইত। সে এক সুখের সময়! কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সখীদিগের গলা ধরিয়া, হাতে হাত রাখিয়া, এ পাড়া হইতে ও পাড়া—এ বাটী হইতে ও বাটী, এ বাগান হইতে ও বাগান এই প্রকারে কত স্থানে ইচ্ছামত যাতায়াত করিতাম। যখন যাহা ইচ্ছা তখন তাহাই করিতাম—তখন দিগ্‌বিজয়িনী ছিলাম। মনের সকল সাধ মিটাইতাম;—সাধ করিয়া ছেলে মারিতাম, আবার সাধ করিয়া ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত সুখলাভ করিতাম। তখন সুখের ফুল চারিদিকে ফুটিতে থাকিত, দুই হাতে ফুল তুলিয়া পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যেন সাজাইতাম। ফুল অফুরন্ত—অসংখ্য ফুলের ভরে ঢলিয়া পড়িতাম। আমার অধরের

হাসির কিরণে, পিতামাতার সুখোদ্যানে কত ফুল ফুটিয়া উঠিত। বাল্যকালের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সরলার সুখোৎস উথলিয়া উঠিতেছে—এত জ্বালা যন্ত্রণার পর সরলার এত সুখ কখন ঘটে নাই। সরলা দুরবস্থা ভুলিয়াছে—কেন না সরলা ঈশ্বর দর্শন পাইয়াছে। সরলা ঐ রূপে ভাবিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ প্রিয়সখী গণেশসুন্দরী আসিয়া, তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইল—সরলা কিছুই জানিতে পারিল না। গণেশ অঞ্চল দিয়া সরলার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। সরলা বলিল, কেও গণেশ দিদি!

হাঁ আমি সেই পোড়ার মুখী; অস্পষ্টস্বরে গণেশ এই কথা বলিল। সরলা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে বলিল, গণেশ তুমি আমায় আর ভাল বাসিও না; আমায় বিদায় দাও—আমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাই।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইবে?

সরলা। আমার পিতার রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত; যেখানে যাইব, সেইখানেই পিতা আছেন;

বড়বউ।

তবে আর ভয় কিসের? লোকালয়ে থাকিতে আর আমার ইচ্ছা হয় না। বিজন বনে যাইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে ইচ্ছা হয়;—এখন, আর কিছু ভাল লাগে না।

গণেশ। কি ভাল লাগে?

সরলা। ভাল লাগে তাঁকে।

গণেশ। বুঝিতে পারিলাম না।

সরলা। ভগবানকে। বলিতে বলিতে সরলার দুই চক্ষু প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

গণেশ। তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

সরলা। স্বামীকে ছাড়িয়া আমার সঙ্গে যাইবে?

গণেশ। স্বামীকে লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব।

সরলা। তোমার স্বামী যাইবেন কেন?

গণেশ। তিনি তোমার সে দিন রাত্রের চরিত্রের সাহস ও বিক্রমের কথা আমার নিকটে

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এই গ্রামের অনেকে তোমার বিপক্ষ, কিন্তু তিনি তোমার মিত্র। তিনি বার বার বলেন, ঐ স্ত্রীলোকটী বাস্তবিক সতী।

সরলা। তোমার স্বামী আমায় ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া কখন যাইতে পারেন না। যাহা হউক—তুমি এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিও না, কাপড় কাচিয়া শীঘ্র গৃহে গমন কর। ঐ দেখ আর দু'টী স্ত্রীলোক আসি-তেছে। যাও আর বিলম্ব করিও না।

অপর দুইটী স্ত্রীলোক, কাপড় কাচিবার জন্য বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র, গণেশ তাহাদিগের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দুজনের মধ্যে এক-জন নাপিত-বউ, আর একজন গয়লা-বউ। নাপিত-বউ সরলার নিকট গণেশকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কাঁক হইতে কলসী নামাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া হাত নাড়া দিয়া বলিল, হো হো, হো! রোস রোস সব কথা বলে দেব! ও ছুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কি হয় তোমার? ও ছুঁড়ি তো খান্‌কী, বদমাইস—

বড়বউ।

মাথায় সিঁদুর থাকৃতে বেরিয়ে এসেছে। গণেশ! তোমার শাশুড়িকে সব বলে দেব।

গণেশ একটু রুষ্টভাবে বলিল, দেখ ভদ্রলোকের মেয়েকে ছোটলোক হয়ে অমন গালাগালি দেওয়া ভাল নয়।

নাপিত-বউ একটু কৃত্রিম স্বরে বলিল, ভদ্র-লোকের মেয়ে তো কেমন! সাত গণ্ডা উপপতি আছে।

সরলা ছোটলোকের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, গণেশ দিদি! আর যদি কথা কবি আমার মাথার দিব্য। ওঁরা যা বুঝেছেন তাই বলৃছেন। ওঁদের সঙ্গে আর ঝগড়া করো না।

এমন সময়ে গণেশের শাশুড়ি বাগানে আসিলেন। আসিয়া উহাদিগের গণ্ডগোল শুনিয়া বলিলেন—কি গো, কি হয়েছে? গোলমাল কেন?

নাপিত-বউ তাড়াতাড়ি বলিল, দেখ না কে ওখানে বসে।

গণেশের শাশুড়ি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া, সরলার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, তাইতো লো! সেই বেহায়ী, মুখে আগুণ আর কি—পুকুরের জলে ডুবে মর্‌বে বুঝি লো। গণেশ এই সকল রূঢ় কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গণেশের ক্রন্দন দেখিয়া নাপিতিনী বলিল, ওগো হোথা চেয়ে দেথ—তোমার বউএর কান্না দেখ।

গণেশের শাশুড়ি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কেন? ওর কান্না কেন?

গয়লা বউ বলিল, বড় ভাব দুজনে, তাই অত কান্না হচ্ছে। কায়েত বামুনের বউ, ঝি—যা করে তাই শোভা পায়—ওমা! খান্‌কীর সঙ্গে কিন্তু কথা কহিতে আমাদের লজ্জা হয়।

এই কথা শুনিয়া গণেশের শাশুড়ি রাগান্বিতা হইলেন; রাগে উন্মত্তা হইয়া বধূর গাল টিপিয়া ধরিলেন, এবং সরলাকে এক পদাঘাত করিলেন। সরলা পদাঘাত খাইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া

স্থানান্তর গিয়া বসিল এবং বলিল, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যদি আমাকে একখানা মোটা কাপড় দেন তাহা হইলে এ স্থান পরিত্যাগ করি। দেখুন আমার কাপড়খানি জীর্ণ ও ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। গণেশের শাশুড়ি বলিলেন, আচ্ছা, এখনি তোকে একখানা মোটা কাপড় দিচ্চি ; রাক্ষসি ! এ স্থান ত্যাগ কর—তুই এখানে থাকিলে দেশের ছেলে মেয়ে সব খারাপ হবে। গণেশের শাশুড়ি কাপড় কাচিয়া যে কাপড় খানি পরিধান করিবার জন্য আনিয়াছিলেন, সেই কাপড়খানি সরলাকে দান করিল। বাগানের পুকুরে সকলে কাপড় কাচিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু গণেশ কাপড় কাচিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিল। ইচ্ছা একবার সরলাকে শেষ দেখা দেখিয়া লয়। গণেশ কাপড় কাচিয়া উপরে আসিয়া, সরলার নিকটে যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গণেশের সে কান্না দেখিয়া সরলাও কাঁদিয়া ফেলিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দিদি আর কাঁদিয়া আমায় কাঁদাইও না। ভগবান্

আমার সহায়—ভয় নাই। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমি আর এখানে থাকিব না।—চলিলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি এবং যদি তুমিও বাঁচিয়া থাক তবে আমার সহিত দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত। গণেশ 'এই পর্য্যন্ত' এই কথা শুনিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল; সরলার হাত ধরিয়া বলিল, দিদি! তুমি কোথায় যাইবে? তুমি যাইলে তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমি মরিব। তুমি কোথায় যাইবে? গণেশের এই দশা দেখিয়া সরলার বুক ফাটিতে লাগিল। কি করিবে অগত্যা গণেশকে নানা মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া, অবশেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

২০

গণেশকে পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বম্ভরের গ্রাম ছাড়িয়া, সরলা গণেশের শাশুড়ির প্রদত্ত সেই মোটা কাপড়খানি পরিয়া হরিগুন গাহিতে গাহিতে

চলিল। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, এক বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠ আষাঢ়ের জলে পূর্ণ হইয়াছে। অপরাহ্নে কৃষকেরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে চাষ দিতেছে। সরলা আপনার দুরবস্থার বিষয় কিছু না ভাবিয়া, মাঠের কৃষকদিগের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিল, কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ অপনার সন্তানদিগের প্রতিপালনের জন্য স্বয়ং হল চালনা করিতেছেন। কৃষকের হলযন্ত্র অতি পবিত্র, এবং কৃষকগণ জগতের মহা হিতৈষী। উহারা যদি ঐ রূপে কাজ না করিত, তাহা হইলে আমরা না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতাম। এইরূপে কৃষকদিগকে মনে মনে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিল, মাঠ পার হইয়া অবশ্য কোন গ্রাম পাইব। আবার ভাবিল, গ্রাম পাই আর না পাই, যেখানেই যাই—মা জগজ্জননীতো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যদি একান্তই কোন পার্থিব বিপদে পড়ি, মাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া—মায়ের প্রেমমুখ দেখিয়া—

মায়ের শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া—সকল বাহ্যিক জ্বালা ভুলিতে পারিব। সরলা আবার ভাবিল, 'বিপদে না পড়িলে মানুষের সুখ হয় না—বিপদে না পড়িলে দয়াময়ের দয়ার পরীক্ষা হয় না।'

মাঠের চারিদিক জলে থৈ থৈ করিতেছে। কৃষকদিগের গান হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ভেক সকল অন্যান্য কীট পতঙ্গের সহিত সুর মিলাইয়া গান গাহিতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাবে সেই গান শুনিতেছে। আকাশে দুই এক খানি মেঘ, পাল তোলা নৌকার মত, আস্তে আস্তে মৃদু পবনাঘাতে তাড়িত হইয়া প্রকৃতির সেই প্রেমময় শান্তিমাখা গান শুনিতে শুনিতে গমন করিতেছে। সরলা-সুন্দরী এমন বিপদে কিছু মাত্র উদ্বেলিতা না হইয়া প্রকৃতির ভাবের সহিত—অনন্ত পবিত্রতার সহিত আপন হৃদয়ের গভীর ভাব—ও পবিত্রতা মিলিত করিয়া ভগবানের অমৃত-সাগরে যেন একেবারে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিমজ্জিত করিল। সরলা

বড়বউ।

এইরূপে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া গাহিতে লাগিল—

অনন্তের অধিকারী
অনন্তেতে বাস করি
অনন্ত জ্ঞানের প্রার্থী অনন্ত প্রেম যে চাই।
অনন্ত হৃদয়ে গাঁথা
অনন্ত যে যেথা সেথা
প্রকৃতির প্রতি স্থানে অনন্ত দেখিতে পাই।

সরলা! তুমি গান গাহিতে গাহিতে, গীতে প্রান্তরস্থ কৃষকদিগকে অন্যমনস্ক করিয়া, প্রেম বারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে এই বিস্তীর্ণ মাঠ অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইতেছে? সম্মুখে যে তামসী বিভাবরী! রাত্রে কোথায় ঘুমাইবে? পার্থিব সুখে আর মন মজিতে চায় না? সরলা! তুমি হৃদয়ে কি এমন অমূল্য রত্ন পাইয়াছ যে, তাহার লোভে সংসারকে ভ্রুকুটী দেখাইতেছ। অমন সোণার দেহ যে মাটী হইল। সে কবরী তোমার কোথা? কবরী যে ধূলায় ধুসরিত। যে দেহে আগে কত আতর

চন্দন লেপন করিতে, সে দেহের দিকে একবার চাহিয়া দেখ—তোমার সে পার্থিব শ্রীছাঁদ যে আর নাই। কিন্তু নাই থাকুক। তোমায় ঈশ্বর প্রেমের জ্যোঃতিতে পবিত্রতার উজ্জল কিরণে, যেরূপ স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন—তোমাকে যেরূপে সাজাইয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত হিরকের খণি, সমুদায় মুক্তা প্রসবিনী-সাগর রাজকন্যাকে ওরূপ সাজাইতে পারে না। তুমি ধন্যা! তোমার নারীজন্ম সার্থক।

সরলা গান গাহিতে গাহিতে পবিত্রতা-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে, মানস নয়নে চারিদিকে ঈশ্বরের পবিত্র হস্ত দেখিতে দেখিতে একবারে কত দূর গিয়া পড়িল। সরলা অন্য মনে কত দুর আসিয়াছে তাহা সে জানে না। হঠাৎ যে রজনী আসিয়া অন্ধকারে তাহাকে ডুবাইয়া ফেলিয়াছে; তাহার সম্মুখের পথ বন্ধ করিয়াছে তাহা সরলা জানিতে পারে নাই। যাইতে যাইতে সরলা থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। দেখিল চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। মনুষ্যের শব্দ কোথাও নাই।

কেবল মধ্যে মধ্যে শৃগালের রব শ্রবণগোচর হইতেছে, এবং ভেক ও ঝিল্লির রব চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছে।

সরলা অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময়ে সমস্ত আকাশে তড়িত-তরঙ্গ রঙ্গ করিয়া খেলিতে লাগিল। তাড়িতালোকের সাহায্যে সরলা দেখিল নিকটে শ্মশান, কিয়দ্দূরে একটী ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে। নদীতীরে যাইয়া দেখিল, একখানি পান্সি আসিতেছে। সরলা নদীতীরে কাদার উপর উপবেশন করিয়া ভাবিল, 'বাহ্যজগৎ আমায় সুখী করিবে না—তবে আমি ধ্যানবলে অন্তর্জগতে প্রবেশ করি'—এই ভাবিয়া সরলাসুন্দরী ঈশ্বরধ্যানসুখে নিমগ্না হইল। সে অন্ধকার, সে শ্মশান—সে বাহ্যজগতের কঠোর ভাব সমুদয় পলায়ন করিল; রমণী-হৃদয়, সে পরিমিত পৃথিবীর নিকট হইতে, ইন্দ্রিয়গণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সে শ্মশানের ধারে বসিয়া, এক অনন্ত আধ্যাত্মিক—প্রেম শান্তিময় সুখ রাজ্যে প্রবেশ



নদীতটে [illegible] রমণী —২৬ পৃ.

করিল। এসময় যদি কেহ লৌহ গলাইয়া সরলার গাত্রে ঢালিয়া দেয়, যদি আগুণের রাশি আনিয়া গাত্রে প্রদান করে তো আত্মা অনন্ত সুখে জনমের মত দৃঢ় হয়—চিরকালের মত ইহলোক পরিত্যাগ করে।

দেখিতে দেখিতে পান্সিখানি তীরে আসিয়া নঙ্গর করিল। মাজীরা নদী হইতে সেই নির্জ্জন স্থানে সেই ধ্যান-নিমগ্না রমণী-মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল। সে বিস্তীর্ণ মাঠে পিশাচ পিশাচীরাই নৃত্য করে—ভয় দেখায়, মনুষ্যের সমাগম আদৌ হয় না। বিশেষতঃ বর্ষাকালে, অন্ধকারে তেমন স্থানে সেই সুন্দরীকে দেখিয়া ভাবিল বোধ হয়, 'ভগবতী —বা শ্মশান কালী এখানে আসিয়াছেন।' এই ভাবিয়া তাহারা সকলে জোড়হাতে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অনেকক্ষণ সেই রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রমণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। রমণী চাহিয়া দেখিল, নিকটে তরণী এবং তদুপরি দাঁড়ি

বড়বউ।

মাঝি চারি জন। সরলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা যাবে বাছা। মধুমাখা কথা শুনিয়া সকলে বিমোহিত হইয়া বলিল, মা! তুমি কে গা? তোমার পরিচয় না পাইলে আমরা কিছু বলিব না। সরলা বলিল, যখন তোমরা আমায় মা বলিলে, তখন আমি তোমাদের কে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমরা আমার পুত্র, আমি তোমাদের জননী। তোমরা এরাত্রে কোথায় যাইবে বল।

তাহারা বলিল, মা! আমরা অনেক দূর যাইব। আমাদের বাড়ী এখান হইতে চারি দিনের পথ।

সরলা বলিল, তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, মা! কলিকাতা হইতে।

সরলা জিজ্ঞাসা করিল, বাছারা! কলিকাতা এখান হতে কত দূর?

তাহারা বলিল, চার ক্রোশ রাস্তা হবে। কলিকাতা হইতে সরলার গৃহ তিন ক্রোশ উত্তর। সুতরাং সরলা ভাবিল, একবারে কত দূর আসিয়াছি! যাহা হউক মা আমায় আরও কত ক্লেশে ফেলিয়া

সুখী করেন দেখি। সরলা এই সময় ভাবিল, 'আহা! কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরকে বক্ষে ধরিলে—আগুণ দাহিকা শক্তি পরিত্যাগ করে—ক্লেশ সুখের প্রস্রবণ হয়—সুখ দুঃখ সব এক হইয়া যায়।

নৌকায় চারি জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল। সে ভক্তি-ভরে গদ গদ হইয়া নৌকা হইতে নামিয়া করযোড়ে বলিল, মা! তুমি কে সত্য করে বল। আমাদের বোধ হয় তুমি মানুষ নয়—কে দয়া করে বল?

সরলা হাসিয়া বলিল, বাছা! ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি মানুষ—অতি দুঃখিনী। আমার সন্তান হয় নাই। তোমরাই আমার সন্তান। বৃদ্ধ বলিল, মা গো! তোকে দেখে অবধি আমার পাষাণ হৃদয় গলে গেল। আমরা কে সে পরিচয় দিতে পারিব না। ঐ বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের কান্না দেখিয়া অপর তিন জন আপনাদের জীবনের ভীষণ অবস্থার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর হে! আমরা নরা-

বড়বউ।

শম। আমরা নরহত্যা করিয়া করিয়া দয়া মায়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি—কিন্তু আজ আমাদের পাষাণ মন গলে গেল কেন? এই বলিয়া সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই অন্ধকারস্থিতা রমণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে আকাশ পরিষ্কার হইল। চন্দ্রিকা আলোক দানে সে প্রান্তরকে সুধাষিক্ত করিল।

মাজিরা জ্যোৎস্না প্রযুক্ত রমণীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল। বৃদ্ধ দেখিল সরলার কাপড় জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তখন সে বলিল, মা! ভিজে কাপড়ে কেন? আর ফাঁকেই বা কেন? আসুন আমাদের নায়ে আসুন। আসুন একখানা কাপড় দি পরুন।

সরলা নৌকার ভিতর যাইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলে সকলে একে একে সতীকে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে সতী নৌকার বাহিরে আসিয়া বসিল। চাঁদের আলো চারিদিকে ছড়ায়াছে।

নদীর জলে চন্দ্রকিরণ খেলা করিতেছে, যেন নদী-জলের লাবণ্য ফুটিয়াছে। সরলা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, বাছা! তোমরা পরিচয় দিবার সময় কাঁদিলে কেন? বৃদ্ধ বলিল, জানি না মা তুই কে? কিন্তু তোর মুখের দিকে যখন চাহিলাম অমনি যেন আমার ভিতর হইতে কে এক জন বলিল, দেখ দেখ! ঐ দেখ! আর পাপ করবি?

সরলা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি কর। তাহারা সকলে বলিল, আমরা খুন করিয়া থাকি মা! আর পরিচয় লইয়া মনে কষ্ট দিও না। এই বলিয়া সকলে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কত শিশু, কত বধূ, কত পুরুষকে হত্যা করিয়াছি—এই সকল চিন্তা কাল সাপিনীর ন্যায় হৃদয়ে দংশন করিয়া বিষে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। আজ ধর্ম্মের স্পর্শে—পবিত্রতার আবির্ভাবে পাষাণ গলিয়া গেল, অনুতাপাগ্নির তেজে লৌহময় হৃদয় প্রাণ বিগলিত হইল। যে নয়ন মদিরা পানে সর্ব্বদা আরক্ত—

ক্রোধে-রাগে সর্ব্বদা রঞ্জিত থাকিত,—তরল অশ্রু কণা কখন ধারণ করে নাই আজি হঠাৎ সতীর সঙ্গগুণে সেই নয়নগুলি পরিতাপাশ্রুতে মগ্ন হইতেছে। আজি হঠাৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে; হৃদয়াভ্যন্তরে সহস্র বৃশ্চিক একেবারে দংশন করিতেছে; পাপচিন্তাজনিত অশ্রুবিন্দু অগ্নির ন্যায় যেন চক্ষু, বক্ষঃ, পুড়াইতেছে। বিবেক, পাপাত্মাদিগের অনেক দিনের পাপের শাস্তি একদিনে দিতেছে।

উহাদিগের এই অনুতাপের অবস্থা দর্শনে সরলা বড় আনন্দিতা হইল। বলিল, ভগবান্! আজ আমার সকল যন্ত্রণা মধুময়ী বোধ হইতেছে। আমাকে আরও যন্ত্রণায় ফেলিয়া পরীক্ষা কর। ভগবান্! আজ আমার এই কয়টী সন্তানের উপায় কর। উহারা আর পাপ করিবে না, রক্ষা কর। সরলার এই সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধটী অনুতাপের বেগ সংবরণ করিয়া জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল, মা ছেলেদের মাথা খাবি, বল তুই কে? আমার বোধ হয় তুই ভগবতী,

মানুষের বেশে আমাদিগকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছিস্‌। তুই কে মা! সত্যি করে বল। এই বলিয়া বৃদ্ধ সরলার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। সরলা বলিল, আমি মানুষ, ভদ্রলোকের মেয়ে, ভগবতী নহি; ও কথা বলিতে নাই, পাপ হয়।

পরিশেষে একে একে সরলা আপনার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলে উহাদের বিশ্বাস জন্মিল, ইনি মানবীই বটে। কিন্তু মনের সন্দেহ একবারে যাইল না।

অবশেষে বৃদ্ধ বলিল, মা! আপনি আমাদের বাটীতে চলুন। আমরা চার ভাই। আমাদের আর কেহ নাই। আমরা মা বলিয়া ডাকিব—মায়ের মত সেবা শুশ্রূষা করিব।

এমন সময়ে মাঠের মধ্যে 'বাপ্‌রে মলাম্‌' বলিয়া এক ভীষণ শব্দ হইল। এই শব্দ শুনিবামাত্র সরলা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি! কি! কেহ বিপদে পড়িয়াছে?

বড়বউ।

আবার শব্দ হইল 'বাপ্‌রে! বাপ্‌রে মলাম! কে আছ রক্ষা কর।'

সরলা নৌকা হইতে নামিয়া বলিল, তোমরা ঐ বিপন্নকে রক্ষা কর।

সরলার আজ্ঞা পাইয়া সকলে কেও? কেও? এই চীৎকার করিতে করিতে লাঠি লইয়া সেই ভীষণ শব্দের দিকে ছুটিল। যাহারা পূর্ব্বে স্বহস্তে নরহত্যা করিত, আজ তাহারা ধর্ম্মমন্ত্র বলে নব-জীবন লাভ করিয়া, বিপন্ন মনুষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। যে লাটী আগে মানুষ মারিত, সে লাঠি আজ মানুষ রক্ষা করিতে উদ্যত। ধন্য ধর্ম্ম! ধন্য তোমার মহিমা! তোমার পরশে সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে। আজ ধর্ম্মস্পর্শে জগাই মাধাইএর উদ্ধার হইল—সেণ্টপলের নবজীবন লাভ হইল। দেখ নাস্তিক! মিথ্যা ধর্ম্মের কত দূর ক্ষমতা! মিথ্যার কত দূর তেজ! ইহাকে যদি মিথ্যা বল তো সত্য কাহাকে বলিবে ভাই? উপন্যাসের কথায় বিশ্বাস না হয়, জগতের ইতিহাস খুলিয়া

দেখ—আপনার প্রকৃতির ভিতর প্রবেশ কর—সাধুজীবনের সন্ধান কর।

উহারা সরলার আদেশানুসারে নবজীবনের তেজে বিপদ্ধোরের জন্য ধাবিত হইল। সরলা নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সেই গোলযোগের দিকে এক মনে কাণ পাতিয়া আছে এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে হঠাৎ কাহার দুইটী হাত আসিয়া সরলাকে আক্রমণ করিল, ঝাপটাইয়া ধরিয়া কাঁদের উপর ফেলিল এবং সে অন্যদিকে ছুটিতে লাগিল। সরলা ভাবিল, কোন দুষ্ট লোকেই আমায় ধরিয়াছে। সরলার ভয় নাই। ভাবনা নাই, অস্থিরতা নাই, কেবল গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা? সে দুষ্ট লোক বলিল, আমি তোমার স্বামী।

এই কথা শুনিবামাত্র সরলা 'হা ভগবান্! দেখা দাও' বলিয়া ধ্যান মগ্ন হইয়া ঈশ্বর-ক্রোড়ে শান্তি-লাভ করিতে লাগিল।

ওদিকে মাজিরা দৌড়িয়া গিয়া দেখিল, তিন জন দস্যু একটী ভদ্রলোককে মারিয়াছে; দস্যুরা উহাদিগকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিল। যেন উহারা আর অধিক দূর না গিয়া মায়ের জন্য কাতর হইয়া প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু নদীতীরে মাকে দেখিতে পাইল না। অনেক ডাকিয়া, অনেক খুঁজিয়া নিরাশ হইল, ভাবিল ইনি মানবী নহেন—ভগবতী। আমাদের উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। পরে সকলে মায়ের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে নৌকায় উঠিল। বৃদ্ধ নৌকায় উঠিয়া বলিল, আমি ঠিক ঠাউরেছিলাম। হায়! হায়! যদি কিছু বর মাগিতাম। বলিতে বলিতে কাঁদিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সকলে একটু স্থির হইলে, বৃদ্ধ বলিল, আর দেশে যাব না, এইখানেই কুঁড়ে বেঁধে থাকি আয়। মাকে প্রাণভরে ডাকলে আবার দেখা দিবেন। অন্যান্য মাজিরা বলিল, দাদা! তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমা-

দের আর দেশে যাবার জন্য ইচ্ছা নাই—ইচ্ছা আর একবার মাকে দেখি। এই বলিয়া সকলে আবার আপনাদের আত্মার দুর্দ্দশার বিষয় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে অনুতাপের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে এবং মায়ের কথা কহিতে কহিতে রজনী অবসান প্রায় হইল। ভোর হইলে কাক ডাকিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, পাল্কি এইখানে থাক—তোমরাও থাক; আমি ঐ দূরের গ্রামে গিয়া কিছু দেখিয়া আসি! এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই গ্রামে পঁহুছিয়া, গ্রামের জমিদারের নিকটে গিয়া, সেই নদীর ধারে ঘর বাঁধিবার জন্য কিছু জমীর যোগাড় করিল। পরে ফিরিয়া সেই নদীতীরে—সেই পবিত্র শ্মশানের নিকট দুইটী কুঁড়ে বাঁধিল। একটীতে তাহাদিগের সেই সতীমার প্রতিমা সংস্থাপন করিল এবং অপরটীতে চার ভাইয়ে বাস করিতে লাগিল।

সরলার পবিত্রতার প্রভাবে উহাদিগের জীবনের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহারা সেই

স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। জমী জমা লইয়া কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিল। এখন তাহারা সুশীল শান্ত স্বভাব হইয়া কৃষিজাত দ্রব্যে উদর পূর্ত্তি করিয়া, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

২১

পাঠক, পাঠিকা! সুরেন্দ্র কোথায়? সোণার প্রতিমা সতীত্বের জ্বলন্ত ছবি সরলাসুন্দরীকে— সংসারের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, সুরেন্দ্র কোথায় রহিয়াছে? সুরেন্দ্র বিনোদকে হরিদ্বার হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পত্রে লেখা ছিল, এখানে আর অধিক দিন থাকিব না। সুরেন্দ্রের সেই পত্রই শেষ পত্র। সুরেন্দ্র বিনোদকে আর পত্র লেখে নাই। এখন সুরেন্দ্রের বিষয় বলি শুন।

সুরেন্দ্র যে ভাব লইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে ভাব কালক্রমে লীন হইল।

কাশীতে আসিয়া একজন তান্ত্রিকের শিষ্য হইয়া পড়িল। তিনি তন্ত্রমতে সাধনায় সিদ্ধ, এই কথা সকলে বলিতে লাগিল। সুরেন্দ্রও দেখিল, তাঁহার চোখে, মুখে, স্বরে এক মহাশক্তি যেন লীলা করিতেছে। তিনি মানুষের মনের ভাব অনুভব করেন—ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। কালীনাম উচ্চারণ করিবার সময় যেন সেস্থান ঐশী শক্তিতে কম্পিত হয়। সুরেন্দ্র তাঁহার সহিত কয়েকদিন মিশিতে মিশিতে যেন এক পবিত্রতার জ্বলন্ত আগুণে দগ্ধ হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র অবশেষে তাঁরই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল।

দীক্ষা গ্রহণের কিয়ৎ দিবস পরে, গুরু, শিষ্যকে বলিলেন, বৎস! তোমাকে কুসামতীর অদূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অঞ্চলে আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শিবের আদর্শে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সাধনা করিতে হইবে। তোমার স্ত্রী ঐ আশ্রমেই উপস্থিত হইবেন। তিনি যত দিন না আসেন ততদিন তোমার ঐ আশ্রমে কালী সাধনা করিতে হইবে। সেখান

বড়বউ।

তোমার অনেকগুলি শিষ্য জুটিবে। তাহারা তোমার স্ত্রী আসিলে পলায়ন করিবে। যাহা হউক তুমি, তোমার স্ত্রী আসিলে তাঁহাকে লইয়া দেশে ফিরিবে।

যিনি কালী তিনি ব্রহ্ম। যিনি সাকার তিনি নিরাকার—এ জ্ঞান তোমার স্ত্রীর ফুটিলে দুজনের হৃদয় এক সুরে বাজিলে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে। সেই পার্ব্বতীয় দেশে একটী প্রকাণ্ড গুহা আছে। তাহাতে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে। আর আদেশানুসারে ছাগ, মহিষাদি বলিদান এবং বৎসরে অতি গোপনে একটী করিয়া নরবলী প্রদান করিবে।

যে মানুষকে বলিদান দিবে তাহাকে আশ্রমে আনিয়া বিহিত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিবে। যদি দেখ, তাহার মন ধর্ম্ম ভাবে বিগলিত হইয়াছে, এবং মার অভিপ্রায় বুঝিয়া, পরজন্মে উৎকৃষ্টতর অবস্থা লাভের জন্য, আপনাকে মার চরণে উৎসর্গ দিতে প্রস্তুত তবে তাহাকেই বলিদান দিবে। জোর

করিয়া দিলে মহা নরক ভুগিতে হইবে। মার নিকটে আত্ম বলিদানের সহিত অনেকে দেহ বলিদান দেন। এই আত্মোৎসর্গের ভাব হইতেই নর-বলির উৎপত্তি। তবে লোকে না বুঝিতে পারিয়া, সুনিয়মের কুব্যবহার করে। এই কুব্যবহার জন্যই ধর্ম্ম অধর্ম্মে পরিণত হয়। এখন ইংরাজের রাজত্ব। নরবলিটী অতি সাবধানে অতি গোপনে করিবে। শিষ্য গুরুর নিকট এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া বিদায় লইল, এবং সেই পার্ব্বতীয় অঞ্চলে উপস্থিত হইল। পর্ব্বতের শোভায় প্রাণে আনন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। পাহাড়ে বড় বড় গাছ, লতা-মণ্ডপ, উৎস-ধারা, নানা প্রকার পাখীর কলরব, সুরেন্দ্রের প্রাণে কি এক স্বর্গীয় সুরা যেন ঢালিতে লাগিল। সে স্থলের শোভার ভিতরে জগতের মহা প্রাণে মহা শাস্ত্র লুক্কায়িত দেখিয়া সুরেন্দ্র মহা শান্তি লাভ করিল। সুরেন্দ্র এক বার এদিক এক বার ওদিক বিচরণ করিতে করিতে মা কালীর স্তব আবৃত্তি করিতে

করিতে আত্মহারা হইয়া আপন মূলে মহাশক্তির স্ফূরণ অনুভব করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র অনুভব করিল সেই মহাশক্তির আশ্রয়ে মানুষ অসম্ভব সম্ভব করিতে পারে; সে শক্তি সাধনায় আয়ত্ত হইলে মানুষের রোগ, শোক চক্ষের পলকে দূরীভূত হইয়া যায়। সুরেন্দ্র স্পষ্ট দেখিল, এক মহা শক্তি ঘনীভূত হইয়া সেই স্থানে পর্ব্বত বৃক্ষাদিরূপে লীলা করিতেছে।

সুরেন্দ্র সেখানকার প্রকৃতির শক্তি সেবার পর, স্থির হইয়া, গুরু-কথিত গুহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণ করিবার পর এক প্রকাণ্ড গুহা অবলোকনে সুরেন্দ্র আশ্চর্য্য ভাবে নিমগ্ন হইল। গুরুর অনুভূতি স্মরণে বিস্মিত হইল।

সেই অঞ্চলটী যেন প্রকৃতির আরামগৃহ। নানা পাদপ, নানা লতিকা, নানা ফল পুষ্প, নানা প্রস্রবণ, তদুপরি বিহঙ্গমদিগের কলরব—স্রোতস্বতীগণের কুল কুল ধ্বনি প্রভৃতি সৌন্দর্য্য সমাবেশকে প্রকৃতির

আরামগৃহ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। সেখানে সকলি আছে। গুহায় বিশ্রাম ভবন, প্রস্র-বণে পিপাসার শান্তি, বৃক্ষ-ফলে ক্ষুধার নিবৃত্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মার মূর্ত্তি, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির স্বরে ব্রহ্মোপদেশ; এসব মানুষের পরিত্রাণ সোপানাবলী বাঁধিয়া রাখিয়াছে, হতভাগ্য মানুষ সংসার কুহকে পড়িয়া ইহাদের সন্ধান পায় না এই দুঃখ।

সুরেন্দ্র প্রকৃতির সেই বিশালভবন মহা আনন্দে আশ্রম নিরূপিত করিল। মৃত্তিকা লইয়া কালিমূর্ত্তি গঠিত করিল। রৌদ্রে শুখাইলে বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাশ রং প্রস্তুত করিয়া গঠিত মূর্ত্তিতে লেপন করিল। অনন্তর মহা ভক্তিভরে মার মূর্ত্তি গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মাতৃস্নেহে ভর দিয়া, সেই-খানে কালী সাধনায় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

কালক্রমে সুরেন্দ্রের কয়েকটি শিষ্য জুটিল। সুরেন্দ্র শিষ্যদিগকে পাইয়া অতীব উৎসাহে মার সেবা করিতে লাগিল।

বড়বউ।

২২

সরলাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহার মূর্চ্ছা হয়। সেই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। সরলা চক্ষু মেলিয়া দেখিল একটি আলোক জ্বলিতেছে। পাশে একটী কালীমূর্ত্তি। মাথার উপরটী গম্বুজের মতন। গৃহে ধুপ ধুনার গন্ধ। কালীর সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন সেই আসনে এক শ্মশ্রুধারী পুরুষ বসিয়া ধ্যান-নিমগ্ন। সেই পুরুষের পাশে একখানি প্রকাণ্ড খড়্গ রহিয়াছে। সরলা ভাবিল, আমি কোথায়? স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? এ পাথরের খিলান করা ঘরে আমায় কে আনিল! সরলা আর অধিক ভাবিল না। সেই গৈরিক-বসন-ধারী পুরুষের গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে ঈশ্বর-ভাবে আকুল হইয়া সরলা ধ্যান-মগ্না হইল।

যোগে বসিবার সময় সুরেন্দ্রের হৃদয় সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে একদিনও এরূপ ঘটে নাই। আজ সুরেন্দ্রের মন হঠাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল হইল কেন? অনেক যত্নে মনকে একটু ঈশ্বরের দিকে ফিরাইল, কিন্তু

ক্ষণকাল পরেই যোগ ভঙ্গ হইতে লাগিল। কে যেন হৃদয়ের ভিতরে গম্ভীর স্বরে বলিল, তোমার সরলাকে কি ভুলিয়াছ? এই ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইবামাত্র, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা একে একে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। যোগ করিতে করিতে সরলাকে মনে পড়িল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। স্নেহ বক্ষঃ ভাঙ্গিতে লাগিল—চক্ষু দিয়া জল পড়িল। সুরেন্দ্র, হা প্রেয়সি! হা সরলা! হা মাতা! হা পিতা! তোমরা কোথায়! আমি কি নিষ্ঠুর! হায়! হায়! কি করিলাম—এত দিন, আট বৎসর সকলকে ভুলিয়া আছি! সরলা! সোণার সরলা তুমি কোথায়! তুমি কি আছ না আমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ? হায়! হায়! কেন সংসার ছাড়িয়া ছিলাম! সুরেন্দ্রের আক্ষেপবাণী শ্রবণে সরলা জাগ্রত ও চমকিত হইল। আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হইল—সরলা ভাবভরে যেন অজ্ঞাতে দণ্ডায়মান হইল—এক আশ্চর্য্য ভাবে আনন্দে শোকে, দুঃখে

জড়ীভুত, হইয়া মুর্চ্ছিতার ন্যায় সুরেন্দ্রের বক্ষঃদেশে পতিত হইল। সুরেন্দ্র তখন বুঝিল, এই আমার সরলা, এই আমার অনেক বৎসরের হারাণ রত্ন। সুরেন্দ্র বিস্ময়ে আনন্দে প্রিয়ে তুমি তুমি! তোমাকে বলিদানের জন্য এনেছিল! বলিয়াই ভাবভরে প্রস্তরের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নিরব হইয়া রহিল। একদৃষ্টে যুবতীকে নিরীক্ষণ' করিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ভাবের প্রাবল্য সহিতে না পারিয়া সুরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শিষ্যগণ তথায় আসিল। সুরেন্দ্রের সে ভাব দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। গুরুর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের জ্ঞান হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সর সর, আমি ঐ স্ত্রীলোকটীকে ভাল করিয়া দেখি। তোমরা আমায় কেহ পাগল ভাবিও না। এই বলিয়া সুরেন্দ্র সরলার নিকট গিয়া একদৃষ্টে মূর্চ্ছিতা সরলাকে দেখিতে লাগিল। সুরেন্দ্র করুণস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, ভগবান্! আমার সর্ব্বনাশ করিলে! এ কি!

কাকে দেখি? কে? কে? সরলা! সরলা! প্রাণের সরলা! আর নাই—আমার হাতেই মরিল। সরলা একবার কথা কও—একবার চেয়ে দেখ—পাপিষ্ঠ সুরেন্দ্রকে দেখ—পাপ হইবে না! প্রিয়ে! আমি তোমাকে মারিবার জন্য কি বিবাহ করিয়াছিলাম! তোমার পিতা মাতা যে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিলেন,—আমি কি করিলাম সুরেন্দ্রের এই কাতরোক্তি শ্রবণে শিষ্যগণ অবাক্ হইল। উহারা টেপাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল ইনি বোধ হয় প্রভুর স্ত্রী।

সুরেন্দ্র এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল—বক্ষেঃ করাঘাত করিতে লাগিল। পরে শিষ্যদিগকে বলিল, শীঘ্র জল আন। শিষ্যগণ জল আনিলে সুরেন্দ্র সরলার চক্ষে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। জলের ঝাপটা দিতে দিতে সরলার একটু জ্ঞান হইল। সরলা ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিলে, সুরেন্দ্র সরলার চক্ষের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। সরলা সুরেন্দ্রকে দেখিয়া, যেন সে মৃত্যু

যন্ত্রণা হইতে একবারে মুক্ত হইল। সরলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সেই দীর্ঘশ্বাসের সহিত সরলার দুই চক্ষু বহিয়া জলের ধারা বহিতে লাগিল। সরলা একদৃষ্টে সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে আবার মূৰ্চ্ছিতা হইল। সুরেন্দ্র আবার তাহার মূৰ্চ্ছাভঙ্গ করিল। সরলা চক্ষু চাহিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া, সুরেন্দ্রের পদদ্বয় ধরিয়া বলিল, তুমি কি আমার সেই স্বামী না আমি স্বপ্ন দেখিলাম। এমন স্বপ্ন যে প্রত্যহ দেখি। প্রাণনাথ! একবার তোমার সরলাকে দেখ। প্রাণনাথ! হৃদয়ের ধন! আর আমায় কষ্ট দিওনা—সরলার কথা শেষ হইতে না হইতে সুরেন্দ্র মূৰ্চ্ছিতের ন্যায় ভাবাবেশে সরলার উপরে পড়িয়া রহিল।

শিষ্যগণ অনেক যত্নে দুই জনের চৈতন্য সম্পাদন করিল। মন স্থির হইলে সুরেন্দ্র শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমরা এখন স্থানান্তরে যাও। শিষ্যগণ তাহাই করিল।

সুরেন্দ্র পাগলের ন্যায় সরলাকে বক্ষে ধারণ

করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সরলা ধন! আর তোমায় ছাড়িব না! আমার এই বক্ষে তুমি চিরকাল থাকিবে—আর আমি কৃতঘ্ন হইব না—বলিতে বলিতে সরলার মুখচুম্বন করিয়া, সুরেন্দ্র হৃদয়ের শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। চুম্বন করিতে গিয়া মুখে মুখ বসিয়া গেল—সাধ্য নাই—দুই মুখ পৃথক হয়। সরলার বক্ষে বক্ষঃ মুখে মুখ—যেন স্বর্গে স্বর্গ মিলিত হইল—যেন জ্যোৎস্না রাশিতে ফুলের সৌরভ মিশিল।

২৩

সরলাকে বক্ষঃ হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া, সুরেন্দ্র একদৃষ্টে সরলার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সরলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া বসিয়া রহিল। আট বৎসরের পর স্বামী-সম্মিলনে কার না লজ্জা হয়? সরলার লজ্জা যেন ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই লজ্জায় কি অতুল সুখ, কি হৃদয়ের অতুল আনন্দ। পাঠিকা! অনেক

বড়বউ।

দিনের পর স্বামীসমাগমে লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া —ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কিরূপ আনন্দ হয়—তাহা আর তোমায় বুঝাইতে হইবে না—তুমি নিজে তাহা জান। কিন্তু কষ্টের পর—এত জ্বালার পর—স্বামীকে খুঁজিতে আসিয়া স্বামী-রত্ন মিলিয়াছে। তোমার প্রেম স্বামীর প্রতি যদি এক বিন্দু পরিমিত হয়, সরলার প্রেম সমুদ্র তুল্য। সরলার হৃদয়ে আজ প্রেমসিন্ধুর উচ্ছ্বাস দেখিতে চাও তো সরলার মত সতী হও।

সরলার লজ্জা দেখিয়া, সুরেন্দ্রেরও লজ্জা উপস্থিত। সুরেন্দ্রের লজ্জায় কিন্তু সুখ নাই—লজ্জা আসিয়া সুরেন্দ্রর হৃদয়কে কাঁপাইয়া যেন বলিতেছে, এমন সতীকে এত কষ্ট দিয়া আবার কোন লজ্জায় মুখ দেখাইলে—তোমায় ধিক্! তুমি পাপিষ্ঠ! এ হেন রত্নকে ফেলিয়া তুমি পৃথিবী ঘুরিয়া কি রত্ন খুঁজিতে ছিলে? অনেকক্ষণ দু'জনে নীরবে রহিল। পরে সুরেন্দ্র চক্ষু তুলিয়া সরলাকে দেখিতে লাগিল—নয়ন ভরিয়া দেখিতে

দেখিতে, হৃদয় সুখে—আনন্দে—শান্তি-সুধায় ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্র যেন দূর হইতে স্বর্গের শোভা দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে, আমি এ স্বর্গের অবমাননা করিয়াছি—আমি ইহাকে হঠাৎ স্পর্শ করিয়া ভাল করি নাই। এমন সতী আমার হাতে ভগবান্ কেন দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আজ আমি কি বলিয়া ডাকিব? প্রিয়তমে বলিয়া? না সরলা বলিয়া?—আমার জিহ্বা কিরূপে ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবে! অনন্তর সুরেন্দ্র, সরলাকে দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রের ক্রন্দন দেখিয়া সরলা ধীরে ধীরে আপনার মলিন অঞ্চল দ্বারা স্বামীর অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে বলিল, প্রাণনাথ! আর তুমি কাঁদিও না—তোমার মুখের হাসি যে অনেক দিন দেখি নাই। একবার তেমনি ক'রে আমার দিকে চেয়ে কি হাস্‌বে না! তুমি আর কাঁদিও না—এখন একবার আমার দিকে চাও, বলিতে বলিতে সরলা কাঁদিয়া ফেলিল।

বড়বউ।

সুরেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে বলিল, সরলা কেন কাঁদ? অনেক কেঁদেছ, আর কেঁদ না; আমার সঙ্গে দু'টো কথা কও, এই বলিয়া সোনার প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ-চুম্বন করিল। মুখে মুখে বাধিয়া গেল—চক্ষের জল চক্ষের জলে মিশ্রিত হইল। দুজনেরই ইচ্ছা যেন অনন্তকাল এই ভাবে মুখে মুখ, বুকে বুক রাখিয়া স্বর্গসুখ সম্ভোগ করে।

অনেক ক্ষণের পর দুই জনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিল। সরলা সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, নাথ! আজ আমাদের মহা সুখের দিন। আমার মনে এই সাধ—একবার দু'জনে দয়াময়কে ডাকি। সুরেন্দ্র প্রিয়ার মুখে এই পবিত্র কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দোন্মত্ত হইয়া বলিল, সরলা ধন! এস একবার দু'জনে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া আমাদিগের বিবাহের সার্থকতা করি। এই বলিয়া দু'জনে উপাসনায় বসিল। স্ত্রী—পুরুষে প্রেমে উন্মত্ত হইল। চারি চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুপাত



হইতে লাগিল। পাপি! একবার এই চিত্র দেখ তোর পাপক্ষয় হবে। বিবাহের সময় যে চারি চক্ষুর মিলন হয় সে কিসের জন্য বল দেখি? আমি বলি চারি চক্ষু ঈশ্বর প্রেমাশ্রু-জলে ভাসিবার জন্য। আজ দু'জনে প্রাণ খুলিয়া ভগবান্‌কে ভাবিতে লাগিল। দু'জনের হৃদয়ে হরি আসিয়া বসিলেন—অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন—দুই আত্মাকে এক করিয়া দিলেন। স্ত্রী পুরুষের এই সুখই তো সুখ। আজ স্ত্রীপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া যে কি আশ্চর্য্য সুখ সম্ভোগ করিতেছে, তাহা আমি পাপী হইয়া কিরূপে বর্ণনা করিব। যোগে বসিয়া ক্রমে রাত্রি পরে প্রভাত হইল—সূর্য্য আকাশে উঠিল—আবার সূর্য্য অস্ত গেল—আবার যামিনী আসিল—আবার সূর্য্য উঠিল। পরে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্ত্রীপুরুষের যোগ ভঙ্গ হইল। দু'জনে দু'জনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রভূত সুখ লাভ করিল। সরলার পূর্ব্ব যন্ত্রণা আর মনে রহিল না। সুরেন্দ্র ভাবিল, আমি অনেক যোগীর

সহিত যোগ করিয়াছি কিন্তু এমন মধুর সরল যোগ তো জীবনে কখন ভোগ করি নাই। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ভাবিয়া করযোড়ে ভগবান্‌কে বলিল ভগবন্‌। এতদিনে বুঝিলাম, স্ত্রীর সহিত যোগে কি সুখ, শান্তি, কি আশ্চর্য্য পবিত্রতা লাভ হয়। এত দিনের পর বুঝিলাম, সংসারকে ক্রোড়ে লইয়া যোগ করাই যথার্থ ধর্ম্ম। এত দিন যোগ অভ্যাস করিতেছিলাম বটে, কিন্তু শান্তি আদৌ পাই নাই। আজ যেন শান্তির অনন্ত সাগরে ডুবিলাম। আর নয়—সংসারে ফিরিব। সংসার ছাড়িয়া মহা পাপ করিয়াছি। ভগবন্‌! যদি স্ত্রীর সহিত যোগ করিয়া এত আনন্দ পাইলাম; না জানি তবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা সমভি-ব্যাহারে যোগ করিলে কত আনন্দ হয়! সমস্ত জগৎবাসীকে একত্রে লইয়া যোগ করিলে—তোমার গুণ কীর্ত্তন করিলে, কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ হইতে পারে, তাহা আজ কার্য্যের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি! সংসারে বসিয়া যোগী হইতে

পারিলেই যোগ সার্থক, নতুবা ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ মাত্র। আমি আর এখানে থাকিব না। ভগবান সহায় হইয়া প্রিয়তমাকে শূন্য হইতে বুকের উপর ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি এই প্রিয়তমাকে বুকে করিয়া ভগবানের আরাধনা করিব।

২৪

সুরেন্দ্রের শিষ্যগণ স্থানান্তরে গিয়াছিল। তাহারা সুরেন্দ্র ও সরলা সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। একজন বলিল, প্রভুর গতিক ভাল নয়, গৃহিণীকে পাইয়া যাগ যজ্ঞ সব হারান বা! অন্য একজন বলিল, গতিক ভাল নয়, আমরা অন্য স্থানে যাই চল। ওঁর যেরূপ গতিক দেখ্‌ছি—সাংসারিক সব ভাব হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আর উনি এ পথে থাকিতে পারিবেন না। এই স্ত্রীলোককে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই কথার পর, সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। অবশেষে পরামর্শ দ্বারা স্থির হইল যে

বড়বউ।

আর এখানে থাকা শ্রেয়ঃ নহে—অন্য আশ্রমের অন্বেষণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সুরেন্দ্র সরলাকে বলিল, তুমি এইখানে একটু বিশ্রাম কর, আমি আমার শিষ্যদিগকে অন্বেষণ করিয়া আসি। এই বলিয়া সুরেন্দ্র একটু দূরে গিয়া, প্রধান শিষ্যের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কাহারও সাড়া পাইল না। সুরেন্দ্র অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কাহারও দর্শন পাইল না। সুরেন্দ্র বড় চিন্তিত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন শ্রাবণ মাস। আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিল। শীতল বাতাস বহিতে লাগিল। বিদ্যুৎ ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। পর্ব্বতের এক পার্শ্বে সরলা বসিয়া আছে। চারিদিকের পাহাড় সকল অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সুরেন্দ্র এখনও পঁহুছিল না দেখিয়া, সরলা ভয় পাইল। নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ

বামাকণ্ঠকে ঢাকিয়া ফেলিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথাপি সুরেন্দ্রের দেখা পাইতেছে না। সরলা ব্যাকুল হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে এমন সময়ে কে একজন পশ্চাত হইতে আসিয়া সরলাকে ধরিয়া মাথায় তুলিয়া ছুটিতে লাগিল। সরলা 'বাবা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; সুরেন্দ্র খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—ভয় নাই ভয় নাই—আমি চোর, তোমায় চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। সরলা বুঝিতে পারিল সুরেন্দ্র। সরলা একটু হাসিয়া বলিল, ভাল ভাল ছেড়ে দাও, আমি চল্‌তে জানি—মুখের উপর বৃষ্টি পড়্‌ছে। সুরেন্দ্র মাথা হইতে নামাইল; পরে সরলাকে লইয়া দ্রুতবেগে গমন করিয়া আপন আশ্রমে পঁহুছিল।

২৫

পাঠক পাঠিকা! এই বার বিনোদের ফাঁসি দেখিবে চল। বিনোদের এই মহা বিপদের সময়ে সাহার্য্য করিবার লোক কেহ ছিল না। বৃদ্ধা

বড়বউ।

মাতামহী যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। কামিনী স্বামীর বিপদ্‌ ভাবিয়া ভাবিয়া পাগলিনী হইল। কামিনী এতদুর পাগলিনী হইয়াছে যে, কামিনীর পিতা কামিনীকে আপনার কাছে লইয়া গেলেন। চব্বিশ ঘণ্টা গৃহের ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কামিনী গৃহের ভিতরে থাকিয়া গৃহকে কারাগার ভাবিত। গৃহের ভিতরে একটী ছবি ছিল, সেই ছবিটার সহিত কত কি বকিত। কামিনী কখন 'বিনোদ বিনোদ' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নৃত্য করিত। কখন ফাঁসি ফাঁসি বলিয়া, হো হো করিয়া হাস্য করিত। কখন 'অবিনাশ শালা' —অবিমাশ শালা! বলিয়া দাঁত খিঁচাইতে এবং ছবিটীকে ঘুসি—লাথি—কিল দেখাইত। যখন কেহ ঘরের চাবি খুলিত, তখন দারোগা সাহেব আমার বালা দাও নহিলে মর—নহিলে মর— বলিয়া চীৎকার করিত। যখন কেহ আহার লইয়া

ঘরে দিত, তখন কামিনী হাসিয়া হাসিয়া বলিত বিনোদের সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে ভাত খাইব না। কামিনী প্রায় সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকিত। পরিবার কাপড় কখন মাথায় বাঁধিয়া—কখন কোমরে জড়াইয়া ঘরের ভিতরে ধেই ধেই করিয়া নাচিত। কামিনীর আর সে শ্রীছাঁদ নাই। সে সোণার বরণ কালি হইয়াছে। এখন কামিনীর মুখের দিকে চাহিলে ভয় হয় ও দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়।

যে দিন বিচারকর্ত্তা বিনোদের ফাঁসির হুকুম দিবেন সে দিন কামিনী ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একখানা বঁটি লইয়া সকলকে আক্রমণ করিতে যাইল। অবশেষে কাহাকেও আঘাত করিতে না পারিয়া আপনার হাতে চোট মারিল। কামিনীর বাপ আসিয়া বঁটি কাড়িতে গেলেন—কামিনী বঁটি ছুঁড়িয়া বাপকে মারিল। বঁটি গিয়া পিতার পায়ে পড়িল—পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। পিতা পাগ্‌লীকে ধরিয়া

বড়বউ।

তাতের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার আনাইয়া রীতিমত চিকিৎসা করান হইল।

২৬

বিনোদের ফাঁসির আজ্ঞা হইল। বিনোদ বিচারকর্ত্তার এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র একেবারে কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হরি হে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু আমি তো পৃথিবী হইতে চলিলাম —আমার কামিনীকে তুমি আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইও। হরি হে! যেন পরলোকে কামিনীকে পাই। বলিতে বলিতে দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িয়া বক্ষ ভাসিতে লাগিল। পুলিস বিনোদকে জেলে লইয়া গেল।

জেলে মরিবার জন্য বিনোদ বাস করিতেছে। দুই এক জন বন্ধু বিনোদের নিকট গিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব শুনাইত। বিনোদ শুনিত বটে কিন্তু কামিনীকে মনে পড়িলে একবারে কাঁদিয়া পাগল হইত, বক্ষে

করাঘাত ও ভূমিতে মাথা খুঁড়িত। বিনোদের একটী বন্ধুর নাম সতীশ। সে প্রত্যহ বিনোদের সহিত দেখা করিত। বিনোদ, কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক শূন্য দেখিত, তবে ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া একটু স্থির হইত। এক দিন কাঁদিয়া বলিল, সতীশ! ফাঁসির দিন একবার আমার কামিনীকে এন—আমি তার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব। সতীশ বলিল, ভাই, আজ তোমার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! কি হবে বিনোদ! তুই ম'লে আমি বিষ খাব! বলিতে বলিতে সতীশ কাঁদিয়া ফেলিল—ভাষা মুখের ভিতর লুকাইল—আর কি বলিয়া কাঁদিবে! আশা ভরসা যে আর নাই। বিনোদ কিছুক্ষণ পরে বলিল—ভাই যদি পাপী হইতাম তাহা হইলে মরিতে দুঃখ হইত না, কিন্তু নিরপরাধে এমন পৃথিবী, এমন বন্ধু, এমন কামিনী,—বলিতে বলিতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া বিনোদ মূর্চ্ছিত হইল। সতীশ অনেক যত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিল। চেতনা হইলে, বিনোদ

বড়বউ।

কাতর স্বরে বলিল, ভাই বড় সাধ ছিল কামিনীকে লয়ে একবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিব। আহা! প্রিয়া কতবার গলা ধরে বলিত, আমায় সীতাকুণ্ড দেখাবে না? হায় হায়! মনের কষ্ট মনেই রহিল। বন্ধু হে! আর কামিনীকে দেখিতে পাব না—আর সে মুখের হাসি—সে মধুর বচন জীবনের মত ফুরাইল। না ভাই না—আর কামিনীকে এখানে এনে কাজ নাই এ বিপদ দেখ্‌লে একেবারে উন্মাদিনী হবে। কামিনী যে বাস্তবিক উন্মাদিনী হইয়াছে তাহা বিনোদ জানিত না। উন্মাদিনী হবে এই কথা শুনিবামাত্র সতীশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ভাই আর কি উন্মাদিনী হতে বাকি আছে—তোমার কামিনী বাস্তবিক উন্মাদিনী হয়েছে। বিনোদ শুনিয়া পাগলের ন্যায় সতীশের দিকে চাহিয়া রহিল, আর কথা কহিবার শক্তি নাই—বিনোদ অনেক ক্ষণ হতচেতন প্রায় এক দৃষ্টে সতীশের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে বিকট চীৎকারের সহিত ভূমিতে মুষ্ট্যা-ঘাত করিয়া বলিল, ঈশ্বর যদি থাকেন, সতীশ নিশ্চয়

আমি বাঁচিব—আমার কামিনী পাগলিনী হইয়াছে—ঈশ্বর এ দেখেও যদি আমায় না বাঁচান, তবে ধর্ম্ম মিথ্যা—সব মিথ্যা। কি! আমার কামিনী পাগলিনী হইয়াছে আর আমি এ কারাগারে! কারাগার ভাঙ্গ ভাঙ্গ। এই চীৎকার শুনিয়া জেল-দারোগা ও অন্যান্য পুলিসের লোক সেখানে উপস্থিত হইল। দারোগা আসিয়া সতীশকে বলিল, মহাশয় আপনি এখন বাহিরে যান। সতীশ অগত্যা বাহিরে যাইল। বিনোদ কারাগারে একাকী থাকিয়া হৃদয়ের যাতনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

পর দিবস সতীশ আবার বিনোদের নিকট আসিল। সতীশ আসিয়া দেখিল বিনোদ হাস্যমুখ; —বিনোদের আর সে কাতরতা নাই—সে ক্লেশ নাই। সতীশ যাইবামাত্র, বিনোদ গম্ভীরস্বরে বলিল, সতীশ আমার জন্য কাঁদিও না—আমার শুভ দিন—আমি পরলোকে জন্মগ্রহণ করিতে চলিলাম। মৃত্যুর সময় পৃথিবীতে সকলে কাঁদে কেন? কাঁদা তো ভাল নয়, সকলের আনন্দ করা উচিত। এস ভাই

বড়বউ।

আমরা দু'জনে আজ একবার হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করি। এই সময়ে বিনোদের পবিত্র-মুখের দীপ্তি, চক্ষের মধুময় কিরণ, দেখিয়া সতীশের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, বিনোদের চক্ষুর দুইটী উজ্জ্বল তারার ভিতর দিয়া যেন কি এক ঐশ্বরিক তেজ বহির্গত হইতেছে; দু'টী তারা যেন স্বর্গ-রাজ্যের দু'টী প্রশস্ত বাতায়ন—সেই বাতায়নে চক্ষু রাখিয়া সতীশ স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব আবির্ভাব দেখিয়া, ঈশ্বরতেজের মহিমা অনুভব করিয়া, চিরসঞ্চিত নাস্তিকতা, কঠোরতা, অবিশ্বাশ প্রভৃতি হৃদয়ের জঞ্জাল গুলিকে নব প্রজ্জ্বলিত বিশ্বাসাগ্নিতে পুড়াইয়া যেন হঠাৎ বহুদিনের দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিল, এবং নবীন স্বাস্থ্য তত সুখ সম্ভোগে দুঃখের মধ্যেও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিল। বিনোদের এই কথা শুনিয়া সতীশের হৃদয় কম্পিত হইল, শরীর কণ্টকিত হইল, মনে মনে ভাবিল, বিনোদ আজ দেবতা—আমার

পরলোক সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তাহা মিটিয়া গেল আমি নাস্তিক ছিলাম কিন্তু আজ হইতে আস্তিক হইলাম। মনে মনে এই কথা বলিয়া সতীশ কাঁদিয়া বলিল, বিনোদ নাস্তিক পণ্ডিতদিগের পুস্তক পড়িয়া হৃদয়কে শুষ্ক করিয়াছিলাম, আজ তোমার হাস্যমুখ ও মরিবার সাহস দেখিয়া আমার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল! ভাই, কে যেন বলিতেছে, দেখ্ দেখ্ আমি আছি কি না দেখ্, ঐ আমার ভক্তের কেমন হাসি দেখ্। ভাই তুমি আমার নবজীবন দিলে; কিন্তু তুমি আর ক দিন! বলিয়া সতীশ কাঁদিতে লাগিল। সতীশের এই ভাব দেখিয়া বিনোদ আনন্দিত হইল। বিনোদ সতীশকে বলিল, ঈশ্বর বিশ্বাসীরা এইরূপেই প্রাণত্যাগ করে—প্রাণত্যাগ করা নয়, প্রাণ লাভ করা। এই কথার পর বিনোদ সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল, কামিনীর খবর কি? সতীশ বলিল, খবর পাই নাই। বিনোদ বলিল, কাল তুমি তাহাকে এখানে লয়ে এস আমি একবার দেখা করিব।

বড়বউ।

সতীশ বলিল, আমি তোমার শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁকে এ কথা বলিব। কিছুক্ষণ পরে সতীশ কারাগার পরিত্যাগ করিল।

২৭

১৫ই ভাদ্র। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। আজ কামিনী বিধবা হইবে। স্বামীর মৃত্যু, দিন, কামিনী পিতার সহিত একখানি ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া স্বামীর সহিত দেখা করিতে যাইতেছে। বেলা চারিটার সময় ফাঁসি হইবে। কামিনীর পিতা বেলা দুইটার সময় কন্যাকে লইয়া জামাতার কাছে উপস্থিত হইলেন। ফাঁসির স্থানে অনেক লোক জমা হইয়াছে। কামিনী সেইখানে উপস্থিত হইল। সে স্থানের জনমণ্ডলীর মধ্যে কামিনীকে দেখিয়া একটা গোলমাল হইল। এই বিনোদের স্ত্রী, ঐ বিনোদের শ্বশুর—এইরূপ নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।

বিনোদ শ্বশুরকে প্রণাম করিলে, শ্বশুর কাঁদিতে লাগিলেন। শ্বশুরের বুক গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া

উঠিল। কামিনী পাগলিনী, বিনোদের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পাগলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জলের ধারা পড়িতে লাগিল। পরিশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বিনোদকে বলিল, তুমি আবার কবে আসবে? বিনোদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ভগবানের যবে ইচ্ছা হবে। বিনোদ স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, কামিনী! আমি চলিলাম ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক—তুমি যদিও স্বামী হারাইতেছ কিন্তু তোমার স্বর্গের স্বামী রহিলেন তিনি সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিবেন। তারপর, কামিনীকে একবার বক্ষে ধরিয়া বলিল, কামিনী! এই শেষ আলিঙ্গন—আমি যাই। পাগলিনী বলিল, কাল আমাদের বাড়ী আসিও, আমি খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিব। কামিনীর এই কথা—এই দশা—বিনোদের বক্ষে গরলময় বজ্রবাণের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে বিনোদ, শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পিত! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন! আমার একটী প্রার্থনা আছে শুনিবেন? শ্বশুর কাঁদিয়া বলিল, কি প্রার্থনা

বড়বউ।

বল। বলিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া, কাঁদিতে লাগিল।

বিনোদ বলিল, আমার স্ত্রীকে একটু যত্ন করিবেন, একটু যত্ন করিবেন—আমার শাশুড়ি নাই তাই বলিলাম। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী কাঁদিয়া সে স্থান ভাসাইতে লাগিল। ওদিকে টং টং টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। জল্লাদ আসিয়া বিনোদের হাত ধরিল। কামিনী বিনোদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—পাগলিনী ভাবিতেছে বিনোদ কেন এখানে!

বিনোদ 'জয় ভগবান' বলিয়া ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে চলিল। বিনোদের শ্বশুর মূৰ্চ্ছিত হইলেন। কামিনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার চমকিত ভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যখন বিনোদকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইবার জন্য জল্লাদ বিনোদকে তাহার নিম্নে দাঁড় করাইল, তখন সমস্ত দর্শকের চক্ষে জল আসিল। কামিনী স্বামীর

মৃত্যু উপস্থিত—ইহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া 'বাবা গো! কি হ'ল গো' বলিয়া ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ছুটিতে লাগিল।

বিনোদকে ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইতে যাইতেছে এবং কামিনী ছুটিতেছে—এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায় মহা গোলযোগ উঠিল। ঐ সরলা! ঐ সুরেন্দ্রের পরিবার! বলিয়া কে চীৎকার করিয়া উঠিল, অবিনাশ সেইখানে ছিল। সে আপনার দাদাকে দেখিতে পাইল, বড় বউকে চিনিতে পারিল এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ওদিকে সুরেন্দ্র যাইয়া দ্রুতবেগে জল্লাদের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। চীৎকার করিয়া বলিল, খবরদার খবরদার—এই দেখ আমার স্ত্রী, এই দেখ সরলা—কে বলিল সরলা মরিয়াছে। জজ্ আসিয়াই বলিলেন ফাঁসি বন্ধ কর। মিথ্যা মোকদ্দমা! বিনোদ সরলাকে দেখিয়া অবাক্ হইল, এবং পাগলের ন্যায় হাততালি দিতে দিতে বলিল, জয়

বড়বউ।

ভগবান্! জয় ভগবান্! জয় ভগবান্! জয় সত্যের জয়! জয় সত্যের জয়! অবিনাশ আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। বিনোদ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইল।

জজ বলিলেন বিনোদকে ঘরে যাইতে দাও। বিনোদ আসিয়া সুরেন্দ্র ও সরলার কাছে দাঁড়াইল। বিনোদের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। একখানা গাড়ী করিয়া সকলে বাড়ী চলিয়া গেল। বিনোদ ফাঁসি হইতে রক্ষা পাইল। বন্ধুর দেখা পাইল। সরলার দেখা পাইল। কামিনী এতক্ষণ পাগলিনী ছিল। এখন প্রকৃতিস্থা হইল। কামিনী মাথায় একটু ঘোম্‌টা টানিয়া দিল।

২৮

সুরেন্দ্র ও সরলা রাস্তায় রেলের গাড়ীতে বিনোদের একজন আত্মীয়ের নিকট সকল ঘটনা শুনিয়াছিল। যখন সেই ভদ্রলোক বলিল, আজ

চারিটার সময় ফাঁসি হইবে, তখন দুই স্ত্রীপুরুষে একেবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দেশে যাইতে পারিল না। এদিকে সুরেন্দ্র—সরলার সংবাদ সুরেন্দ্রের দেশে রাষ্ট্র হইল। স্বর্ণ বাগদিনী এ পাড়া ওপাড়া সেই সংবাদ লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের পিতামাতা প্রথমে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, কিন্তু যখন অবগত হইল বড় বউও সুরেন্দ্রের সঙ্গে আসিতেছে তখন তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

এদিকে সুরেন্দ্র, সরলা, বিনোদ, কামিনী, ও বিনোদের শ্বশুর একখানি গাড়ি করিয়া বিশ্বনাথের বাড়ীতে উপস্থিত না হইতে হইতেই পুলিস গিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় আট বৎসরের পর পুত্র আসিয়াছে ইহাতে পিতামাতার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না আর কি না পুলিস আসিয়া পিতা-মাতাকে—গ্রেপ্তার করিল। অবিনাশ পলায়ন করিয়াছিল। পুলিস অনেক অনুসন্ধান করিয়া ধরিল।

বড়বউ।

আর অধিক কথা লিখিয়া পুস্তক বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, দুই এক কথা বলিয়া শেষ করি।

পুনরায় বিচার হইল। সুরেন্দ্রের পিতামাতার চৌদ্দ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইল, এবং অবিনাশের দ্বীপান্তর হইল। ছোট বউ বড় বউএর কাছে অতি যত্নে রহিল। সরলা গণেশসুন্দরীর নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপনার বাটীতে আনাইল। গণেশের স্বামীর সহিত সুরেন্দ্র ও বিনোদের বন্ধুত্ব হইল। গণেশের বাটী সরলার বাটী হইতে পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দূরে। আর নয়।

সমাপ্ত।

বড়বউ, অবলাবালা, সহমরণ সম্বন্ধে অভিমত।

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ইংরাজি লেখক ভূতপূর্ব্ব হোপ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

We have very great pleasure in introducing and recommending to our readers Babu Satya Charan Mitra. He is a Bengali writer of superior talents and great originality and his two books Barabau (বড়বউ) and Abalabala (অবলা-বালা) were highly spoken of by the public and the press and carried off the palm of pre-eminence in the Bengal Government's report of the progress of Bengali Literature. (1892—Hope)

"ভেরি ও কুশদহ" পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমরা এই পুস্তক পাঠে মোহিত হইয়াছি। পরিবার মধ্যে এরূপ উপন্যাস গঠিত হইতে দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দিত হই। বিশ্বনাথের আফিমের নেশা, নর ঘাতকদিগের জীবনেব পরি-বর্ত্তন, কামিনীর উন্মত্ত ভাব অতি মধুর ভাবে

চিত্রিত হইয়াছে। সুরুচি ও পবিত্রতা এই পুস্তকের পত্রে পত্রে অঙ্কিত আছে।"

নব্যভারত বলিয়াছেন:—"পুস্তকের উদ্দেশ্য ভাল। লেখা মিষ্ট ও সরল।"

সঞ্জীবনী বলিয়াছেন:—"আজকাল অনেকেই অতি সুন্দর সুন্দর নাম দিয়া পুস্তক লিখিয়া থাকেন; কিন্তু সে সকল পুস্তকের নামই সার, এ পুস্তকখানি সেরূপ নহে। সরলা স্বামী অন্বেষণ করিতে গিয়া, আপনার ধর্ম্মধন রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে; তাহা যখনি পড়িয়াছি তখনি স্বর্গের দেবী ভাবিয়া প্রণাম করিয়াছি। আর কামিনী? কুচক্রী লোকে মিথ্যা অপরাধে স্বামীকে নানা বিপদে ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে আর কামিনী তেজস্বিনী বাক্যে স্বামীর হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেছেন।"

[Extracts from the Report of the India Government—Home Department. 1887] And the best of these is "Abalabala" by Babu Satya Ch. Mitra. The characters in this book are boldly and distinctly drawn and they are real because the author is in sympathy with them &c.

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—"তোমার অবলাবালা পাঠ করিলে স্ত্রীলোকেরা স্বামী পাগলিনী হইবেক। রাত দিন স্বামীভাবে বিভোর থাকিলে কাজকর্ম্ম করিবে কি প্রকারে? বঙ্কিম যে টুকু বাকি রাখিয়াছিল—তুমি সে টুকু পূর্ণ করিয়াছ। এই উপন্যাস কঠোর সংসারের উপযুক্ত নহে—কোমল স্বর্গেরই উপযুক্ত। দুঃখের এরূপ ভীষণ বর্ণনা বৃদ্ধ বয়সে পড়িতে পারি না—বুক ফাটিয়া যায়।"

শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন ধর, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"আমার জীবনে এরূপ মনোহর উপন্যাস পড়ি নাই। সতীত্বের এরূপ উচ্চ, উজ্জ্বল, পবিত্র চিত্র আর কোন পুস্তকে নাই।"

Extracts from the Report of the Government of Bengal.

Sahamaran—By Babu Satya Charan Mitra, is a work of a very different nature. In this the young author attempts to give the picture of a woman absorbed in the cotemplation of the Deity. The miseries of the world, the neglect of the husband, the threats of the seducer, the allurements of the wicked men, are of no moment

to her. She knows only two beings, her father whom she is bound to tend and her Kali whose presence she always feels about her. Some of the scenes are very powerfully described. The scene in which Anupama who came to scduce her felt an immense gulf that separates him from her and was persuaded to expiate his sins by severe penances exerts a powerful and ennobling influence upon the mind.

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্,এ,মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—I have read your Sahamaran with the deepest feeling and intense attention and I am glad to find that my prediction when I read the Abalabala by an unknown writer, some years back, has been so literally fulfilled.

You have now developed into a fullfledged and powerful novelist, capable of stirring powerfully the tenderest, the sweetest, and the noblest chord of a Bengali's heart, with a full conception of the dignity of the noble art of representing human feelings in words. Your Kadambini is a giant figure, all powerful in doing good.

She is the embodiment of love, but love in a much purer sense than that in which the word is used by the ordinary run of novelists. You have the true key of vivifying and ennobling the Bengali mind revealed to you. Go on steadily with your mission, success is sure to attend your efforts.

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"আমার বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে আপনাকে কোলে করিয়া নৃত্য করিতেন। "অবলাবালা" ও "সহমরণ"লিখিয়া আপনি বঙ্কিমকে অনেক বিষয়ে পরাস্ত করিয়াছেন।"

লিখিত। আজ কালের ছেলে মেয়েরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়ে না এবং সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার সময়ও পায় না। অথচ তাহাদিগকে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান জানান আবশ্যক। নতুবা হিন্দুর ছেলে মেয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইতে পারে না। অল্পের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান ও নীতির সহিত বালক বালিকার দিগের পরিচয় সাধনের জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ। বালক, বালিকা ও মালক্ষ্মীরা আনন্দের সহিত উহা পাঠে মুগ্ধ হইবেন। অসার ও আজগুপি গল্প ও অশ্লীল অংশ একেবারে ইহাতে আদৌ নাই।

ইহার সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত।

বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের অফিসিয়েটিং সহকারী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বলিয়াছেন,—"আপনার প্রেরিত রামায়ণ, ও মহাভারত পাঠ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। পুস্তক দুই খানি বাস্তবিকই আদর্শ পুস্তক হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কৃত্তিবাসের

সনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনয় কৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ ও ভারতী, যমুনা প্রভৃতি মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ বিপিন বাবুর গ্রন্থের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

ও কাশীরাম দাসের বিরচিত পদ্যাংশগুলি থাকায় বড়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষা সরল ও মধুর। লিখিবার প্রণালী নূতন, সুতরাং বালকদিগের বড়ই প্রীতিপ্রদ হইবে। পুস্তক দু'খানি স্কুলপাঠ্য হইলে সুকুমার বালক দিগের বিশেষ উপকার হইবে।" কলিকাতার প্রসিদ্ধ মহাকালী পাঠশালার প্রবীণ তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "আপনার গ্রন্থে গদ্য ও পদ্যের একত্র সমাবেশ এ প্রণালীটী সম্পূর্ণ নূতন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। আমার মতে ইহা প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে বালক বালিকাদিগের জন্য গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় এক এক খণ্ড রাখা উচিৎ। ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।"

হাওড়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, বীরভূম জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়, হুগলী জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কলিকাতা মিত্র ইনিষ্টিটিউ-